পূর্ণ নম্বর – ৭৫

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবনীসম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী

৫৭৭ – ১৩৩২

TH- 323942
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

নজরুল ইসলাম সারনিক
(শ্রেনীরোল নং- বব-৩০০(১১৭))

Dhaka University Library
323942

গবেষণাপত্রটি ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষপর্ব পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৯৯০ইং

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা কামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবনীভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী

TH- 323942
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

তত্ত্বাবধায়ক—

এ.কে.এম. কামরুল আলম
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রণেতা—

নজরুল ইসলাম আরিফ
শেষবর্ষ এম.এ.
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

উপমহাদেশের সংগ্রামী জনগণ-নেতা
মাওলানা আবদুল হামিদ ভাসানীর
প্রতিবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত
অপ্রতিরোধ্য নিবেদিত-প্রাণ কর্মীদের
করকমলে —

T
THESIS
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের এম.এ. শেষ পর্বের পাঠ্যক্রমে 'গবেষণা কর্ম' আবশ্যিক পত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি এম.এ. শেষ পর্বের পরীক্ষার গবেষণা-পত্রের আংশিক পরিপূরক হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক অচলাবস্থার উত্থান-সাধনে দিব্যজ্ঞানী মনীষীগণের আত্মত্যাগ আর নিষ্ঠা অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। হতাশার অতলে নিমজ্জমান জাতিকে মুক্তির নিশানা দিতে যুগে যুগে গুণীজনের নেয়া সাহসী উদ্যোগ আর উদ্যম ইতিহাস হয়ে আছে। এইসব কালজয়ী প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিমানসের জীবন ও কর্মের পুংখানুপুংখ আলোচনা সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাসহ সময়ের দুঃসহ অবক্ষয়রোধে একান্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী উপমহাদেশের আলেমকুল শিরোমণি আধ্যাত্মিক সাধক বহুভাষাবিদ পন্ডিত যে কোন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আপোষহীন প্রতিবাদী পুরুষ হযরত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ) -এর জীবন, দর্শন, কর্মভাবনা ও এতদসংক্রান্ত প্রকাশিত যাবতীয় ঘটনা প্রবাহকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিচার গ্রন্থে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবন, রাজনৈতিক আদর্শ-প্রসূত চিন্তা-চেতনা, আত্মদর্শন, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের পরিধি এবং এ সম্পর্কে প্রকাশিত ঘটনা-প্রবাহের সঠিক সন্নিবেশন করতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি। যদিও বাঁধা-ধরা স্বল্প সময় অভিসন্দর্ভটি তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু তবুও একে যথাসম্ভব একটিমুখী রাখার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি বর্তমান গবেষণা কর্মটি গবেষক ও পাঠক বর্গের কাছে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবন, দর্শন, কর্মকান্ড এবং তাঁর সম-সাময়িক কালের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

এ অভিসন্দর্ভটি গবেষক, নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও সাধারণ পাঠকবর্গের ন্যূনতম উপকারে আসলেও আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

স্বাক্ষরঃ-

(নজরুল ইসলাম সারণিক)

ঢাকা,
অক্টোবর, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী" শীর্ষক অভি-সন্দর্ভটি প্রণয়নকালে আমি বিভিন্ন মহলের সবিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি । এ উদ্দেশ্যে আমাকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী মাধব চন্দ্র দে , বিভাগীয় শিক্ষক সর্ব-জনাব ডঃ নাসির উদ্দিন আহমদ, ডঃ সারোয়ার হোসেন, ডঃ খান মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ডঃ আফিফা রহমান, সুরাইয়া বেগম, শফিক মুহাম্মদ মান্নান ও আমার গাইড জনাব এ.কে.এম. শামছুল আলম সাহেব থেকে শুরু করে মাওলানা পাঁচবাগীর পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও ভওজনসহ দেশের কৃতি রাজনীতিক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক পর্যন্ত বহু গুণীজনের একান্ত সান্নিধ্যে যেতে হয়েছে। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাকে সাধ্যমত তথ্যাদির যোগান, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও আনুষাংগিক সহায়তা দিতে কোন রকম আলস্য, তাচ্ছিল্য কিংবা কার্পণ্য করেননি। গবেষণা কর্মটির গ্রন্থনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমার গুরুজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-মহল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলের সহ-সাথী-গণের আগ্রহান্বিত ঐকান্তিক উদার তৎপরতার কথা কোনদিনও বিস্মৃত হবার নয় ।

আমার ধারণা, এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্মানিত সব সুধীগণের নামের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ অথবা দায়সারাগোছের ধন্যবাদ-জ্ঞাপণ তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতাকে অনেকাংশে আতিশয্যের অনভিপ্রেত অভিধায় সংকীর্ণ, সংকীর্ণ ও গন্ডীবদ্ধ করারই নামান্তর । আমি সকলের সুখ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সুখ্যাতি কামনা করে তাঁদের সযত্ন-সহানুভূতির কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ।

বিনয়াবনত —

(নজরুল ইসলাম সারণিক)

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষার তালিকা

EP	: Emarat Party
JUH	: Jamat-e Ulamaye Hind
KPP	: Krisak Praja Party
এম. এল. এ.	: মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এসেম্বলী
এম. এন. এ.	: মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্বলী
এম. পি. এ.	: মেম্বার অব পার্লামেন্ট এসেম্বলী
বি. এ.	: ব্যাচেলর অব আর্টস,
বি. এস-সি	: ব্যাচেলর অব সায়েন্স
এম. এ.	: মাস্টার অব আর্টস,
বার-এট-ল	: ব্যারিস্টার-এট-ল ।
ও. সি.	: অফিসার -ইন - চার্জ
এস, ডি. ও.	: সাব ডিভিশনাল অফিসার
বাকশাল	: বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ
ভি. সি.	: ভাইস চ্যান্সেলর

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠাংক
মুখবন্ধ	ক
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	গ
পরিভাষার তালিকা	ঘ
প্রথম অধ্যায় :	
ভূমিকা	১
গবেষণার উদ্দেশ্য	৩
গবেষণার পরিধি	৪
গবেষণার পদ্ধতি	৫
দ্বিতীয় অধ্যায় :	
জন্ম ও পূর্ব পুরুষ	৬
পিতা-মাতা	৭
বাল্যকাল	১১
ভ্রাতা-ভগিনী	১২
তৃতীয় অধ্যায় :	
শিক্ষা জীবন	১৩
দাম্পত্য জীবন	১৭
চতুর্থ অধ্যায় :	
রাজনৈতিক জীবন	২৩
রাজনীতিতে যোগদানের পটভূমি	২৪
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে মাওলানা পাঁচবাগীর ভূমিকা	২৫
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ	৩১
ইমারত পার্টি গঠন	৩৩
ইমারত পার্টি ও ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন	৩৫
মাওলানা পাঁচবাগীর পাকিস্তান ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিরোধী কার্যক্রম	৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠাংক

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও মাওলানা পাঁচবাগী ৪৬
মাওলানা পাঁচবাগীর আইয়ুব-বিরোধী কার্যক্রম ৪৯
মাওলানা পাঁচবাগীর ইয়াহিয়া-বিরোধী কার্যক্রম ৮০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাসননীতির বিরুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগী ৮৯
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি মাওলানা পাঁচবাগীর দৃষ্টিভঙ্গী ৯৫

পঞ্চম অধ্যায় :

কর্মী পাঁচবাগী ৯৭
সমাজসেবক পাঁচবাগী ৯৮
কুসংস্কার মূলোৎপাটনের সহযোগী বীর ১০৩
অসাম্প্রদায়িকতার বিরল নজীর ১০৮
সাংবাদিকতার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ১১৫
ইসতেহার সাহিত্যের জনক ১২০
বিদ্যুৎসাহী পাঁচবাগী ১২৩

ষষ্ঠ অধ্যায় :

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগীর অবদান ১২৬
নিষ্ঠাবান মাতৃভাষা প্রেমিক ১২৭
মুক্তিযুদ্ধের মুক্তসেনা ১২৯
শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে পাঁচবাগী ১৩৩
মাওলানা পাঁচবাগীর ব্যক্তিগত জীবন ১৩৭
মাওলানা পাঁচবাগীর সন্তান-সন্ততি ১৪১

সপ্তম অধ্যায় :

মাওলানা পাঁচবাগীর আধ্যাত্মিক জীবন ১৪৪
অন্তিম শয়ানঃ চির বিদায়ের মরমী ঘন্টা ১৫৯

অষ্টম অধ্যায় :

মাওলানা পাঁচবাগীর তিরোধানে বিভিন্ন মহলের শোক ১৬৪
মাওলানা পাঁচবাগীর উপর গুণীজনের মন্তব্য ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

	পৃষ্ঠাংক
মাওলানা পাঁচবাগী স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভা ও ওয়াজ মাহফিলের কার্যক্রম '১৯৮৮	১৭৭
মাওলানা পাঁচবাগীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সচিত্র রিপোর্ট	১৮২
মাওলানা পাঁচবাগী স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভা ও ওয়াজ মাহফিলের কার্যক্রম '১৯৮৯	১৮৩
নবম অধ্যায়ঃ	
মাওলানা পাঁচবাগী লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা	১৮৮
দশম অধ্যায়ঃ	
সহায়ক তথ্যপঞ্জী	১৮৯
যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন	১৯০
পরিশিষ্ট	১৯৬
নির্ঘন্ট	২১৪

----x----

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

বহুদর্শী ব্যক্তিত্ব মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী এক বিস্ময়কর প্রতিভা । তাঁর অতুলনীয় পান্ডিত্য সুনির্দিষ্ট কোন পছন্দসই বিষয়ের ক্ষুদ্র আওতায় গন্ডীবদ্ধ ছিল না । সমুদয় জাগতিক বস্তু-ভাবনার উর্ধ্বে উঠে তিনি ঐশ্বরিকতার প্রত্যক্ষ স্পর্শে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন । রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের আর স্থিতির মধ্যে গতির এই নিত্যতা-জাত উপলব্ধি তাঁকে এক অমীয় সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলো । সম্ভবতঃ এহেন উপলব্ধি প্রসূত অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবন-দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশকে আলাদা আঙ্গিক নির্মাণে সহায়তা করেছিল ।

মাওলানা পাঁচবাগীর জীবন বহুধাবিভক্ত । তাঁর বাল্যকাল চঞ্চলতামুক্ত, কৈশোর তাচ্ছিল্যতার আড়ষ্ঠতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যৌবন অবক্ষয়ের অপযশচিন্তার বহু উর্ধে ,প্রৌঢ়ত্ব পৌরুষে প্রদীপ্ত আর বার্ধক্য জরাজীর্ণতার প্রাকৃত পরিণতির পরি-কীর্ণতাবিযুক্ত । অসাধারণ প্রতিভাধর এই প্রাজ্ঞ মনীষীর শিক্ষাকালের প্রতিটি ধাপ শাণিত মেধার প্রখর ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর । জ্ঞান সাধনার নিবিড় নির্লিপ্ততা আর আধ্যাত্মবাদের অপরূপ উৎকর্ষতা তাঁর চিত্ত-চৈতন্যে এক অনাবিল আবেশের উৎ-সারণ ঘটিয়েছিল । আর এই উৎসারণই তাঁকে গণ-মানুষের কাছাকাছি এনে ক্রমশঃ রাজনীতিমুখী করে তোলে , ফলে দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি হন প্রতিবাদমুখর । আমাদের বৃটিশবিরোধী আন্দোলন, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সহ সবক'টি প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী কর্মসূচীতেই মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ছিল প্রত্যক্ষ সংযোগ। নিজের জীবন, স্বার্থ লোভ এবং মোহকে জলাঞ্জলী দিয়ে আজীবন তিনি মানবতার অগ্রযাত্রায় নিজেকে নিযুক্ত রেখে আপোষহীনতার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর স্থাপন করে গেছেন।

আমতবিএম এই মহান ত্যাগী ব্যক্তিত্বের জীবন, দর্শন ও কীর্তিকে যথা-যথ উপস্থাপন করতে আমাকে মূলতঃ বিভিন্ন প্রকাশণা ও সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। মাওলানা পাঁচবাগীর জীবন রহস্যের রুঢ় অবগুন্ঠনে রুদ্ধ। কথায় বলে, লোহার শিকল ভাঙা যায় কিন্তু রহস্যের শিকল ভাঙা দায়। শত প্রতিকূলতার প্রতিঘাত সত্ত্বেও আলোচ্য অভিসন্দর্ভে এই অবগুন্ঠনের অচলায়তন ভেঙে রহস্যের নিগড় থেকে মাওলানা পাঁচবাগীর আত্মোপলব্ধিকে পত্রস্থ করার পরিমিত চেষ্টা আমি করেছি। আমার এই চেষ্টার সাফল্যমান সহৃদয় পাঠকবর্গের হাতেই নির্ণীত হবে ; এই আশা রাখি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান যুগযন্ত্রণার চাপে নীতিকথা আর নীতিবোধ ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছে । দিনে দিনে মানুষের বিশ্বাস-ভক্তি, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিজ্ঞান-বিস্ময় সব কিছুর উপরই পড়ছে পরিবর্তনের ছায়া । সর্বত্র প্রবর্তিত এতোসব পরিবর্তনের ভেতর সুস্থির থাকাটা যেনো হয়ে উঠছে দুরূহ কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে চিন্তারও অতীত । ফলে, বাস্তবতার যাতাকলে পিষ্ট সরলতা আর সততার সাধুবাক্য কেবল উচ্চারণের মধ্যেই ঘোরপাক খেয়ে এক সময় হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে । সত্য, সুপথ, সুনীতি আর সু-বচনের এই রকম বিনাশী নির্বাসনে সমাজে নামছে অবক্ষয়, অব্যবস্থা, দুর্নীতি আর দুঃশাসনের দুর্বহ ধ্বংস ।

যুগে যুগে অবস্থার এরকম বৈপরিত্য বিমোচনে মহাজ্ঞানী মনীষীগণের অনুসৃত পথ এবং মত অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে । জগতের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত-প্রাণ প্রবাদপুরুষগণ তাঁদের হৃদকমলের তাবৎ গুণধারার সুরভিত নির্যাসকে অকাতরে মানব কল্যাণের নিমিত্তে বিচ্ছুরিত করে গেছেন । মানব জাতির সংহতি আর সম্প্রীতির বন্ধনকে অক্ষত ও অটুট রাখার লক্ষ্যেই তাঁদের এই আত্মত্যাগ । এমনি এক সিদ্ধবাক্য কর্মবীর মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীও এ ধারারই যোগ্যতম সংযোজন । তাঁর আজীবনের নিরলস সংগ্রাম ছিল মানবতার অবমাননার বিরুদ্ধে চালিত । শান্তির পতাকা হাতে সর্বদাই তিনি নিরাপোষ থেকে বিপন্ন জনতার মুক্তির গান গেয়েছেন ।

সামাজিক সুস্থতা বিধায়ক মাওলানা পাঁচবাগীর মনীষাদীপ্ত বাক্যমালা আমাদের চলমান অস্থিরতা রোধে সহায়ক হবে, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে আমি আমার অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে যুগোপযোগী মনে করেছি ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি

আমার এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমিকয়েকটি পার্বে বিভক্তির মাধ্যমে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি । এ সব পর্বে কৃতিমানব মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা, দাম্পত্য, কর্ম প্রভৃতি সব ক'টি ধাপই স্থান পেয়েছে । আলোচনা এবং মূল্যায়নের গুণগত স্বার্থে মাওলানা পাঁচবাগীর সমসাময়িক কালের কতিপয় প্রসঙ্গ এবং তাঁর উপর বর্তমান সময়ের কিছু অভিব্যক্তিকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী বলয়োর্ধ্ব ব্যক্তিত্ব । নির্দিষ্ট কোন ব্যঞ্জনার পরিমিত বেষ্টনে তিনি আবদ্ধ নন । তাঁর জীবন বিস্তৃততর আঙ্গিকে পরিব্যপ্ত । আর তাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের পরিধি যেন অনেকটা বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতা-বহির্ভূত দ্বন্দ্বময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিক্ষিপ্ত-লয়েই লীন হয়ে আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি

অভিসন্দর্ভ বিচার-গ্রন্থ । এখানে অতিকথন বা অতিরঞ্জনের সুযোগ একেবারেই নেই । সত্য , মিথ্যা, আশংকা এবং অনুমানের মিশ্রগর্ভ থেকে পরিপূর্ণ সত্যের বিশুদ্ধতম অবয়ব আবিস্কার করাই গবেষকের ধর্ম । ধর্ম সর্বদাই দায়িত্ব-বোধকে কঠোর শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ করে । ফলে গবেষককে বিশেষ কিছু নিয়ম বা পদ্ধতির নিরিখে অগ্রসর হতে হয় ।

আলোচ্য গবেষণা-কর্মে বিষয় বস্তুর যথার্থ উপস্থাপনার স্বার্থে আমাকে তথ্যমূলক পদ্ধতির সবিশেষ সহায়তা নিতে হয়েছে । এ পদ্ধতির আওতায় মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর যাবতীয় দুস্প্রাপ্য প্রকাশনার উদ্ধারকৃত খন্ডিত অংশাদি, তাঁর উপর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সকল পুস্তক-পুস্তিকা ,প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহ এবং দেশের রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি -সাংবাদিকতা ক্ষেত্রের দিকপালগণসহ এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভার প্রতিবেশী, আত্মীয়বর্গ, গুণগ্রাহী, পত্মীগণ, সন্তান-সন্ততি ও অধঃস্তন উত্তরাধিকারীগণের অনুরঙ্গ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পাওয়া তথ্যাবলীকে আমি যথেষ্ট সতর্কতার মাধ্যমে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম ও পূর্ব পুরুষ :

জন্ম :

মাওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলার ঘনিষ্ট বন্ধু, জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অগ্নি পুরুষ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী ১৮৯০ সালে মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও উপজেলাস্থ পাঁচবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

পূর্বপুরুষ :

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর পিতার নাম মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ । পুরোনো নথিপত্রে দেখা যায়, মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদের পিতার নাম রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া । সেই হিসেবে ধরে নেয়া যায় মাওলানা পাঁচবাগী বাংলার প্রতাপশালী ভূঁইয়া বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী । তৎকালীন স্বাধীন সালতানাতের অধিভুক্ত কিশোরগঞ্জ এলাকার গির্দানে' ছিল মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ষষ্ঠ পুরুষের আদি বসবাস । অত্যন্ত ধার্মিক, উদারমনা, সমাজ হিতৈষী মাওলানা পাঁচবাগীর পূর্ব পুরুষগণ তাঁদের নিজ নিজ বাড়ীর আঙিনায় মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন । বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের বাড়ী-ঘর এবং লোকজন এখনো বিদ্যমান ।[২]

১: মাওলামা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান; "মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী", 'দৈনিক সংগ্রাম' , ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৮ ।

২: 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা অধ্যাপক নাজমুল হুদার দেয়া সাক্ষাৎকার', ১১ই মে, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

রফিক উদ্দীন ভুঁইয়া সির্দান' থেকে প্রথম পাঁচবাগে চলে আসেন । ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেষা শান্ত নিবিড় এই মনোরম পরিবেশ তাঁকে প্রলুব্ধ করে। ধর্মীয় আচার পালনের নিমিত্তে তিনি এখানে গড়ে তোলেন একটি মসজিদ। মসজিদের পেছনেই খনন করান দিঘি । এ দিঘির স্বচ্ছ জল স্পর্শে পথিকের শ্রান্তি ঘোচে ,সাধকের ক্লান্তি ঝরে আর উপাসনাকারীর প্রক্ষালণসহ প্রস্তুতি হয় সুসম্পন্ন । ভুঁইয়া সাহেব দিঘি সংলগ্নই তৈরী করেন বসত-বাড়ী ।

ঐ সময়ে সাহেব বাড়ী, মোড়ল বাড়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বংশের পরিচয়বাহী পাঁচটি বাগান বাড়ী নিয়েই গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যবাহী পাঁচবাগ গ্রাম ।[৩]

পিতা-মাতা ঃ

শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, সমাজ সেবক, অধ্যাত্মিক নেতা মাওলানা শামছুল হুদার পিতা মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম। তাঁর মাতা উম্মে কুলসুমও ছিলেন একজন শিক্ষিতা , ধর্মপরায়না আদর্শ মহিলা ।[৪] মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর পিতা এবং মাতা উভয়েই স্বীয় ধর্মনিষ্ঠা,সততা আর সারল্যের গুণে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন । মাওলানা পাঁচবাগীর পিতা মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন কামেল বুজুর্গ ব্যক্তি । দক্ষিন মোমেনশাহী এবং বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । সিপাহী বিপ্লবোত্তর পর্যুদস্ত বাংলার কৃষক সমাজ

৩ঃ পূর্বোক্ত ।

৪ঃ মাওলানা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান;"মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী", 'সংগ্রাম', ২৩শে অক্টোবর,১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

কে জমিদার , সুদ-খোর , মহাজন এবং ঘুষখোর অত্যাচারী আমলা কর্মচারীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি একটা সুপরিকল্পিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, অশিক্ষাই মুসলিম কৃষক সমাজের সকল দুর্ভোগের মূল কারন । তাই তিনি নিজের গ্রাম পাঁচবাগে একটি সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । পাঁচবাগ মাদ্রাসা একটি সাধারণ মাদ্রাসা হলেও এর আত্মার মধ্যে নিহিত ছিল একটা অসাধারণতার সংস্পর্শ । কারণ অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই পাঁচবাগ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে এমন একদল সচেতন কর্মী - পুরুষ সৃষ্টি হয়ে গেল যে এদের অনেকেই সরাসরি মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম না হলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন । দেশ-দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা -ভাবনা করার মতো যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল । এসব লোকই পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ মাও-লানা শামছুল হুদার রাজনৈতিক জীবনে এক একজন নেতৃ পুরুষের মত কাজ করেছেন ।[৫] মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদের প্রতি সাধারণ মানুষের ছিল অনাবিল শ্রদ্ধা । মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ তাঁকে বিচলিত করে তুলতো । তাঁর যথাসম্ভব সাহায্য আর সহযোগিতার উদার-হাত সর্বদাই খোলা থাকতো সাধারণ খেটে খাওয়া নিরন্ন মানুষের জন্য ।

তৎকালীন ভারতের ইসলামি বিদ্যার পাদপীঠ দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । আজাদী জিহাদ আন্দোলনের (১৮৮৭) প্রধান পুরুষ বিশ্বখ্যাত সুফী সাধক হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রঃ) ছিলেন মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন

৫ঃ মুহিউদ্দিন খান; "মাওলানা শামছুল হুদা", 'অগ্রপথিক', ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদের ধর্মগুরু । শোনা যায় রিয়াজ উদ্দিন আহমদই এতদঞ্চলের একজন প্রথম বাঙালী মুসলমান যিনি এই তপস্বী মনীষীর বয়াত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। রিয়াজ উদ্দিন আহমদ দেশ-জাতি - ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতেন । তখনকার দিনে যানবাহনের সুবিধা না থাকায় তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন আর ইসলামি-হুকুমত বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় দীর্ঘ বক্তব্য রাখতেন । তাঁর সে সব বক্তৃতার অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্ত শ্রোতার সমাগম হতো ।

মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদের ব্যবহৃত ঘোড়াটিকে ঘিরে নানা রকমের গল্প-কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে যার পেছনে বহু বাস্তব ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে । এসব কাহিনীর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো ।

একবার কোরবানীর পশু কিনতে মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন সাহেব গেছেন বাড়ী থেকে সাত মাইল দূরবর্তী গফরগাঁও বাজারে । কিন্তু পছন্দসই একটি পশুর দরদাম ঠিক হওয়ার পর হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো যে ভুলে টাকা আনা হয়নি । তাড়াতাড়ি করে তিনি স্ত্রীর কাছে ছোট একটি চিঠি লিখে তা গামছার কোণায় বেঁধে ঘোড়ার গলায় আটকিয়ে দিয়ে ইশারা দিতেই ঘোড়া সোজা দৌড়ে বাড়ী গিয়ে উঠলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক ঠিকমত টাকাসহ বাজারে ফিরে আসলো ।

Dhaka University Institutional Repository

তখনকার দিনে গ্রাম্য মহাজনসহ উঠতি কৃষকদের মধ্যে সূদের ব্যবষার খুব প্রচলন ছিল । মৌলভী রিয়াজউদ্দিন আহমদ সর্বদাই এই ঘৃণ্য ব্যবসা থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে উপদেশ দিতেন। কথা প্রসংগে তিনি প্রায়ই বলতেন যে সূদের ব্যবসার সংগে জড়িত ব্যক্তিদের দেয়া খাদ্য বস্তু তাঁর ঘোড়াও পছন্দ করে না ।

একদিন পাঁচবাগের পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বাড়ীতে কিছু লোক জড় হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী থেকে আনা গম, ধান, কলাই, ছোলা ঘোড়াকে খেতে দিলো । কিন্তু দেখা গেলো ঘোড়াটি সারিবদ্ধ পাত্র গুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটিকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে , আবার কোন কোনটি থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে যাচ্ছে । ফেলে দেয়া পাত্রগুলোর মালিকরাও কাছেই দাঁড়ানো ছিল । এ ঘটনায় তারা নিজেদের দোষ ধরতে পারলো এবং মৌলভী সাহেবের কাছে তওবা করলো ।

উল্লেখ্য এ ঘোড়াটিকে অনেকে মসজিদের ঘাটে পা ধুইতে দেখেছে আবার কেউ কেউ গভীর রাতে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করতেও দেখেছে।[৬]

৬ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর দৌহিত্রপুত্র ও জামাতা অধ্যাপক নাজমুল হুদার দেয়া সাক্ষাৎকার', ১১ই মে, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

একজন সত্যসন্ধানী খোদাভীরু নিষ্ঠাবান সমাজ হিতৈষী নিঃস্বার্থ মানব-দরদী প্রকৃতি-প্রেমিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থেকে একটা ইতর প্রাণীর অবুঝ সত্তাও যে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে এ সব দুর্লভ এবং বিরল ঘটনাবলী হতে আমরা এ শিক্ষাই পাই ।

মাওলানা পাঁচবাগী সাহেবের মাতা উম্মে কুলসুম ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে । ইসলামী আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি ও নিবিড় নিষ্ঠা । ইসলামী ভাব-ধারার আলোকে সদা সতর্কময় সরল শুদ্ধ পথে জীবন চালনাই ছিল তাঁর অন্যতম এবং ঐকান্তিক ব্রত । কথিত আছে পতিগত-প্রাণা নির্লোভ নিরহংকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয়া এই সাধ্বী রমণী সারাদিনের সাংসারিক কর্মাদি সম্পাদনের পর যখন গভীর রাতের আয়াসী ঘুমের তীব্র মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হতেন তখন স্বর্গীয় জ্যোতির নির্মল আভায় সারা ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠতো ।[৭]

বাল্যকাল :

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর বাল্যকাল ছিল সহ-সাথীদের গতানুগতিক হৈ হুল্লোড় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । অলৌকিকভাবে সেই শৈশবের অংকুরদশাতেই তার মধ্যে ক্রমশঃ বেশ কিছু ব্যতিক্রমী আচরণের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে । সরলতা, গাম্ভীর্যতা এবং মৌনতা তাঁর বাল্যকালকে

৭ঃ পূর্বোক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

চপলতা আর চঞ্চলতার স্বভাবসুলভ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে এক অসাধারণ অনির্বচনীয় আতিন্দ্রিয় অনুভূতির সুকুমার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।[৮]

ভ্রাতা-ভগিনী :

মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদের তিন পুত্র আর দু'কন্যার মধ্যে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীই ছিলেন সবার বড়। পাঁচবাগী সাহেবের এক ছোট ভাই মোঃ নূরুল হুদা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ফাজেল পাশ করেছিলেন। আর এক ছোট ভাই মোঃ বদরুদ্দোজা ছিলেন সনদপ্রাপ্ত ক্বারী। মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর উদ্দ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় সহযোগীতা ছিল। পাঁচবাগী সাহেবের রাজনৈতিক ব্যস্ততায় পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যায় সমাধানে সর্বদাই তাদেরকে এগিয়ে আসতে দেখা যেতো। প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানেও মৌলভী নূরুল হুদা এবং ক্বারী বদরুদ্দোজা তৎপর ছিলেন। মাওলানা পাঁচবাগীর বোনেরাও ইসলামি প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য কিতাবাদির সাথে পরিচিত ছিলেন। জরুরী মসলা-মাসায়েল তাঁদেরকে শিখানো হয়েছিল। তাঁরা ভেতর বাড়ীতে গ্রামের মহিলাদেরকে আরবী শিক্ষা দিতেন। বাপের বাড়ী এবং স্বামীর বাড়ী দু'জায়গাতেই তাঁরা আজীবন এ কাজটি চালু রেখেছিলেন।[৯] পর্দা-প্রথার দাপটে আচ্ছন্ন আমাদের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার ম্লানশিখাকে আলোকিত করতে এ দু'জন মহিলার আন্তরিক প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।

৮ঃ মাওলানা পাঁচবাগীর জামাতা এডভোকেট আনোয়ার উল্লাহর দেয়া সাক্ষাৎকার', ১লা জুন, ১৯৯৫।

৯ঃ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা জীবন ও দাম্পত্য জীবন

শিক্ষা ঃ

মাতা উম্মে কুলসুমের হাতেই বালক শামছুল হুদা শিক্ষার প্রথম পাঠ নেন । ঘরে বসে মায়ের সান্নিধ্যে "বাল্যশিক্ষা" আর 'বোগদাদী পাঠ" সমাপ্ত করেন । বাড়ীতেই ছিল পিতাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্তব । সেখানে পবিত্র কোরাণ শরীফ সহ জরুরী মাসলা-মাসায়েলের সংকলন রাহে নাজাত, মেফতাহুল জান্নাত প্রভৃতি উর্দু কিতাব পড়ে ফেলেন । বাড়ী থেকে কয়েক গ্রাম পরেই ছিল তেরশ্রীর' আবদুল বারী সাহেবের পাঠশালা । সেখানে ইসমাইল সাহেব বাংলা "পরিমল পাঠ" আর ইংরেজী 'কিংস প্রাইমার" পড়াতেন । দেখা গেল অল্পকালের মধ্যেই সহপাঠীদের ডিঙিয়ে বালক শামছুল হুদা এসব বই পড়ে ফেলেছেন । এরই ফাঁকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তাড়াটিয়ার মক্তবেও তিনি পাঠ নিতেন। মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ তাঁদের 'মাইজ বাড়ী'তে নির্মিত বাড়ী সংলগ্ন নেসাব মাদ্রাসাটি পরিচালনা করতেন । বালক শামছুল হুদার মেধার প্রকাশ ঘটলো এই মাইজবাড়ী নেসাব মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে । এখানেও তিনি খুব কম সময়ের মধ্যেই পাঠ্যক্রম শেষ করে ফেলে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন ।[১০]

১০ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জামাতা এডভোকেট আনোয়ার উল্লাহর দেয়া সাক্ষাৎকারঃ ১লা জুন, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

তখনকার দিনে আমাদের এই অবিভক্ত বঙ্গে একমাত্র সরকারী মাদ্রাসা ছিল ঢাকায় । মুহসেনীয়া গভঃ মাদ্রাসা । নেসাব মাদ্রাসার পড়াশুনা সমাপ্তির পর মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে কিশোর শামছুল হুদা এই মুহসেনীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন । আবুল মওলা মোহাম্মদ শামছুল হুদা তখন অসাধারণ মেধা ও মনোবলের অধিকারী এক যুবক । মাত্র ১৮ বছর বয়সে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকার মুহসেনীয়া গভমেন্ট মাদ্রাসা থেকে ৯৮% নম্বর পেয়ে ২৮টি প্রদেশের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল সহ ফাজেল পাশ করেন । কিন্তু বৃটিশ মেমের হাত থেকে মেডেল নিতে হবে বলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন । এরপর উচ্চ শিক্ষার্থে ভারত গিয়ে রামপুর (ইউঃপি) স্টেটের এক প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ৪ বছরের কোর্স ২ বছরে সমাপ্ত করে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন ।[১১]

রামপুরে অধ্যয়নকালে পাঁচবাগী সাহেবের স্মরণীয় এক ঘটনা তিনি অনেকের কাছেই বলেছেন । ঘটনাটি এই রকম ঃ-

রামপুরের মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন তখনকার একজন প্রসিদ্ধ ইসলামী পন্ডিত ও দার্শনিক । এই আবদুল আজিজ সাহেব সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষকগণকে সপ্তাহে একদিন বিভিন্ন জটিল বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা দিতেন । যুবক শামছুল হুদা পাঁচবাগী আবদুল আজিজ সাহেবের পান্ডিত্যের খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে একদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন । আজিজ সাহেব আগন্তুকের পরিচয় আর উদ্দেশ্য শুনে

১১ঃ 'আতাউর রহমান খান', "আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী" 'বন্ধন' (বিশেষ স্মরণিকা), ১৯৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন যে তিনি কোন ছাত্র পড়ান না । জ্ঞান পিপাসু শামছুল হুদা নাছোড়-বান্দা । অবশেষে আবদুল আজিজ সাহেব জ্যোতির্বিদ্যার উপর একটি ইংরেজী বই এনে শামছুল হুদার হাতে দিলেন । এবং পড়া শেষ হলে বইটি নিয়ে আসতে বললেন । কিন্তু যুবক শামছুল হুদা পরের দিন একই সময়ে আজিজ সাহেবের বাসায় যান । জ্ঞানী আবদুল আজিজ সাহেব শিক্ষার্থী শামছুল হুদার হাতে বইটি দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার দিয়ে উঠেন । যে দুর্বোধ্য জটিল বইটি পড়ে শেষ করতে অনেক সিনিয়র শিক্ষকেরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন , এই স্বল্প বয়সী যুবকের পক্ষে এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে তা কিভাবে সম্ভব । আজিজ সাহেবের ছিল এই আত্ম জিজ্ঞাসা । কিন্তু যুবক শামছুল হুদা যে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন প্রাজ্ঞ আজিজ সাহেব তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেননি । তিনি কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়ে যুবককে আরেকটি বই দিয়ে দিলেন । আবারো আগের ঘটনাই ঘটলো । পরের দিন একই সময়ে বইটি নিয়ে যেতেই নির্বাক আজিজ সাহেব আরেকটি বই এনে ছাত্র শামছুল হুদার হাতে দিলেন । একই কায়দায় যুবক শামছুল হুদা দিকপাল পন্ডিত আজিজ সাহেবকে অবাক করে দিয়ে প্রতিদিন একটি করে বই ফেরত দিয়ে আরেকটি আনতে থাকেন । এইভাবে পর্যায়ক্রমে ত্রিশ দিনে ত্রিশটি বই আনা হলো আর পড়া হলো ।শেষ দিনের বইটি ফেরত দিতে গেলে আজিজ সাহেব তরুণ শামছুল হুদাকে তাঁর পাশে বসিয়ে ত্রিশটি বই থেকে বহু প্রশ্ন করলেন । অপরাদকে তপস্বী তরুণ ত্রৈশজ্ঞানের আধার শিক্ষার্থী শামছুল হুদা নির্দ্বিধায় একের পর এক উত্তর করে গেলেন । যুবক শামছুল হুদার এই অভূতপূর্ব পান্ডিত্যে আশ্চর্য হয়ে উর্দু-ভাষী বিজ্ঞ মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব সেদিন শুধু

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলেন , " আল্লাহ কিসিকো জো এলেম তিস সালমে মিলায়া ওঁহি কিসিকো তিস দিনমে মিলাতা " -এর পর আবদুল আজিজ সাহেব দেখলেন যে, অতুলনীয় মেধার অধিকারী এই ছেলেকে পড়ানোর মতো কোন সুযোগ্য শিক্ষক এখানে নেই । অতএব মাওলানা আজিজ সাহেবের পরামর্শে তিনি বাড়ী চলে আসেন ।

রামপুরে অবস্থান কালে মাওলানা শামছুল হুদা দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ষষ্ট খলিফা হযরত হাফেজ মাওলানা শাহ মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ (গুজরাটী) সাহেবের বায়াত প্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ আধ্যাত্ম সাধনার উচ্চমার্গে উন্নীত হতে থাকেন ।

রামপুরের শিক্ষা শেষে মাওলানা পাঁচবাগী স্থির করলেন লাহোর যাবেন। উচ্চশিক্ষা নেবেন ইংরেজীতে । সে সময় মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ইংরেজী পড়ানোর একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে । কিন্তু মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ইংরেজী শিক্ষাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন না যে তাঁর ছেলে ইংরেজী ভাষা শিখুক । অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের একরোখা নির্মম শোষণই হয়তো মৌলভী সাহেবকে তাদের ভাষার প্রতিও বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল । বিদ্যানুরাগী মাওলানা শামছুল হুদা কামেল পিতার নিষেধ সত্ত্বেও লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। অবশ্যি সেখানে তার পড়াশুনার সুযোগ হয়নি কারণ পিতার আকস্মিক তারবার্তায় কয়েকদিন পরেই তাঁকে বাড়ী ফিরে আসতে হয় ।[১২]

সংক্ষেপে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এ পর্যন্তই। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এই মহান তাপসের জ্ঞান চর্চাকে গন্ডীবদ্ধ করতে পারেনি । নিষ্ঠাবান বিদ্যাব্রত এই সাধক পন্ডিত গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় । মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি ফারসী, উর্দু, আরবী ও ইংরেজীতে সমান পারদর্শী ছিলেন ।

১২: 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকের দেয়া সাক্ষাৎকার', ১ই জুন, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

দাম্পত্য জীবন ঃ

বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী যশস্বী পন্ডিত মনীষী শামছুল হুদা পাঁচবাগীর বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতিটি কর্ম বিবিধ রহস্যকে ঘিরে আবর্তিত । তার বৈবাহিক জীবনও মূলতঃ এক অজ্ঞাত রহস্যেরই দীর্ঘ ছায়া । সুনামে এবং সুকর্মে খ্যাত এই তাপস মাওলানার পত্নীর সংখ্যা পাঁচ, আর ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের সর্বমোট সংখ্যা চৌদ্দ ।

আনুমানিক ১৯২১ কিংবা ২২ সালে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানাধীন পাঁচকখীর প্রখ্যাত ওয়ায়েজমাওলানা ইউনুস সাহেবের সুযোগ্যা কণ্যা মোসাম্মাৎ সাঈদা খাতুনের সাথে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর বিবাহ সম্পন্ন হয় । পিতা মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদের জীবদ্দশায় সংঘটিত এটাই ছিল মাওলানা পাঁচবাগীর প্রথম বিবাহ ।[১৩]

দ্বিতীয় বিবাহের সঠিক কোন তারিখ পাওয়া যায়নি । তবে প্রথম পত্নীর মৃত্যুকালীন অনুরোধ রক্ষার্থে তাঁকে তাঁরই এক আশ্রিতা আত্মীয়া মোছা-ম্মাৎ যোবেদা খাতুনের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় । সেবায় নিষ্ঠাবতী এই মহিলার গর্ভে কোন সন্তানের জন্ম হয়নি ।[১৪]

১৩ঃ 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভাবশিষ্য মৌলভী আবদুল মতিনের দেয়া সাক্ষাৎকারঃ ১৩ই মে, ১৯৯০।

১৪ঃ পূর্বোক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

তেরশ্রীর আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন মাওলানা পাঁচবাগীর মামা। ছোট কাল থেকেই বালক পাঁচবাগীর প্রতি আজিজ সাহেবের একটা আলাদা টান ছিল। পরবর্তীকালে তিনি মাওলানা পাঁচবাগীর সামাজিক, রাজনৈতিক সকল কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে নিজ কণ্যা মোছাম্মাৎ হামিদা খাতুনকে সুযোগ্য ভাগিনার সেবায় নিয়োজিত করতে মনস্থ করেন। ফলে বিবাহের প্রস্তাব দিলে মাওলানা পাঁচবাগী মামার কথার অবাধ্য হতে পারেননি। প্রথম পত্নী মোছাম্মাৎ সাঈদা খাতুনের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত এটা ছিল মাওলানা পাচঁবাগীর দ্বিতীয় বিবাহ।[১৫]

মাওলানা পাঁচবাগীর ৪র্থ পত্নী মোছাম্মাৎ জাহানারা বেগম। পত্নীগণের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা শিক্ষিতা ও সমাজ সচেতন মানসের অধিকারিণী। তখনকার সময়ে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বাহিকা এই বিদুষী মহিলার সংগে মাওলানা পাঁচবাগীর বিবাহের ভিন্ন পটভূমি রয়েছে।

চুয়াডাংগার জমিদার-তনয় খোদাবক্স সাহেব ওসি হিসেবে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন থানায় বহু বছর কর্মরত থাকার সুবাদে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর সুখ্যাতির কথা জানতে পারেন। এক পর্যায়ে তাঁকে গফরগাঁও থানায় বদলী করা হয়। খোদাবক্স সাহেবের স্ত্রী মোছাম্মাৎ এসরাতুন্নেছা ছিলেন এক পূণ্যবতী সাধ্বী মহিলা। সাংসারিক কাজ-কর্মের ফাঁকে নিজেকে তিনি

১৫ঃ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহর উপাসনায় ডুবিয়ে রাখতেন । গফরগাঁয়ে আসার পর মাওলানা পাঁচবাগীর অলৌকিক কর্মকান্ড তাঁর অন্তর্লোকে ক্রমশঃ এক নতুন প্রেরণা উজ্জীবিত করে । তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে এই অসামান্য প্রতিভাধর দিব্যচক্ষুর অধিকারী সাধক পন্ডিতের আধ্যাত্ম অগ্র - যাত্রায় নিজেকে শরীক করা যায় । পরে এই আদর্শ মহিলার ঐকান্তিক অনুরোধে মাওলানা পাঁচবাগী তাকে ধর্ম-মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেন । সম্ভবতঃ দারোগা পত্নী এসরাতুন্নেছার ভক্তি, বিশ্বাস ও মমত্বজাত কোমল আন্তরিকতার ধার্মিক সংমিশ্রণই পরবর্তীকালে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচ-বাগীর সাথে কণ্যা জাহানারা বেগমের বৈবাহিক সুসম্পর্ক স্থাপনের মূলসুর রচনা করে ।

ওসি খোদাবক্স সাহেব ১৯৩৬ সালে কণ্যা জাহানারা বেগমকে নদীয়ার বিখ্যাত বহিরগাছীর অন্তর্গত আড়ংঘাটার এক জমিদার পুত্রের সংগে বিবাহ দেন । কিন্তু অল্পকাল পরে ১৯৩৮ সালে জমিদার-নন্দনের অকাল-মৃত্যু তাঁদের দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে ছিন্ন করে দিলে কালের চিরা-চরিত ব্যতিক্রমের অসহনীয় এই রূঢ় বাস্তবতা জাহানারা বেগমকে মেনে নিতে হয় । এবং অতি অপরিণত বয়সে বৈধব্যের শ্বেত-বসন পরে ফুটফুটে দুই শিশু সন্তানসহ শ্বশুর বাড়ীর বিত্তবৈভব ছেড়ে তাকে নিরবে চলে আসতে হয় সেই পুরনো আশ্রয় মাতা পিতার উষ্ণ কোলে ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর সাথে জাহানারা বেগমের নানা নীল-মনিগঞ্জের রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোহাম্মদ বিশ্বাসের সাক্ষাৎ হয় ১৯৩৬ সালের দিকে। এই সাক্ষাতের পর মাওলানা পাঁচবাগীকে তিনি প্রায়ই নীলমনিগঞ্জে বেড়াবার অনুরোধ করে চিঠি লিখতেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ব্যস্ত মাওলানার সেই সময় হয়ে উঠতো না। ১৯৩৭ সালের বংগীয় আইন সভার সভ্য নির্বাচিত হওয়ার পর এসেম্বলীতে যোগ-দানসহ অন্যান্য কাজে তাঁকে প্রায়ই কোলকাতা যেতে হতো। আর সেই পথে নীলমনিগঞ্জ স্টেশন পড়ায় বৃদ্ধ মোহাম্মদ বিশ্বাসকে দেখার উদ্দেশ্যে মাওলানা পাঁচবাগী মাঝে মধ্যে সেখানে নামতেন। আধ্যাত্মবাদে মোহাম্মদ বিশ্বাসেরও গভীর আস্থা থাকায় ধীরে ধীরে মাওলানা পাঁচবাগীর সাথে তাঁর অনুরংগতা গাঢ়ত্ব লাভ করে। দিনে দিনে প্রৌঢ় ভক্তের চোখে মাওলানা হয়ে উঠেন অনন্য, অসাধারণ ও তুলনাহীন।

মাওলানা চরিত্রের এই অনন্যতা ও অসাধারণতা ১৯৪০ সালে অভিজ্ঞ মোহাম্মদ বিশ্বাসের মনে এক নতুন চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। কন্যা ও জামাতা উভয়ের সাথে পরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন স্নেহের নাত্নী অকাল বিধবা জাহানারা বেগমকে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী এই কামেল মাওলানার সেবায় উৎসর্গ করবেন। পরিশেষে ঐ বছরেই সংসারাভিজ্ঞ মোহাম্মদ বিশ্বাসের ভক্তিময় অনুরোধে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী জাহা-নারা বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মহান আল্লাহ এভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

পুরা করলেন ওসি পত্নী এসরাতুন্নেছার সেই অনাবিল আদি মনোবাঞ্ছা ।

বিবাহের পরেই জাহানারা বেগম নিজ নামে কোলকাতায় একটি প্রেস স্থাপনের মাধ্যমে স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন । 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে যে আরবী মাসিকটি মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দেয় তা এই প্রেস থেকেই মুদ্রিত হতো । দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ ও জমিদার বিরোধী প্রচারণায় পাঁচবাগের 'শামসী প্রেসে'র পাশাপাশি কোলকাতার 'জাহানারা প্রেস'ও বিশেষ অবদান রাখে ।

মাওলানা পাঁচবাগীর জীবনে রহস্যের অন্ত নেই । মানুষের সশ্রদ্ধ আবেদনের করুণ ভাষা তাঁকে অশ্রুসিক্ত করতো । তিনি ভারাক্রান্ত হতেন বাস্তবতার অসম অভিঘাতে । এমনতর বহুবিধ অপ্রত্যাশিত বৈপরিত্যে আচ্ছন্ন মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী জীবনের শেষপর্যায়ে এসে এক আত্মসমর্পিত অনুরাগী ভক্ত তালুকার অন্তর্গত কংশের কূল নিবাসী অন্যতম কামেল সাধক মাওলানা জাহেদ আলী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুন্সী মোঃ আব্দুল মজিদ সাহেবের আন্তরিক অনুরোধের অপ্রতিরোধ্য চিত্তদাহ নির্বাপনে পরিশেষে ভক্ত কন্যা মোছাম্মাৎ আমিনা খাতুনের পানি গ্রহণে বাধ্য হন । মাওলানা পাঁচবাগীর জীবনে এটা ছিল পঞ্চম এবং সর্বশেষ বিবাহ ।[১৬]

১৬ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ৪র্থ পত্নী জাহানারা বেগমের দেয়া সাক্ষাৎকার', ৭ই আগষ্ট, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

আপাতঃদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও অতি সাধারণ চাহিদা সম্পন্ন অল্পে তুষ্ট সদা-সাবধানী অচঞ্চল এই স্থিতধী পন্ডিত পুরুষের বহুপাত্নিক দাম্পত্য জীবন ছিল শান্ত,সুনিবিড়, নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরুপদ্রব । তাঁর পত্নী-গণের মধ্যকার গভীর আন্ত-হৃদ্যতা কালের ইতিহাসে বিরল । জাতীয় কল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর সমূহ সাফল্যের পেছনে মিশে আছে এই সব ঋণজন্মা মহিয়ষী মহিলাগণের শ্রমসাধ্য আন্তরিক প্রয়াস ।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী যেন প্রকৃতির সন্তান । তাই তাঁর জীবনও প্রকৃতির মতোই বিস্তৃত -পরিব্যপ্ত । তাঁর জীবনাচরণে সংশয় বা সংকোচের কোন স্থান ছিল না । তিনি ছিলেন সব মানুষের একান্ত আপন । ব্যথিত সব হৃদয়ের সংগেই ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক । চারিত্র্য-মাহাত্মের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার দুর্লভ গুণে দায়িত্ব সচেতন আর কর্তব্য-নিষ্ঠ বিশাল-হৃদয় এই সদা প্রাণবন্ত সফল পুরুষ তাঁর অন্তরাত্মার সকল সুরভিকে আপন সংসারের ক্ষুদ্রগন্ডী অতিক্রম করে অসীমের পানে বিচ্ছুরিত করতে পেরেছিলেন। মানবতার ইতিহাসে গন্ডীমুক্তির এই নজীর সত্যিই বিরল ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক জীবন ঃ

জনাব পাঁচবাগী বৃটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত একাধারে ত্রিশ বছর এম,এল,এ ও এম,এন,এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । বাংলার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম আছে । নিঃস্বার্থ জনসেবাই ছিল তাঁর এ কৃতিত্বের মূল কারণ ।[৩২] শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর লেখা "বেঙ্গল টু ডে" বইটির ৫৫ পৃষ্ঠায় হাতে গোনা যে ক'জন বাঙালী নেতার নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে মাওলানা শামছুল হুদা অন্যতম ।[৩৩] মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী , মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (২১), আইয়ুব খান (৪৫০) এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে (৫৫০) এক হাজার একুশটি মোকদ্দমায় জয়ী হন ।[৩৪]

এই কৃতিরাজনীতিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে আমরা এভাবে বিন্যস্ত করেছি ঃ

* রাজনীতিতে যোগদানের পটভূমি
* জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে মাওলানা পাঁচবাগীর ভূমিকা

৩২ঃ মাওলানা মোহাম্মদ লুৎফর রহমানঃ "মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী"; 'দৈনিক সংগ্রাম', ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৮।

৩৩ঃ দুলাল বিশ্বাসঃ"কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী",'এখনই সময়', ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

৩৪ঃ ২৫-৯-৮৮ তারিখে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেফাকের' মন্তব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

* রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ
* ইমারত পার্টি গঠন
* ইমারত পার্টি ও ১৯৪৬ -এর সাধারণ নির্বাচন
* মাওলানা পাঁচবাগীর পাকিস্তান ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিরোধী কার্যক্রম ।
* যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও মাওলানা পাঁচবাগী
* মাওলানা পাঁচবাগীর আইয়ুব বিরোধী কার্যক্রম
* মাওলানা পাঁচবাগীর ইয়াহিয়া বিরোধী কার্যক্রম
* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাসন-নীতির সমালোচনা
* প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি মাওলানা পাঁচবাগীর দৃষ্টিভঙ্গী।

* রাজনীতিতে যোগদানের পটভূমি :

বাল্যকাল থেকেই মেধাবী শামছুল হুদার জ্ঞান — পিপাসা ছিল অপরিসীম । পিতার জরুরী তারবার্তা পেয়ে তিনি ওরিয়েন্টাল কলেজ ত্যাগ করেন । পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন । শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গভীর নিষ্ঠার সাথে ইসলামি দর্শন, তাসাউফ ও সাহিত্যসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার খ্যাতিমান লেখকদের রচিত পুস্তকাদির সাথে পরিচিত হতে থাকেন । শিক্ষকতার সময়টুকু বাদেসারাক্ষণই তিনি উচ্চতর গবেষণা ও আধ্যাত্মসাধনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন ।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে দেশের আপামর মানুষের জীবন আর জীবিকা তখন ইংরেজানুকুল জমিদার বাহিনীর গুন্ডাদের নগ্ন হামলায় আতঙ্কিত। নানাবিধ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর অহেতুক জুলুম জরিমানায় অতিষ্ঠ এলাকাবাসী সুবিচারের প্রত্যাশায় মৌলভী রিয়াজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। বিপন্ন মানবতার এই মর্মভেদী রোদন দরদী মৌলভীর কোমল সত্তায় প্রতিবাদের সুপ্ত অনল প্রজ্জ্বলিত করে তুললো। তিনি বিগলিত চিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে অবহেলিত মানুষের মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে স্বীয় সন্তান শামছুল হুদাকে দেশ-ধর্ম আর জাতির সেবায় ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করে দিলেন। পৃথিবীর অনন্ত কালের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব ঘটনার সংযোজন হলো — অত্যাচার, অনাচার আর নির্লজ্জ অবিবেকী হামলায় পর্যুদস্ত নিষ্প্রাণ দিগ্‌হাত মানবাত্মারা যেনো প্রাণ ফিরে পেলো। তাপস মাওলানা শামছুল হুদা আজীবনের লালিত সুপ্ত জ্ঞানানুশীলন আর আধ্যাত্মসাধনার নিভৃতকুঞ্জ থেকেও দিব্যজ্ঞানী কামেল পিতার আদেশ পালনে ব্রতী হন।

* জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে মাওলানা পাঁচবাগীর ভূমিকা ঃ

মাওলানা পাঁচবাগী বিশের দশকের মাঝামাঝি কালে রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। দেশে তখন সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া চরমে। ইংরেজদের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে নাজেহাল করতো। গরু কোরবানী দেওয়ার অপরাধে মুসলমান প্রজাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হতো। তখনকার সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচশত টাকা জরিমানা করে প্রজাদের ভিটেমাটি বিক্রি করে জমিদাররা তা আদায় করে নিত। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো কোন শক্তিশালী মুসলমান না থাকায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জেলার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত প্রজারা এমাগত শোষন ও নির্যাতনে জর্জরিত হতে থাকে।[৩৫] গরু কোরবানীর অপরাধে জমিদার অতুল বাবুর দুর্ধর্ষ ভাড়াটে লোকজন এক গরীব ধর্মপ্রাণ প্রজাকে বেত্রাঘাত করে রাস্তায় ফেলে রাখে। একই অপরাধের শাস্তি হিসেবে ধলার জমিদার যোগেশ বাবু পাঁচবাগের অদূরবর্তী 'বাগেরগাঁও' গ্রামের সাহেব আলী মুন্সী আর 'ছিপান' গ্রামের জনৈক প্রজাকে পাঁচশত টাকা জরিমানা করে। তখনকার এত বড় অংকের টাকা ছিল মধবিত্ত কৃষকদের নাগালের বাইরে। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে জমিদারের অনুগ্রহপুষ্ট দালালদের কাছে ভিটেমাটি বিক্রি করে তাদেরকে সেই জরিমানা আদায় করতে হয়। মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর বাড়ী থেকেদেড় মাইল পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারে কৃষিপন্যের বিখ্যাত বন্দর হোসেনপুর বাজার ছিল আঠার বাড়ীর জমিদারের দখলে। পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র মধ্যবিত্ত চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে বাজারে আসলে জমিদারের পোষা গুন্ডারা সেইসব পন্য থেকে তাদের ইচ্ছামত তোলা আদায় করতো। এ সময় কোন চাষী বাধা দিলে তাকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হতো। জমিদারের বেতনভুক দালালরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন লোভনায় সামগ্রীর সন্ধান করতো। সবরি কলার বড় কাঁদি, বড় পেঁপে, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি

৩৫। আতাউর রহমান খান: 'আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী", বন্ধন' বিশেষ স্মরণিকা), ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফলমূল ও কাঁচা তরকারী নজরে পড়লেই তারা সেগুলোর গায়ে 'দাগ' দিয়ে যেতো । এই দাগের অর্থ ছিল খাওয়ার উপযোগী হওয়া মাত্র দ্রব্যগুলো যেন অবশ্যই জমিদারের কাচারীতে পৌঁছে দেয়া হয় । সদ্যজাত হৃষ্টপুষ্ট পুং ছাগল ছানার মালিকের প্রতি হুকুম থাকতো বাচ্চাটাকে যেন পাঁঠা করে রাখা হয় যাতে করে এটা দিয়ে জমিদার মহাশয়ের পরবর্তী বলি'র কাজ চলে । এ সব চিহ্নিত সামগ্রী যথা সময়ে জমিদারের কাচারীতে না পৌঁছালে উক্ত দ্রব্যাদির মালিকের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হতো । সে সময় কোন মুসলমান দাঁড়ি রাখলে জমিদারকে বার্ষিক খাজনা দিতে হতো । ছেলের নাম রাখলেও জমিদারের নির্দেশ মেনে চলার রেওয়াজ ছিল, যার ফলে মুসলমানের ছেলে পরিচিত হতো 'গোপাল মিয়া' নামে । পারিবারিক কাজের জন্য পুকুর খনন করতে গেলে জমিদারের অনুমতির দরকার পড়তো। কোন কৃষকের গাছে মৌমাছি বাসা বাঁধলে মাচাসহ মধু জমিদারকে দিয়ে আসতে হতো । কেউ মারা গেলে জমিদারকে উপযুক্ত নজরানা না দেওয়া পর্যন্ত লাশ সৎকার করা যেতো না ।

অসহায়, অবহেলিত, নিরীহ নিরপরাধ মানুষের উপর চলিত এ সব মধ্যযুগীয় নির্যাতন আর নিপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী মাওলানা পাঁচবাগীর সরল চিত্তে প্রচন্ড বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের ঝড় তোলে । তিনি প্রস্তুত হন । আর মনে মনে স্থির করেন - শাসনের মোড়কে এই রকম

Dhaka University Institutional Repository

মানবতা বিরোধী জঘন্য শোষনকে আর চলতে দেয়া যায় না । খুব কম সময়ের মধ্যেই এর কিছু একটা প্রতিবিধান করতেই হবে । সাধারণ সরল দারিদ্র্যক্লিষ্ট হতাশাচ্ছন্ন পরিশ্রমী মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে । আর এ উদ্দেশ্যে শুরু করতে হবে ব্যাপক গণ-আন্দোলন - ঝড় তুলতে হবে প্রতিবাদের , বিক্ষোভের ; যেনো বঞ্চিত মানুষের বেদনার রোষাগ্নে ফেটে চৌচির হয়ে যায় বিবেকহীন অত্যাচারী ধূর্ত জমিদারদের প্রতাপের সিংহদ্বার ।

স্থানে স্থানে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন চলতে লাগলো । তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন মাওলানা এসব মাহফিলে কোরান-হাদীস আলোচনার ফাঁকে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির দিকে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। ত্রাস-সন্ত্রস্ত মানুষের মনে চৈতন্য এলো । তারা বুঝতে পারলো তাপস মাওলানার আসল উদ্দেশ্য । আর কথা নেই । শুরু হলো আন্দোলন । হাট-বাজার, সভা-সমিতি, রাস্তা-ঘাট সর্বত্রই কেবল জমিদার বিরোধী আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো । সাধারণ প্রজারা এবার জমিদারের লোক-দের আঘাতের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত দিতে শুরু করলো । মাওলানা পাঁচবাগীর আদেশে সকলেই ইংরেজদের পদলেহী জমিদার, তালুকদার আর মহাজনদের-কে খাজনা দান থেকে বিরত রইল । এসময় জমিদারী শাসনের বিরুদ্ধে জন-গণকে সংগঠিত করতে দেখে থলার অত্যাচারী জমিদার যোগেশ বাবু মাও-লানা পাঁচবাগীর বিপক্ষে পর পর ২৮টি মামলা করে সব ক'টিতেই পরাজিত

Dhaka University Institutional Repository

হন । অবশেষে তিনি মাওলানা পাঁচবাগীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন । শোনা যায় 'উস্থি' গ্রামের সতীশ রায় , সুরেন্দ্র এবং পাগলা গ্রামের কতিপয় গুপ্তঘাতক যোগেশ বাবু কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল মাওলানা সাহেবকে মেরে ফেলার জন্য ।[৩৬] কিন্তু ঘাতকদল বহু চেষ্টা করেও সফল হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাওলানা পাঁচবাগীর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। 'উস্থি' গ্রামের সুরেন্দ্র এবং সতীশ মৃত্যুকালে মাওলানা পাঁচবাগীর কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে গেছে ।[৩৭] ১৯৩৩ সালে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনে রূপ নেয় । এ সময় কোন এক গরীব চাষী কিছু লাউ নিয়ে স্থানীয় গোয়েনপুর বাজারে গেলে জমিদারের লোকজন 'তোলা' বাবদ তার কাছ থেকে বড় আকারের দু'টো লাউ নিয়ে যায় । এ নিয়ে বাজারেই এক হাঙ্গামা ঘটে । জমিদারের লোক জনের সংগে সাধারণ প্রজাদের 'মারামারি' হয় । এতে বেশ কিছু লোক আহত হয় । পরের দিনই মাওলানা পাঁচবাগী এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং এলাকার জমিদার আশ্রিত ৭২ টি জমজমাট বাজার ভেংগে দিয়ে বেশ কিছু নতুন বাজার চালু করেন । এ ঘটনা নিয়ে আঠার বাড়ীর জমিদারের সাথে মাওলানা পাঁচবাগীর এক দীর্ঘ মামলা শুরু হয় । পরে এ মামলার রায় মাওলানার পক্ষেই হয়েছিল ।

৩৬ঃ 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ৪র্থ পত্নী জাহানারা বেগমের দেয়া সাক্ষাৎকার', ৫ই আগষ্ট, ১৯৯০ ।

৩৭ঃ 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভাব-শিষ্য মৌলভী আঃ মতিনের দেয়া সাক্ষাৎকার', ১৬ই মে, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর দোর্দণ্ড প্রতাপে ভীত হয়ে ৭৫০ জন জমিদার এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয় যে, মাওলানাকে একটা বড় জমিদারী দিয়ে দেয়া হবে। প্রস্তাবটি তাকে জানালে তিনি , "জমিদার হওয়ার জন্য নয়, এ প্রথা উচ্ছেদের জন্যই আন্দোলন করছি" এই জবাব দেন । ফলে ৭৫০ জন জমিদার এসোসিয়েশন গঠন করে সম্মিলিতভাবে মাওলানার বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন । [৩৮] তখনকার সময়ের এই চাঞ্চল্যকর মামলাটি মাওলানার পক্ষে পরিচালনা করেছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক । এ বৃহৎ মামলার জবাব লিখতেই তৎকালীন টাকায় খরচ দাঁড়িয়েছিল ১২০১/= টাকা । মহান সেবক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর বিরুদ্ধে আনীত দূরভিসন্ধিমূলক এ সাজানো মিথ্যা মামলায় কুখ্যাত জমিদার এসোসিয়েশন পরাজিত হয় । জমিদার বিপিন বিহারী , মহারাজা শশীকান্ত এদেরকেও মাওলানা পাঁচবাগীর বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হতে হয়েছে । জমিদারদের বিরুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগীর সর্বমোট মামলার সংখ্যা ৫৫০ । আশ্চর্যের বিষয় সর্বত্র ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সবক'টি মামলাতেই জমিদারদের মর্মান্তিক পরাজয় ঘটে । অপরাজেয় কর্মী মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের ব্যবধানে অবশেষে ১৯৫৩ সালে বাংলার বুক থেকে জমিদারী নামক জুলুমবাজী প্রথার উচ্ছেদ ঘটে । বৃটিশ আমলে যখন মুসলিম সমাজ নিগৃহীত হতেন পাঁচবাগী তখন জোর প্রতিবাদ করতেন ।[৩৯]

৩৮ঃ দুলাল বিশ্বাস ঃ কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী", এখনই সময়, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

৩৯ঃ ৭-১১-৮৯ তারিখে 'দৈনিক ইনকিলাবে' প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আশরাফ সিদ্দীকির বক্তৃতার অংশ বিশেষ ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ

মাওলানা পাঁচবাগী বৃটিশ রাজত্বের সাথে সাথে এদের আশীর্বাদ পুষ্ট জমিদারী প্রথাকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন । এই সময় বৃটিশ সরকার সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন । মুসলীম লীগের অনুদ্বন্দ্বে সারা বাংলায় তখন শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের একচ্ছত্র প্রভাব । ১৯৩৫ সনে কৃষক প্রজা পার্টির টিকেটে নির্বাচনে আসার জন্য তিনি মাওলানা পাঁচবাগীকে আমন্ত্রণ জানান ।[৪০]

Shamsul Huda was an influencial KPP leader in his locality In, 1939 he was elected a member of the Bengal Assembly on the Praja Party Ticket, ।[৪১] এর পর থেকেই শেরে বাংলার সাথে মাওলানা পাঁচবাগীর হৃদ্যতা বাড়তে থাকে ।

শেরে বাংলার কাছে মাওলানার পাঁচবাগীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন , ঋণসালিশী বোর্ড প্রভৃতি জনকল্যানমূলক অগ্রণী পদ-ক্ষেপসমূহ শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে বাংলার মানুষের কাছে অমর করে রেখেছে । দেশের খ্যাতনামা সকল রাজনীতিবিদ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে হক সাহেবের এ সব যুগান্তকারী উদ্যোগের পেছনে মাওলানা পাঁচবাগীর ভূমিকা ছিল সব চাইতে বেশী । শেরে বাংলার ঋণ সালিশী

৪০ঃ দুলাল বিশ্বাসঃ"কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী", এখনই সময়', ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

৪১ঃ ডঃ হারুন-অর-রশিদঃ"দ্যা ফরগেটেবোইং অব বাংলাদেশ" এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ',১৯৮৭, পৃঃ ২৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ডের পাশাপাশি মাওলানা পাঁচবাগীর জমিদার বিরোধী গণ আন্দোলন ইসতেহার প্রচার এবং মামলাসমূহের উত্তরোত্তর বিজয় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মনে জ্বালিয়েছিল আশার আলো -- ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা , শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, টাংগাইল ও গাজীপুর সহ সারা দেশের মানুষ ফেলেছিল সুস্থির নিঃশ্বাস ।[৪২]

১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার বিরুদ্ধে পাঁচবাগী মত প্রকাশ করেছিলেন । তখন ভারতের পশ্চিম অংশ নিয়ে পাকিস্তান, বাংলা ও আসাম নিয়ে 'বঙ্গাইসলাম' এবং দাক্ষিনাত্য ও হায়দ্রাবাদ কে নিয়ে 'ওসমানী স্তান' নামে তিনটি রাষ্ট্র গঠনের জল্পনা চলছিলো । ১৯৪৩ সালে ক্রিপ্স মিশন এবং ১৯৪৪ সালে 'কেবিনেট মিশন' ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং ক্রিপ্স মিশন ভারতকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব দিলে পাঁচবাগী অবিভক্ত বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।[৪৩]

৪২ঃ ডাঃ উলফত রানার লেখা মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর 'অপ্রকাশিত জীবনী', ১৯৮৫, পৃঃ ৫ ।

৪৩ঃ 'দুলাল বিশ্বাসঃ "কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী", 'এখনই সময়', ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমারত পার্টি গঠন ঃ

মাওলানা পাঁচবাগী দেশের সিংহভাগ মুসলমানকে পাকিস্তান ইস্যুতে কাতারবন্দী দেখে এর বিরোধীতা করার জন্য ১৯৪৫ সালে নিজে সভাপতি এবং ডঃ সানাউল্লাহ, বার-এট-ল, কে সে মহাসচিব করে "ইমারত পার্টি" নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[৪৪] সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা লাভের তীব্র আন্দোলন ঘুমায়িত হয়ে উঠলে মোহাম্মদ আলী জিন্নার পতাকাতলে সমবেত হয়ে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা আওয়াজ তুললো — চাই পাকিস্তান। সময়ের এই প্রহসন রুদ্ধ করলো মাওলানা পাঁচবাগীকে। পূর্ববঙ্গের ক্ষমতালোভী দূর্বল নেতৃত্বের নির্লজ্জ ভন্ডামির শিকার হলো দেশের আশাশীল আর আশাবাদী জনগণ। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরাজয়ের এ মার্মান্তিক সূচনালগ্নে উপেক্ষিত অবহেলিত জনমনে চেতনা সঞ্চারের লক্ষ্যে দরদী পাঁচবাগীর ব্যর্থ চেষ্টার নজীর তখনকার প্রচারিত তাঁর বহু ইসতেহারকে কালের ইতিহাসে অক্ষয় করে রেখেছে। ১৯৪৬ সালে ভারত বর্ষের শেষ গভর্ণর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সময় শুরু হলো পাকিস্তান ইস্যুর উপর ঐতিহাসিক নির্বাচনের জোয়ার। দেশের সিংহভাগ মুসলমান যখন মুসলীম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর তখনই ইমারত পার্টি প্রধান মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী এর বিরুদ্ধে সারা দেশে ইস্তেহার ছড়িয়ে দিলেন —

" মিছে কেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ
ইংরেজকে তাড়াই পাঞ্জাবী আনতে চাই
বাংলা নহে স্বাধীন, বাংলা চির পরাধীন"।

৪৪ঃ আতাউর রহমান খান, "আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী", 'বন্ধন' (বিশেষ স্মরণিকা), ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

এই ইস্তেহার প্রকাশের পর গফরগাঁও, ভালুকা, ত্রিশাল, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া-সহ সারা ময়মনসিংহে ধ্বনি উঠে "পাকিস্তান নয় ফাকিস্তান"।[৪৫]

বিরোধী শিবিরভুক্ত তখনকার অনেক নেতা-কর্মী মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর এ সব প্রচারণাকে অর্থহীন প্রলাপ বলে অভিহিত করলেও কালের পরিক্রমায় পাকিস্তানী শাসনের দীর্ঘ ২৪ বছরের ইতিহাসে কেবল এ জনশ্রুত সত্যেরই প্রত্যক্ষ অনুসরণ শোনা যায়। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, জেনারেল মঞ্জুর, কর্ণেল তাহেরসহ অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মাহুতির মাধ্যমেও সেই অনুরণের ধারা-পতন সম্ভব হয়নি — দুর্ভাগা বাঙালীর জীবনে জ্বলে উঠতে পারেননি আত্ম-প্রত্যয়ের অনির্বান শিখা। সম্ভবত এ রকমের ভাবনা-সংকটে পড়েই সেকালের বহুদর্শী বিজ্ঞ রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পল্টনের এক বিশাল জনসভায় স্বীকারকরেছিলেন যে, -

Moulana Shamshul Huda is right, we are wrong. [৪৬]

৪৫ঃ পূর্বোক্ত।

৪৬ঃ 'ডাঃ উল্লফত রানার লেখা মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর অপ্রকাশিত জীবনী', ১৯৮৫, পৃঃ -৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমারত পার্টি ও ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন ঃ

পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ না করার জোর প্রতিবাদ '৪৬-এর নির্বাচনে আলাদা আবহের সৃষ্টি করে । মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর তীব্র রোষ প্রতিটি ইস্যুহারের পাতায় পাতায় আগুন ঝরাতে লাগলো । শিখাহীন সেই আগুনের দাবদাহে মুক্তি-পাগল ভওজনের মনে জেগে উঠলো চেতনার স্বচ্ছ আলো । নির্বাচনী – প্রচার চলতে লাগলো অপ্রতিরোধ্য গতিতে । অল্প ক'দিনের মধ্যেই পরিবর্তন এসে গেল । গফরগাঁও, তালুকার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো 'ইমারত পার্টির' ইপ্সিত নিনাদে ।

মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ উল্লেখিত এলাকাসমূহে ইমারত পার্টির বিশাল জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলীম লীগের কনফারেন্স ডেকে বসে গফরগাঁওএ । মাওলানা পাঁচবাগীকে পরাজিত করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াস উদ্দিন পাঠানকে গফরগাঁয়ে প্রার্থী করা হয় । মুসলীম লীগ সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পাকিস্তান বিরোধী গফরগাঁও এ কনফারেন্স করতে ব্যর্থ হয় । নিরাপত্তার অভাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ঢাকায় রেখে লিয়াকত আলী খান , হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী , খাজা নাজিম উদ্দিন, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী-সহ মুসলীম লীগের সকল কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে বিশেষ ট্রেনটি গফরগাঁয়ে আসলেও দু'লক্ষাধিক জঙ্গী জনতার অপ্রতিরোধ্য বাধার মুখে নাজেহাল অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হন ।[৪৭]

৪৭ঃ 'আতাউর রহমান খান', আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী", "বন্ধন" ,(বিশেষ স্মরণিকা), ১৯৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

তদানীন্তন মুসলীম লীগের মহাসচিব জনাব আবুল হাশিম, লিয়াকত আলী খানের একান্ত সচিব জনাব তোফাজ্জল আলী, ছাত্র নেতা শামছুল হুদা চৌধুরী (বর্তমান স্পীকার) সাবেক প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, সাবেক মন্ত্রী ফজলুল করিম ভূওস্তোগী হিসেবে এ প্রতিরোধকে ভয়াবহ ও নজীরবিহীন বলে তাদের স্মৃতি চারণে উল্লেখ করেছেন ।[৪৮]

The constituencies from which Fajlul Huq. (KPP), Syed Nausher Ali(Congress) and Moulana Shamshul Huda (Emarat party) were seeking election had been considered ... by the league leaders as areas of special difficulty and they paid extra attention to them. As already pointed out, a league conference was held in Shamshul Huda's constituency.[49]

As shown above, 76.21 percent of the Bengal Muslim Leagues opponents forfeited their deposits in this elections. The Legue number of the KPP candidates (65.11 percent) losing their diposits included four of the Bengal Assembly members samity.

৪৮ঃ পূর্বোক্ত ।

৪৯ঃ ডঃ হাক্কন-অর-রশিদঃ "দ্যা ফরশেডোইং অব বাংলাদেশ", 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ', ১৯৮৭,পৃঃ২২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

The other prominent Muslim Leaders for feiting deposits were : Syed Nausher Ali and Asrafnddin Chowdhury (Congress), Moulana Moniruzzaman Islamabadi (JUH), Nawab K. Habibullah,Nawab K.G.M. Faroque, Abdul Jabbar Pahwalan and Kazi Imdadul Haque (Ideoendents). Although Moulana Shamsul Huda (EP) was able to defeat the Muslim leage nominee in a straight contest on one constituency.[50]

৩রা জুনের নির্বাচনে সারা দেশে মুসলীম লীগ জয়ী হলেও ময়মনসিংহের গফরগাঁও ও ত্রিশাল নিবাচনী এলাকা থেকে মাওলানা শামছুল হুদা ও বরিশালের চাখার থেকে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যানেডট লাভ করেন । ফলে সারা ভারতের বিপ্লবী নেতা হিসাবে মাওলানা পাঁচবাগী ও তাঁর ইমারত পার্টি ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে । সেই সাথে সারা ভারতবর্ষে তাঁর অলৌকিক শক্তির কথাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।[৫১]

৫০: পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৫ ।

৫১: দুলাল বিশ্বরস, : "কংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী", 'এখনই সময়' , ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর 'পাকিস্তান' ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিরোধী কার্যক্রম :

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলেও মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী এই উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি পাকিস্তানের নামে পূর্ব বাংলার অধিকার-হরণ প্রশ্নে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পক্ষপাতিত্বমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করে অসংখ্য ইস্তেহার প্রকাশ করেন। জ্বালাময়ী সেই সব ইস্তেহারের কতিপয় উল্লেখযোগ্য লাইন এখনো বয়োবৃদ্ধ ইমারত কর্মীদের মুখে শোনা যায় —

পাকিস্তান ইজ পাকিস্তান অব বাকীস্তান

পাকিস্তান ইজ নাথিং বাট ফলস্ এন্ড বোগাস

হুই মিঃ জিন্নাহ

মিঃ জিন্নাহ ইজ ওয়ান অব সিয়াসেক্ট

অব নন্মুসলীম ওয়ান

জিন্নাহ ইজ এ গ্রেটেস্ট স্পাই অব বৃটিশ ইন্ডিয়া।

মাওলানার এসব ইস্তেহার সারা দেশ জুড়েই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে ক্ষমতাসীন জিন্নাহ সরকার মাওলানা পাঁচবাগীকে গ্রেফতার করে এবং সংগে সংগে মাওলানার গ্রামের বাড়ী গফরগাঁয়ের পাঁচবাগে অবস্থিত 'শামসী প্রেস' টিও বাজেয়াপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে সিজ করে নিয়ে যায়। ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও এস,ডি,ও'র উপস্থিতিতে ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে প্রেসের সংগে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর যাবতীয় মুদ্রিত পুস্তিকা ,ইস্তেহার ও পান্ডুলিপি তুলে নিয়ে যায়। এবং নষ্ট করে ফেলে । ফলে মাওলানা পাঁচবাগীর লেখা বেশ কিছু বই-য়ের নাম পাওয়া গেলেও বইগুলো পাওয়া যায়নি ।[৫২] স্বৈরাচারী সর-কারের রুদ্ররোষ থেকে সাধক মাওলানার লিখিত কর্মগুলো অক্ষত থাকলে প্রতিবাদী এই মনীষীর অনুর্লোকের বহুবিধ গূঢ় রহস্য উন্মেচিত হতে পারতো । আর সেই উন্মোচনই হয়তো বা দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অচলাবস্থার সুরাহা বিধানে কার্যকরী অবদান রাখতে পারতো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রসিদ্ধ এই 'প্রেস সিজ' মামলায় মাও-লানা পাঁচবাগীর পক্ষে উকিল ছিলেন সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট শামছুদ্দিন আহমদ । এই বিজ্ঞ উকিল সরকার পক্ষের প্রধান স্বাক্ষী এস,ডি,ও'কে একাধারে তিন ঘন্টা জেরা করেন । ফলে মাননীয় জজ মাওলানা পাঁচবাগীকে বেকসুর খালাশ দিতে বাধ্য হন ।[৫৩]

এ মামলা থেকে অব্যাহতি লাভের পর পরই যুগ ও মুগ বাংলার দাবীতে ইস্তেহার প্রকাশের দায়ে মাওলানাকে আবার গ্রেফতার করা হয় । তখন বৃটিশ স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিনেন্সের সেভেন বাই থ্রির আও-তায় তাঁকে দীর্ঘ আট বছরের দন্ড দেয়া হয় । এ সময় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ময়মনসিংহে গিয়ে মাওলানা পাঁচবাগীকে জেল থেকে

৫৩: 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর' পুত্রতুল্য বহুভাষাবিদ গবেষক এ,আর,এম রশিদুজ্জামান-এর দেয়া সাক্ষাৎকার', ৭ই জুলাই,১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত করে শহর জামিনের ব্যবস্থা করে দেন । তখনকার সরকারী উকিল রায়বাহাদুর সতীশদত্তের গোবিন্দ গাংগুলী রোডস্থ বাড়ীতে মাওলানার দীর্ঘ শহরবন্দী জীবনের যাত্রা শুরু হয় । মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সহ দেশ বরেণ্য অনেক নেতা এ বাড়ীতেই মাওলানা পাঁচবাগীকে দেখতে আসেন । মাওলানা পাঁচবাগী বিভিন্ন অন্যায় ও অযৌক্তিক কর্মকান্ডের জন্য কায়েদে আজম মোহাম্মদ জিন্নাহর বিরুদ্ধে একুশটি মামলা দায়ের করেন এবং সবগুলোতেই জয়-লাভ করেন ।[৫৪] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে মাওলানা পাঁচ - বাগীর আজীবন দ্বন্দ্ব ছিল । তাই তিনি পাকিস্তানের মাধ্যমে হজ্জে না গিয়ে ভারতের তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কাছে একটি জাহাজ চার্টারের আবেদন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান । মাওলানা আজাদ প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুকে রাজী করলেও পাকিস্তানের ঘোর আপত্তির কারণে শেষাবধি তা পাঠাতে সক্ষম হননি । মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও জওহর লাল নেহেরু টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পাঁচবাগীকে অপা-রগতার কথা জানালে ছয়শত শিষ্যসহ তিনি কোলকাতা থেকে ফিরে আসেন।[৫৫]

৫৪ঃ পূর্বোক্ত ।

৫৫ঃ দুলাল বিশ্বাস' কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী", "এখনই সময়", ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর হজ্জ সম্পর্কিত একটি
ইশতেহার ও চিঠি পত্রের ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো।

এ-বারের হজ্জ-যাত্রা

সুহৃদগণের ডাকে সাড়া দেই। চট্টগ্রাম দরখাস্ত করি এবং টাকা দাখিল করি। হজ্জযাত্রী অনেকেই ভিড় করেন। শুনিলাম, বোম্বাইর পথে বাধা নাই—কনট্রোল নাই। খরচও কম। সময়ও কম লাগিবে। বোম্বাই তার করিলাম। উত্তর আসিল, বাধা নাই। তবে সর্ব্বাগ্রে ভারতের মুছলমানকে সুযোগ দেওয়া হইবে। নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে পাকড়াও করিলাম। তদ্বিরকার প্রস্তুতির জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে সকলকে কলিকাতা সমবেত হইতে বলি এবং ফেরত সংবাদের অপেক্ষা করি। হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, লোক খুব উদ্বিগ্ন। ছুটিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে তার আসে, এ বৎসর আর জাহাজ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। কোম্পানীর সহিত দেখা করিলাম। সিন্ধিয়া কোম্পানীর 'হংলিশস্থান' জাহাজটি আছে বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সংস্কার সাপেক্ষ। মোগল কোম্পানীর কোনও জাহাজই নাই। বরং এই কোম্পানীর হাজীদের দেওয়া 'আলাভী' জাহাজটাও ভারত গবর্ণমেণ্ট দরকারী কাজে নিয়া গিয়াছেন। অগত্যা সেই সব (সরকারী) জাহাজের কোন একটা পাইতে চেষ্টা করি। প্রাক্তন মেয়র ও ডক্টর সানাউল্লা পি-এইচ-ডি—বার-এট-ল (লণ্ডন) প্রমুখ নেতাগণ তার ও ট্রাঙ্ক-কোনে বাক্যালাপ করেন, মৌলানা হেফজুর রহমান 'হিন্দ' পত্রিকায় জোর বিবৃতি দেন এবং মৌলানা আজাদ সক্রিয় চেষ্টা করেন। তাতে তার আসে, 'The matter has been referred to Ministry concerned,' অর্থাৎ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বিষয়টা হাতে নিয়াছেন। হক সাহেব এমন সময় কলিকাতা আসেন। তিনি প্রাক্তন মেয়র দুজা সাহেবকে ফোন করেন। পরদিন সকলেই একত্র হই। দিল্লীর বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ডাক্তার মুখার্জ্জীর ট্রাঙ্ক-কোনের বিশ্লেষণ করা হয়। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের প্রশ্ন উঠে। নানা কথাই হয়। ফলে এবার হজ্জ বন্ধ রাখাই স্থির হয়। কারণ, রাস্তা নিরাপদ না থাকায় হজ্জ বন্ধ রাখাই শরীয়তের হুকুম। আজ এই পর্য্যন্তই।

বিনীত—

শামছুল হুদা—পাঁচবাগ, ময়মনসিংহ।

محترم المقام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ادام اللہ فیوضہ [illegible]

سلام اللہ ما کرّ اللیالی ... علی مالک المکارم والمعالی

اما بعد شکرگذار ہوں کہ میں خدمت شریف میں حاضر ہونے

والا تھا - مگر دلّی کی ناخوشگوار خبر سنکر اقدام کرنے کی ہمت

میں امید کرتا ہوں کہ میری درخواست کے متعلق آپنے کوئی دقیقہ اٹھا

نہیں رکھا - خدا کرے آپکی ذات بابرکات سے اس آپکی قدرانی

حاجت کی امید بر آوے اور جلد بر آوے - بنگال گورنمنٹ کو مرکز

وزیر اعظم کی سفارش ملاحظہ فرمائیں - افسوس کہ میں بہت مجبور

پیش نہ کرسکا - قصور معاف ہو ... شکرم

العبد

ابوالروح محمد شمس الہدیٰ - ایم - اے - بی - ٹی

۱۷ نمبر [illegible] اسٹریٹ کلکتہ

Dhaka University Institutional Repository

MINISTRY OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA.

New Delhi, 3, the 10th September, 1948.

Dear Sir,

As directed by Maulana Saheb, the matter was taken up with the Ministry of External Affairs & Commonwealth Relations, and I am desired to send you with a copy of their reply for your information.

Yours faithfully,

(M.N. MASUD.)

Private Secretary to the Honourable
Minister for Education.

Maulana SHAMSULHUDA SAHEB,
17, Ripon Street,
C A L C U T T A

Encls: 1.

Dhaka University Institutional Repository

PREMIER WEST BENGAL

Calcutta
6th September,1948

My dear Maulana Sahib,

The bearer of this, Maulvi Shamsul Huda,MLA of East Bengal, is going to meet you to relate about his difficulties regarding facilities for Haj pilgrimage. His friend had seen you earlier about the same matter. I trust you will kindly hear him and be pleased to help him with necessary facilities as may be possible for the Government of India to extend to them.

With kindest personal regards,

Yours sincerely,

B.C.Roy

Hon'ble Maulana A.K.Azad
Education Minister, India,
New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

From :-
Surendra Mohan Ghose
President, Bengal Provincial Congress Committee
Member, Constituent Assembly of India

Phones: Office: South 2611; Res.: South 2716
10, Suburban School Road
Calcutta-25
New Delhi Address:
21, Queensway
Phone: New Delhi 7782

Dated 10. 9. 1948.

[illegible]

ইতিমধ্যে [illegible] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ [illegible]

[illegible]

আপনি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

যুওফ্রন্ট নির্বাচন ও মাওলানা পাঁচবাগী ঃ

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত যুওফ্রন্টের নির্বাচনে মাওলানা পাঁচবাগী ৪৬ এর মতো ইমারত পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা করলেও শেরে বাংলা মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমূখ কেন্দ্রীয় নেতার সনির্বন্ধ অনুরোধে বলতে গেলে অনেকটা শেরে বাংলার বন্ধুত্বের খাতিরে শেষ পর্যন্ত যুওফ্রন্টের টিকেট নিতে রাজী হন। গফরগাঁও তালুকা থেকে তিনি যুওফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান কিন্তু ত্রিশাল নির্বাচনী এলাকা থেকে ইমারত পার্টির প্রধান হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আলাদাভাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।[৫৬]

ত্রিশালের যুওফ্রন্ট পার্টি আবুল মনসুর আহমদ তখন মাওলানা পাঁচবাগীর বিশাল জনপ্রিয়তায় মুষড়ে পড়ে প্রায়ই পাঁচবাগ যাওয়া আসা শুরু করেন। উদ্দেশ্য 'ত্রিশাল' নির্বাচন এলাকা থেকে ইমারত পার্টির প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য পাঁচবাগী যুওফ্রন্টের ভরাডুবি রোধকল্পে শেরে বাংলা-ভাসানীর আনুরিক আবেদনে ত্রিশাল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন। কিন্তু নাম প্রত্যাহারের সরকারী সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় ব্যালট পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। এরপরেও যুওফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ও নির্বাচনের আগের দিন মাওলানা পাঁচবাগী আবুল মনসুর আহমদকে

৫৬ঃ 'মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর পুত্রতুল্য বহুভাষাবিদ গবেষক এ,আর,এম রশিদুজ্জামান-এর দেয়া সাক্ষাৎকার', ৭ই জুলাই,'১০।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে খোলা জীপে চড়ে ত্রিশাল এলাকার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান এবং জনতাকে মনসুর সাহেবকে ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সুযোগ দানের কথা বলে যান। কিন্তু এতো কিছুর পরও শুধু মাত্র ব্যালটে নাম থাকার কারণে মাওলানা পাঁচবাগীর বাক্সে কয়েক হাজার ভোট পড়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে গফরগাঁও - তালুকা নির্বাচনী এলাকা থেকে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচ-বাগী বিপুল ভোটের ব্যাবধানে জয়লাভ করেন।[৫৭]

নানা কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থায়ীত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এসব ব্যর্থতা মাওলানা পাঁচবাগীর গতি রোধ করেতে পারেনি। যখন যে সরকার এসেছে তিনি অসঙ্কুচে সে সরকারেরই যাবতীয় গণবিরোধী কার্য-এমের নিন্দা ও সমালোচনা করে গেছেন। কোন প্রলোভন তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি। জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি প্রতিবাদের রক্তাক্ত মশাল কে প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

৫৭: পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে খাজা নাজিম উদ্দিনের সমালোচনা করে
লেখা একটি ইশতেহারের ফটোকপি পত্রস্থ হলো।

---

(৩)

আবার নাজিম মন্ত্রীত্ব !
তবে কি দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত ?
মন্ত্রীত্ব—না, অভিশাপ ?

নাজিম ছাহেব আবার মন্ত্রীত্বের গদীতে বসিলেন ! আবার তিনি কত লক্ষ লোক মারিবেন, মনে করেন ? সেবারের চেয়ে অনেক বেশী—৬০ লক্ষ লোকের ও অধিক ? দোহাই, খোদার ! এবার যেন আর ৫০ সনের অবস্থা না হয় । তবে যে রকম অবস্থা দেখা যাইতেছে তাতে মনে হয় এবার ও তিনি অনেক গুলি লোক ক্ষয় করিবেন । বলিতে কি—পাকিস্থানের নিশাণ উড়াইয়া ধান চাউল বুঝাই করা বহু নৌকা কোন অজানা দেশে যাইতেছে—তাহার কোন ও প্রতিকার নাই । একে ত আত ধান মোটেই হয় নাই । তার উপর এই জুলুম চলিয়াছে । আর রক্ষার কি উপায় আছে ? যাক, তিনি এখন ও সাবধান হউন—আর আমাদেরে খুন করিবেন না । আমাদের এই বিনীত । ইতি—

বিনীত—
(মওলানা) শামছুল হুদা এম, এল, এ
পাঁচবাগ, নয়মনসিংহ।

শামছী প্রেস—পাঁচবাগ, নয়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

এই ইস্তেহার প্রকাশের পর তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার মাওলানা পাঁচবাগীকে গ্রেফতার করে কোর্ট হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। সরকারবাদী এ মামলার এক তারিখে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক হাজির হয়ে মাওলানার পক্ষে জেরা করলে মাননীয় জজ সাহেব সংগে সংগেই মাওলানা পাঁচবাগীকে খালাশের হুকুম দেন।

মাওলানা পাঁচবাগীর আইয়ুব বিরোধী কার্যক্রম :

মাওলানা পাঁচবাগীর বিরুদ্ধে কুখ্যাত আইয়ুব শাহীরই আক্রোশ ছিল বেশী। গণতন্ত্র-বিরোধী এই সেনা নায়ক অবৈধভাবে ক্ষেরে শাসকের আসনে বসে পূর্ব পাকিস্তানে স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের সূচনা করেন। আর মাওলানা পাঁচবাগীও জোর গলায় গণ-বিরোধী আইয়ুব সরকারের প্রতিটি অসঙ্গত নীতির সমালোচনা করে গেছেন। এ সব সমালোচনার জন্য মাওলানাকে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজে যে খোৎবা পাঠ হয় তাতে পরিবর্তন আনতে চেয়ে আইয়ুব সরকার একটা বিধান জারী করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ জেদী মাওলানা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ধর্ম বিবর্জিত এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে। অসংখ্য প্রচার পত্র বিলি করে সারা দেশের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এখানেই ক্ষান্ত নয়, সরকারের এ দুষ্টনীতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে ছাড়লেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার বিধানটি মুলতবী রাখতে বাধ্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে প্রচারিত ইশতেহারগুলোর কিছু
ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো।

খোতবার পরিবর্ত্তন

এটা পাকিস্তানে খোতবার পরিবর্ত্তন নয়, জিন্না সাহেব
কতৃক প্রত্যাখ্যাত তাহার নামে পীরজী পীরজাদা
এলাহি বক্স সাহেবের প্রস্তাবিত খোতবা

পাঠের পুণরাভিনয়

আয়ূবের নামে তাহার অভিপ্রেত

খোতবা পাঠ

ইংরেজী ১৩ | ৮ | ৬৬ তারিখের মর্নিং নিউজ-এ পাক সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে "Changes in khutba from January next" ইহার অব্যবহিত পরেই ইহাও বলা হইয়াছে, 'this was being done of the instance of President Mohammad Ayub Khan— একত্রে এই দুইটি বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, আগামী ইং ১৯৬৭ সনের জানুয়ারী হইতে জুমার খোতবাতে সমূহ পরিবর্ত্তন করা হইবে। খোতবার পরিবর্ত্তন, রচনা এই সঙ্গে আরও যাহা দরকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের অভিরুচিমতে already সম্পাদন করা হইয়াছে। বাকী রহিল শুধু খোতবা পাঠ। জনশ্রুতিতে ইহাও জানা গিয়াছে যে জনৈক খান সাহেব নাকি আয়ুব সাহেবের পূর্ব-পুরুষদের নাম ও ধাম খুজিয়া বেড়াইতেছেন। কারণ, খোতবাতে নাকি তাহার বংশের পরিচয় দিতে হইবে। ইহা দ্বারা উল্লিখিত ঘটনাবলীর সত্যতা প্রতীয়মান হয় নাকি? বলা বাহুল্য যে পাকিস্তানের জন্মের পর মুহূর্ত্তেই সেকালের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী পীরজী পীরজাদা এলাহি বক্স সাহেব জিন্না সাহেবের নামে খোতবা পাঠের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমি উর্দু ভাষায় লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করি। চিন্তাশীল জিন্না সাহেব ততখানাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দেন। আর আয়ুব সাহেব হয়ত তাহার মোসাহেব খান ও অন্যান্য সাঙ্গ-পাঙ্গের প্ররোচনায় তাহারই পুনারাভিনয় করিতে বসিয়াছেন। চিন্তাশীল জিন্না সাহেব যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন আয়ুব সাহেব তাহা প্রত্যাশা করেন—তফাৎ এখানেই। শুধু ইহাই নয়, ইতিপূর্বে কতিপয় মসজিদের পেশ-ইমামদিগকে সরকারী খরচে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে এবং এই সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে ইহাদিগকে মোটা বেতন দেওয়া হইবে বলিয়া প্রলোভনও দেওয়া হইয়াছে—যেমন 'কাব বিন আশরাফ'

Dhaka University Institutional Repository

হজরতের বিরুদ্ধে কতিপয় আহবার তথা য়ীহুদি মৌলবীদের টাকা-পয়সা দিয়া হাত করিয়াছিল। সরকারের উদ্দেশ্য, এইভাবে মছজিদ বা মছজিদের ইমামদিগকে টাকা-পয়সা দিয়া হাত করিয়া ইহাদের মাধ্যমে দেশের জনগণকে আয়ত্তে নিয়া নাস্তিকতার অভিযানকে জয়যুক্ত করা। এজন্যই হয়ত একথাটা পাবলিকের মনে খুবই বাজিয়াছে। পাকিস্তানের পেশ ইমামদিগকে আমার অনুরোধ,—প্রচলিত খোতবা ব্যতীত সরকার কর্তৃক পরিবর্ত্তিত খোতবা কিছুতেই পাঠ করিবেন না এবং মছজিদকে কলুষিত করিবেন না—যাহাতে পাকিস্তানের জনগণকে শরীয়ত খেলাফ কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। অথাৎ আয়ুবকে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করিতে আদৌ প্রশ্রয় দিবেন না। বরং তাহার এরূপ অন্যায় আচরণে তাহাকে জোর বাঁধা দিবেন এবং দরকার হইলে তাহার হঠকারীতার বিরুদ্ধে জেহাদ (সংগ্রাম) করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। প্রকাশ থাকে যে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তথা তাহার অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সবচেয়ে বড় জেহাদ (হাদীছ দ্রষ্টব্য)। সাবধান! সেকালের য়ীহুদী মৌলবীদের মত নিজেদের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা শুভ করিবেন না এবং উলামা সমাজকে বদনাম বা এদের কলঙ্ক করিবেন না। আমার এই মিনতি।

উপসংহারে ইহা বলা অত্যুক্তি হইবেনা যে খান সাহেবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনটাই অবৈধ। তথাপি তাহার নামে খোতবা পাঠ—তাহার এরূপ দুঃসাহসীকতার মানে কি—না, যে কোন উপায়ে তাহার প্রেসিডেন্টশীপ কায়েম রাখা চাই? এই সংগে তাহাকে ইহাও অবগত করা যাইতেছে যে এটা খেলাফতের যুগ নহে। সে যুগ কবেই শেষ হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি, সে যুগ হজরতের পর ৩০ বৎসর ছিল মাত্র। আল্লামা জালালুদ্দিন হৈয়ুতী সাহেবের স্বনাম ধন্য তারীখুল খোলাফা দ্রষ্টব্য। প্রবাদ আছে, স্বার্থই মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে—ইহা ঠিক। সেজন্যই আয়ুব হয়তঃ তাহার গলদ বুঝিতে পারিতেছেন না। অথবা তাহার মোসাহেব-দল তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দুনিয়ার মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য কি না করিতে পারে? ইতি—

জনগনের পক্ষে
বিনীত—
(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা
(পাঁচ বাগ) ময়মনসিংহ।

প্রকাশক—
খন্দকার মুস্তাফা
সাং—কংশেরকুল
ভালুকা—ময়মনসিংহ।
ফারুকী প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

খোতবার পরিবর্ত্তন

এটা পাকিস্তানের মুদ্রা দোষ, নূতন কথা নয়।

কারো এটা কারো বা ওটা। এক কথায় প্রত্যেকেরই প্রায় যে কোন একটা মুদ্রা দোষ থাকে। যথা: কেউ ঠ্যাং নাচায়, কেউ মাথা নাড়ে, কেউ ভুড়ি দেয় ইত্যাদি। তবে মুদ্রা দোষ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে সেটা দেশগত হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ, সরকারের দোষ হইল, পরিবর্ত্তন চাই—কোন যুক্তি নাই। যথা: ইউনিয়ন বোর্ড আর ইউ, সি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আর ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইত্যাদি—সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন। তারপর ইউ, সির মেম্বার আর বি, ডি, ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টার আর ডি, সি ইত্যাদি--সরকারী লোকের পদ পরিবর্ত্তন। আর জনগণের দোষ হইল, সমস্বরে 'হাঁ, হুজুর' বলিয়া সরকারের পরিবর্ত্তন মানিয়া লওয়া। একত্রে এই দুইটি দোষের সমাবেশ হইল, গড্ডলিকা প্রবাহ। ইহার অর্থ, ভেড়ার দলের পালের প্রধানকে অনুসরণ করা—যেমন পালের প্রধান পানিতে ঝাঁপ দিল আর অমনি ভেড়ার দল পানীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এটা প্রাণীর মধ্যে শুধু ভেড়ার দলেই ছিল। আজ তাহাই পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহা ক্রমেই ব্যাপক হইয়া ধর্মের পরিবর্তনে পর্যাবসিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ততঃ পাকিস্তানের জনগণ অন্ন প্রতিভু আল্লাতে বিশ্বাস হারাইয়া পাকিস্তান সরকারকে অন্ন প্রতিভু বলিয়া খোদার অংশী স্বীকার করিয়া লইতেছে। ইহা শেরেক—এমন পাপ যাহা খোদা তা'লা কিছুতেই মাফ করিবেন না। তাই বলি, এটা মুছলেম রাষ্ট্র না মুশরেক রাষ্ট্র। সর্বোপরি খোদার দোসর (অংশী) পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

সরকার আল্লার বিধান সৃষ্টির পরিবর্তে ইহার বিপরীত সংহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে শুধু আল্লা তা'লার নিষিদ্ধ বার্থ কন্ট্রোল করিতেই বসেন নাই—পাকিস্তান হেন দরিদ্র দেশের জনগনের ৭৫ কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছেন—সোজা কথা নয়। ইহা একাধারে অর্থের অপচয় কবিরা, শেরেক ইত্যাদি মহাপাপের সমষ্টি নহে কি? অথচ বরাদ্দকৃত কোটি কোটি টাকাতে পাটকল, চটকল ইত্যাদি কল-কারখানা হইয়া সাভাবিক উপায়ে স্থায়ীভাবে কোটি কোটি লোকের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইত না কি? অধিকন্তু এই সংগে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হইত, নিশ্চয়। কিন্তু তা না হইয়া ইহার বিপরীত শুধু কোটি কোটি টাকার অপচয়ই ঘটে নাই বরং এই সংগে কোটি কোটি মুছলমান বেঈমান হইয়া এদের দুনিয়া ও পরকাল উভয় নষ্ট হইতেছে, সন্দেহ কি? তার পরও এটা মুছলমান রাষ্ট্র, কেমন! 'বেহায়া বলে, "রাজাই আমার" কথাটি মিথ্যা নয়। তদুপরি খোতবার পরিবর্তন—"আজি একি শুনি মন্থরার মুখে?" অবাক করলে মা! বলি, ধৃষ্টতা ইহাকেই বল হয় নাকি? বলা বাহুল্য যে পাকিস্তানে খোতবার পরিবর্তন আজ নূতন কথা নহে। ইতিপূর্বে তথা পাকিস্তানের জন্মের পর মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীরজী পীরজাদা এলাহি বক্স জনাব জিন্নাহ সাহেবের নামে খোতবা পাঠের প্রস্তাব করিয়া বসেন, তাহার প্রতিবাদও (উর্দু ভাষায়) আমিই করি। চিন্তাশীল জিন্না সাহেব তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেন। এখান হইতে আমার বিশ্বাস হয় যে কোন বুদ্ধিমান সরকার এরূপ প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন না। আজ এ পর্যন্তই। ইতি—

প্রকাশক—
মওলানা আবদুল হাই,
ইমাম, তেলওয়ারী মসজিদ
(আঠার বাড়ী) ময়মনসিংহ
ফারুকী প্রেস, ময়মনসিংহ।

জনগণের পক্ষে বিনীত—
(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)
প্রেসিডেন্ট ইমারত পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি খোতবা সম্পর্কে ওয়াকিফমহলকে আর একদফা কয়েকটি প্রশ্ন।

(১) ইতিপূর্বে যুগ-যুগান্তর জুমার যে সমস্ত খোতবা পাঠ করা হইয়াছে সেগুলি শরীয়ত মতে কি বাতিল ছিল?

(২) সেগুলি শরিয়তমত বাতিল না হইলে নতুন করিয়া খোতবার কি প্রয়োজন হইতে পারে যে সেজন্য সরকারকে মাথা ঘামাইতে হইতেছে—না, এখানেও পরিবর্তন চাই?

(৩) যদ্যপি শরিয়তের সবকিছুতে পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তাহলে কিছুটা কিছুটা পরিবর্তন না করিয়া একেবারে গোটা শরীয়তটার পরিবর্তন করাই উচিত ছিল নাকি? তাতে 'না হয়' দ্বীনে এলাহীর মত "দ্বীনে আইয়ুব" নামে একটি নতুন ধর্মের সৃষ্টিই হইল, তাতে বয়ে গেল কি? সরকার যে এইভাবে ক্রমশঃ একটি নতুন ধর্মের সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, তাতে সন্দেহ আছে কি? কারণ, আকস্মিকভাবে একটি ধর্মের পরিবর্তন সম্ভবে না—তাই নয় কি?

(৪) বলি, পাকিস্তানে ইতিপূর্বে শত সহস্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কি? সেগুলি মুসলিম রাষ্ট্র হওয়াতে বর্তমান সরকারের সন্দেহ আছে কি—না, তাহার ধর্মে হস্তক্ষেপ করাই চাই? কি অপচেষ্টা? তিনি কি ধর্মকে খেলার পুতুল মনে করেন?

(৫) বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত কোন মাদ্রাসায় নতুন করিয়া এক কপর্দক সাহায্য করিয়াছেন—বলিতে পারেন কি? হাঁ, তিনি দারুছ-ছুন্নত শর্ষিনা মাদ্রাসাকে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য করিতেছেন বটে। কিন্তু সে টাকা দেওয়া হইতেছে, সরকারের বড় একটা প্রচার কেন্দ্র হিসাবে, মাদ্রাসা হিসাবে নহে। অথচ তিনি মছজিদের ইমামকে মাস অন্ততঃ দুইশত টাকা বেতন দিতে রাজী হইয়াছেন—বৎসরে যিনি শ-টাকাও পান না। তাতে একটা মস্ত বড় রহস্য নিহিত আছে নিশ্চয়, আর সেটা তাহার নামে খোতবা পাঠ নয় কি?

(৬) প্রত্যেক মছজিদের ইমামকে মাস দুইশত করিয়া টাকা দিতে গেলে এদের জন্য ব্যয়বরাদ্দ কোটি কোটি টাকার অংক হইবে, সন্দেহ আছে কি? আর সে টাকা দিবে কে—পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণইত? অথচ দেশের লোক ৬০, মণ চাউল ক্রয়ে অক্ষম হইয়া অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিনের পর দিন ক্ষুধিত থাকিয়া অকাল মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে—সেদিকে সরকারের আদৌ লক্ষ নাই। তাহার শুধু গদি

Dhaka University Institutional Repository

চাই। সরকারের মহিমা এখানেই শেষ নহে এখনও এই অবস্থায় ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হইতেছে। এক কথায় সরকার দেশের এহেন চরম দুরবস্থায় দেশের দরিদ্র জনগণের শেষ রক্ত ফোটা শোষণ করিতেও কসুর করিতেছেন না। দুনিয়াতে এমনি নৃশংস সরকার আরও আছে কি?

(৭) শুধু তাই নয় সরকার নাকি নতুন খোতবার মাধ্যমে সারা পাকিস্তান নিয়া একটি মসজিদ কমিটি স্থাপন করিতেছেন। সেজন্য বহু অফিসার থাকিবেন—যাদের মোটা বেতন দেওয়া হইবে। সেজন্য ইতিপূর্বে ৬০৲ টাকা মাসিক বৃত্তিতে সরকারী খরচে সি, এস, পি দ্বারা ৪ শত পেশ-ইমামদিগকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে। জানি না, এ কোন রকম ট্রেনিং। তা'হলেও সে ট্রেনিংটা অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইবে, সন্দেহ আছে কি?

(৮) বলিতে কি, এটা শুধু খোতবার পরিবর্তন নহে। বরং খোতবার মাধ্যমে ধর্মের রূপ দিয়া সরকারের একটা মস্তবড় প্রচার বিভাগ খোলা হইতেছে—যদ্বারা আলেমদিগকে টাকার বিনিময়ে হাত করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতঃ শরীয়তের বিরুদ্ধে তালাকের উচ্ছেদ, পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে বার্থ কন্ট্রোল, গান বাদ্য, মদ্যপান, জেনা ইত্যাদি নাস্তিকতাপূর্ণ কার্যক্রমকে ফলাও করিতে পারিবেন—এই উদ্দেশ্যেই ইহার আয়োজন নহে কি। ইহার পরও কি এটা মুসলিম রাষ্ট্র, কে বলে?

(৯) আলেম সমাজ হইলেনই বা দরিদ্র। তাতেই কি সরকার এই সামান্য মূল্যে এদের কিনিয়া ফেলিতে পারিবেন! তাহারা নবীর ওয়ারিশ, নিশ্চয়। তাহারা সেকালের ইহুদী মৌলভী নন—তাতে সরকারের সন্দেহ আছে কি?

(১০) বাদ দিলাম, সেকালের কথা। আধুনিক যুগে তথা এই নাস্তিকতার যুগে পৃথিবীর অন্যান্য মুছলিম রাষ্ট্রে যেখানে শরীয়তমত দেশের শাসন কম বেশ চলিয়া আসিতেছে—বিশেষতঃ তন্মধ্যে অন্যতম ধর্মপ্রাণ মুসলিম রাষ্ট্র সৌদী আরবে রাষ্ট্রপতির নামে খোতবা পাঠ হইতেছে, পাক সরকার বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন কি? তার রাষ্ট্র কোন দিক দিয়া তার চেয়েও উন্নত? তবে তার এই দুঃস্বপ্ন কেন? আর তার এত অপচেষ্টাই বা কেন? আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি—সরকারী চর স্থানে স্থানে ইমামদের সহিত সাক্ষাত করিয়া খোতবার জায়গায় জায়গায় খোতবার ভাষা কর্তন করিয়া পরিবর্তনের নির্দেশ দিতেও কসুর করিতেছেন না, কি আশ্চর্য! সরকার ইহা অস্বীকার করিবেন কি?

প্রকাশক—
মওলানা হাবিব উল্যা

বিনীত—
মওলানা মোঃ শামছুল হুদা, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খানের প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে লিখিত বেশ কিছু ইশতেহারের ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো।

ইলেকটুরেল কলেজ ইলেকশনই কি বি, ডি, ইলেকশন—না, ইহারা চিরনির্বাচিত বি, ডি, ?—এতদপ্রসঙ্গে পাক সরকারকে কয়েকটি প্রশ্ন

১। সরকার কর্তৃক কৃত্রিম প্রত্যক্ষ ইলেকশনের দাবীতে ইলেকটুরেল কলেজের ইলেকশনের আয়োজন করা হইয়াছিল কিনা ? অর্থাৎ আপত্তিকর বি, ডি, কর্তৃক পরোক্ষ ইলেকশনের কবল হইতে রক্ষা করে ইহার (ইলেকটুরেল-কলেজ ইলেকশ) আয়োজন করা হইয়াছিল কিনা ? যদ্যপি ইহদ্বারাও বাঁচা যায় না। কারণ, ইহাকে প্রত্যক্ষ গণভোট কে বলে ?

২। এমতাবস্থায় ইলেকটুরেল কলেজ ইলেকশনে নির্বাচিত মেম্বারগণ বি, ডি, বলিয়া গণ্য হইলে বি, ডি, কর্তৃক পরোক্ষ ভোটেই সাধারণ ইলেকশন করা হইয়াছে কি না ? অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে বি, ডি, কর্তৃক সাধারণ ইলেকশন সম্পাদন করিয়া জনগণকে ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে কি না ? ফলে ইহা যেন মদের বোতলের পরিবর্তনকে মদের পরিবর্তন বলিয়া জনগণকে প্রতারিত করা হইয়াছে কিনা ? বলি, "সেইত মল খসালি তবে কেন এত লোক হাসালি।" কত কেরামত জানরে ভাই, কত কেরামত জান,

মাঝ দরিয়াতে জাল ফেলিয়া ডাঙ্গায় বসিয়া টান।

আর কত ভোজবাজী ? এখনও পাক সরকার সরলমতি জনগণকে নিয়া ছিনি মিনি খেলা বন্ধ করিবে না ? উপসংহারে এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে,

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ইলেকটুরেল কলেজ ইলেকশনে নির্বাচিত মেম্বারগণ বি, ডি, বলিয়া গণ্য হইলে নূতন করিয়া ইলেকটুরেল কলেজের ইলেকশন করিয়া দুনিয়াময় হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার কি মানি এবং পাবলিকের কোটী কোটী টাকা নষ্ট করার কি প্রয়োজন ছিল? পাক শাসনের এই কি বৈশিষ্ট?

(খ) তার পর ইলেকটুরেল কলেজের ইলেকশনে নির্বাচিত মেম্বারগণকে জোর জবর দস্তি বি, ডি, বলিয়া গণ্য করা আইন বিগর্হিত নহে কি? অর্থাৎ, ইহা আয়ুব শাসনতন্ত্রের বিধি বহির্ভূত হইবে, সন্দেহ আছে কি? কলে, ইহা বাতিল হইয়া বি, ডি, র নূতন ইলেকশন করিতে হইবে নাকি? না— এরা বিনা ইলেকশনেই চির নির্বাচিত বি, ডি, বলিয়া গণ্য হইবে? সত্যই কি পাকিস্তান অরাজক? তারপর মহনদ রক্ষা করাই কি পাকিস্তান সরকার? আজ এপর্যন্তই! ইতি—

বিনীত—

(মওলানা) শামছুল হুদা

(পাঁচবাগ)

কারুক প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই শেষ নহে—পূর্বাপর সাধারণ ইলেকশন, চেয়ারম্যান ইলেকশন ইলেক্‌ট্রেল কলেজ ইলেকশন ইত্যাদি বাতিল।

উপরন্তু ইউ-সির ইলেকশনের মিয়াদ উত্তীর্ণ।

ইহা মৌলিক গণতন্ত্র—না. গোষ্ঠীতন্ত্র.?

এক কথায় সাধারণ ইলেকশনটাই একক কারণে বাতিল। ফলে ইলেকট্রেল কলেজের ইলেকশনটাই যত অনর্থের মূল। অধিকন্তু ইউ-সির ইলেকশনের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াও এ পর্যন্ত উহার ইলেকশন নাই। দেশের কি অভিনব শাসন ব্যবস্থা। তদুপরি বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্ন সমস্যার সমাধান নাই। কিন্তু বক্তৃতায় বিশেষতঃ কলমে কাগজে সরকারী গুদামে খাদ্য-শস্যের অভাব নাই। অথচ খাদ্য-শস্যের দামও অত্যন্ত বাড়া—যাহা যুদ্ধের বাজারেও ছিলনা। এখানে জিজ্ঞাস্য, খাদ্য-শস্য যায় কোথায়? সুতরাং দেশে সুষ্ঠু শাসনের অভাব খুবই বলা চলে। আরও মজা এই যে, দেশের কল্যাণে বিরোধী দলের কোনও কথার দাম নাই। যেহেতু তাহারা সরকার বিরোধী এবং সংখ্যায় খুবই কম। কাজেই দেশটা যেন সেনালের ৮০০০০ মৌলিকতন্ত্রী সদস্যের দেশ, কোটি কোটি জনগণের নয়। অতএব চিরাচরিত নিয়মে প্রত্যক্ষ গণভোটে আসন্ন ইলেকশন হইয়া দলীয় শাসনের প্রভাব হইতে আশু দেশের মুক্তি চাই। ইতি—

(মওলানা) মোঃ শাছুমল হুদা

(পাঁচবাগ)

প্রেসি ডেন্ট, ঐক্যবদ্ধ পার্টি, বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পরিষদে উভয় পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা নির্ণয়কল্পে ওয়াকিফ মহলকে কয়েকটি প্রশ্ন।

(১) বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম, অত্র জাতীয় পরিষদের ইলেকশনে ভোটার তালিকার পেজ যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪,৮০,০০০ ও পূর্ব পাকিস্তানে ৪,৬৪,০০০। অথচ দেশ বিভাগ কালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের অপেক্ষাও বেশী। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটার তালিকার পেজ এতটা বাড়ে কেমন করে?

(২) তারপর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা এমনিভাবে বৃদ্ধিপাওয়ার মূলে কি? না, আদম শুমারিতে পূর্ব পাকিস্তানে ৭+৫=১২ আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৭+৫=১৪ অর্থাৎ হিসাবের গরমিল ছিল। তাতেই কি এতটা বৃদ্ধি সম্ভবে— না, পশ্চিম পাকিস্তানে বার্থ কন্ট্রোলের পরিবর্তে মৃত্যুঞ্জয় ভেষজ কন্ট্রোলের ব্যবস্থা ছিল যে এমনি ভাবে সেখানে জন সংখ্যা বাড়িয়া গেল। অথচ সেখানে শারদা বিল অনুসারে বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং হিন্দুস্থানী রছম মতে বিধবা বিবাহ পরিত্যক্ত ছিল— অলীক নহে কি? সুতরাং উভয় পাকিস্তানে জন সংখ্যানুপাতে বাজার প্রচলিত প্রতিনিধি সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৬ ও ১৪৪ হইবে, ইহা আজগুবি বা তখমীনা হিসাব নহে কি? তদুপরি পাকিস্তানে পাকিস্তানে প্রাপ্ত বয়স্কদের বয়সে তারতম্য হইবে বিচিত্র কি?

(৩) তা'ও যাক উভয় পাকিস্তানে জন সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির মূলে উভয় পাকিস্তানের দেশ বিভাগ কালীন মৌলিক জন সংখ্যার হিসাব বিচার্য বিষয় নহে কি?

(৪) অতএব পূর্ব-পাকিস্তানে পৃথক ভাবে বার্থ কন্ট্রোল থাকার ফলে মৌলিক সংখ্যার অনুপাতে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণার্থে এক নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হারে রিজার্ভড সিট রক্ষার ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে হইবে না কি?

(৫) জাতীয় পরিষদের ইলেকশনের পূর্ব্বেই মান্ধাতার আমলের আদম শুমারী নাকচ করতঃ উভয় পাকিস্তানের প্রশাসন বিভাগীয় অফিসারগণের পরিবর্তে ন্যায়পরায়ন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধি ও নির্ভরশীল শীর্ষস্থানীয় জননায়কগণের তত্ত্বাবধানে নূতন ও নিখুঁত ভাবে আদমশুমারীর ব্যবস্থা অবশ্য করণীয় নহে কি? আজ এ পর্য্যন্তই।

জনগণের পক্ষে
বিনীত—
(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)
প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি।

ফারুকী প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

OPEN TELEGRAM TO
FIELD MARTIAL MUHAMMAD AYUB KHAN
PRESIDENT HOUSE, RAWLPINDI.

Electoral college election is not B. D. election, according to your constitution. Then Chairman election shoud be after B. *D*, election legally.

28 | 3 | 65, A. M,

Maulana Muhammad Shamsul Huda
President, Emarat Party on be half of
Public of pakistan,

Faroque press, Myn.

Dhaka University Institutional Repository

উভ-কূল সংরক্ষন
ও
প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের বৈধতার প্রশ্ন খণ্ডন।

চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস পূর্ব হইতেই ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা হইতে সরিয়া পড়িতে হইত সেই স্থলে তাহারা ইলেকশনের পরও তিন মাস কাল পর্যন্ত স্ব স্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতেছেন—এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইলেকশন করা হইয়াছে, ইহা নেহাৎ আশ্চর্য্য নহে কি?

তদুপরি, ফৌজদারীর ১৪৪ ধারা জারী তথা সরকারী শক্তির প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—এই সঙ্গে রূপ চাঁদের মায়া জাল বিস্তারে সরকার বিরোধী প্রার্থী মিস ফাতেমার ভোটারগণকে বিভ্রান্ত করতঃ এদের সরকারী ক্যাম্পে আটক রাখিয়া বশেষতঃ তাঁহার সমর্থক ভোটারগণকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে না দিয়া তাঁহার [মিস ফাতেমা] বিরুদ্ধে একান্ত আপত্তিকর পলিসিতে প্রশাসন বিভাগীয় প্রিজাইডিং অফিসারগণ (তহশীলদার, ডিপুটি কমিশনার, এসিষ্টেন্ট কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এই শ্রেণীর অফিসারগণ) দ্বারা প্রেসিডেন্ট ইলেকশন করা হয়, বিচার বিভাগীয় অফিসারগণ দ্বারা নহে। অর্থাৎ, তথা কথিত সরকারী পদ্ধতিতে অত্র প্রেসিডেন্ট ইলেকশন করা হয়, কি অভিনব ব্যবস্থা। তাও আবার মিস ফাতেমার পোলিং এজেন্টদিগকে সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা আটক রাখিয়া বা এদের দূরে সরাইয়া রাখিয়া— যেমন আখনজাদা ছাঈদকে পহেলা জানুয়ারী মালাকান্দের নিকট গ্রেপ্তার করিয়া ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দীর রাজ্যের লাল কেল্লাতে আবদ্ধ রাখা হয়, কি দৌরাত্ম! এমন কি, এক মালাকান্দের এজেন্সিতেই দশটি ভোট কেন্দ্রে ফাতেমার পোলিং এজেন্টদিগকে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই এবং এদের সকলকেই ঐ এলাকার রেড্-ফোর্ট-এই [লাল কেল্লা] আটক রাখা হয়— যাদের একজনকে সাত দিন পর মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এদেরই পক্ষে জনৈক সদস্য কর্ত্তৃক জাতীয় পরিষদে অভিযোগ পেশ করা হইয়াছে, [ইং ১৯ ১। ৬৫ তারিখের আজাদ দ্রষ্টব্য] স্বৈরাচার ইহাকেই বলে। তার পর মিস ফাতেমার পক্ষে কোথাও উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের কোন আপত্তি না শুনিয়া বরং এদের শাসাইয়া—এমন কি রিভলবার দ্বারা ভয় দেখাইয়া কোনও আপত্তি তুলিতে দেওয়া হয় নাই। এর বাড়া জুলুম আর কি হইতে পারে? অধিকন্তু, প্রিজাইডিং অফিসারগণ স্বয়ং আইয়ুব খাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে ক্যানভাস করিয়াছেন— যাহা

Dhaka University Institutional Repository

ইলেকশন জগতে আজ পর্যন্ত শোনা যায় নাই। শুধু ইহাই নহে, প্রিজাইডিং অফিসারগণ অযুব খানকে ভোট দিবার জন্য ব্যালটপত্রে 'আয়ুব খা'র বরাবরে দাগ দিতে শুধু পীড়াপিড়িই করেন নাই বরং ভোটারগণকে গ্রেপ্তারী বা ওয়ারেন্টের ভয়ও দেখান হইয়াছে, কি অবিচার! এতদ্ভিন্ন কোথাও বা প্রিজাইডিং অফিসার গণ নিজেরাই ব্যালটপত্রে দাগ দিয়া ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই ব্যালটগুলি সযত্নে ব্যালট বাক্সে রাখিয়া দিয়াছেন, কি মেহেরবানী!

শুধু ইহাই নহে, বরং প্রিজাইডিং অফিসারগণ অন্ধ বা অক্ষমের ব্যালট পত্রে দাগ দিবার ছলনাক্রমে মিছামিছি ভুলে চশমা না আনা এবং আঙ্গুলের ব্যাথার অজুহাত দেখাইয়া সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার কেবল একটি মাত্র কেন্দ্রেই প্রায় একশত ব্যালটপত্রে নিজ হাতে দাগ দিয়া ভোটার গণের হস্তে ব্যালটপত্রগুলি সমর্পন করিয়া একান্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। এত গেল ভোটের ব্যাপার। এখন ভোট গণনার শ্রী দেখুন। ব্যালট বাক্স খোলা ও ভোট গণনার সময় প্রার্থীর এজেন্টদের উপস্থিত থাকা এবং এদের সুবিধার্থে কালির পেড রাখার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও মিস ফাতেমার এজেন্টদের দৃষ্টির সীমা-রেখা হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া ভোট গণনা করা হইয়াছে। তাতে একটি কেন্দ্রেই সাতাশটি ভোট ভোটারগণ কর্তৃক হাতের ছাপ দিয়া নষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কি ভৌতিক কাণ্ড! দিন দ্বিপ্রহরে পুকুর চুরি ইহাকেই বলে।

অবশ্য মজা শুনুন, ইলেকশনের প্রধান-অধিনায়ক প্রধান-কমিশনার একাধিক্রমে পহেলা ও দোসরা জানুয়ারী লাট ভবনে তথা প্রার্থী বিশেষের বাস ভবনে আনা গোণা করিতে ও কসুর করেন নাই। অথচ পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে এবং ভোট সঙ্কলনের পূর্ব্বেই জয় পরাজয়ের ঘোষণার বিরুদ্ধে মিস ফাতেমার ঘোর আপত্তি ছিল। ইহা সত্বেও ব্যালট পত্রাদির পরিক্ষা না করিয়া এমন কি বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত খবরে ভোট সংখ্যার তারতম্য বা বেশী কমির বিচার না করিয়া ভোট সঙ্কলনের পূর্ব্বেই কমিশনার প্রধানের জন্য রবার ষ্ট্যাম্প মারার কায়দাজি মাত্র বাকী রাখিয়া রিটার্নিং অফিসার যাহার ইলেকশনের ফলাফল ঘোষণার অধিকার ছিল না, প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের কার্য্যবিধির ৩৭ ধারা লঙ্ঘন করিয়া লাট ভবন হইতেই জয় পরাজয়ের ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই ইলেকশনের আইন অনুসারে অত্র পক্ষপাত-দুষ্ট উদ্দেশ্যমূলক দুর্নীতিপূর্ণ, স্বৈরাচার গঠিত অনিয়ম-তান্ত্রিক ও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক তথা অবৈধ ইলেকশনটাই বাতিল হইয়া আবার নূতন ইলেকশন হইতে হইবে অথবা যাহার ইলেকশন বে-আইনী ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে তাহার ইলেকশন বাতিল হইয়া অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে বৈধ

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে ইলেকশন হইয়া যিনি সকলের চেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছেন তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন। আর তিনি হইতেছেন, মিস ফাতেমা। কারণ, তাঁহার ইলেকশন আইনগত ভাবে অক্ষত এবং তিনিই পরবর্তীদের মধ্যে সর্বাধিক ভোটের অধিকারী। এ আমার কথা নয়, ইহা আইনেরই বিধান। অভিজ্ঞ কৌসুলী মাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন। তথাপি যাহারা একথা গোপন করিতেছেন তাহারা বোবা শয়তান, নিশ্চয়। হাদিছ দ্রষ্টব্য। যদ্যপি আমার এই সত্যটি মিথ্যা বলা হয় তা'হলে প্রতিপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবেন, নিশ্চয়।

প্রকাশ থাকে যে অত্র প্রচার পত্রে লিখিত বিবরণ মিস ফাতেমার ইলেকশন এজেন্ট হাসান এ, সেখের বাচনিক ইংরেজী ৮। ১। ৬৫ ও তদপরিবর্তী তারিখের ইত্তেফাক ও অন্যান্য পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে জানিতে পারিবেন। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় হইল এই যে, অত্র আইন বিগর্হিত ইলেকশনের বৈধতার প্রশ্নের মীমাংসা আছে কি না?

বলা বাহুল্য যে, আমাদের জন্য এমন কোন সমস্যাই নাই— যাহার কোন মীমাংসা নাই। তবে চাই, উভয় পক্ষের সুমতি ও ঐকান্তিক আগ্রহ।

বলি, বিরোধীদল চায় কি? গণতন্ত্র বা পূর্ণ স্বাধীনতা। ইহা শুধু এদের চাহিদা নয়। বরং ইহা সমগ্র দুনিয়া ও সকল জাতির কাম্য বটে। যদি ইহা কার্য্যকরী ভাবে মানিয়া নেওয়া হয় তবে অত্র ইলেকশনের বৈধতার প্রশ্নও থাকিবে না। বলতে কি, মৌলিক গণতন্ত্র আর গোষ্ঠিতন্ত্র বা গুটি কতক লোকের স্বার্থ সন্ধির ব্যবস্থা তথা ইছলাম পূর্ব বর্বর শাসনতন্ত্র একই। হজরত উমর [রঃ] ইহার উচ্ছেদ করিয়াছেন এবং আমাদের হজরত (দঃ) ইহার বুনিয়াদ রাখিয়াছেন। উপরন্তু ইহা [গনতন্ত্র] তথা গণভোট দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার। এদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা আর এদের প্রাপ্য হক নষ্ট করা একই— কোনও ন্যায়পরায়ন গভর্ণমেন্ট ইহা সমর্থন করিতে পারে না।

আমার বিশ্বাস, আমাদের সুবোধ সরকার ইহা মানিয়া নিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। কারণ, তিনি আহ্‌ল-মুছলমান এবং পাঠান-মুছলমান— যাঁ'দের ন্যায় নীতি মানিয়া নিতে বাধে না। কারণ, তাহারা কাহারও পরওয়া করে না। তা'ছাড়া মুছলমান কাহারও পরওয়া করিতে পারে না। [হাদিছ]

সুখের বিষয় এই যে জনাব আয়ুব ইতি পূর্বে ঢাকার নাগরিক সম্বর্দ্ধনার জবাবে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য পারস্পরিক সহনশীলতার প্রয়োজন আছে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি পূর্ণ গণতন্ত্র মানিয়া নিয়াছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ. শুদ্ধ গণতন্ত্র আর পূর্ণ গণতন্ত্র একই। ইং ১৯।১।৬৫ তারিখের দৈনিক পয়গাম দ্রষ্টব্য। যদি বলা হয়, এদেশের লোক ভোট দিতে জানে না— ঠিকই। তা' হলেও ত এদের ভোটেই পাকিস্তান লাভ হইয়াছে, এছাড়া মৌলিক গণতন্ত্রীও [বি. ডি] ত এদেশেরে সাধারণ লোক এবং প্রায়ই অশিক্ষিত প্রায়। তা'ও যাক, হজরতের উম্মত বা অনুচরগণ কিছুতেই ভুল বা বিভ্রান্তির উপর একমত হইতে পারে না। ইহা তাঁহারই পবিত্র বাণী।

রহিল, মীমাংসার পথ কি? সে-পথ জনগণের তথা বয়স্ক নাগরিকদের প্রত্যক্ষ গণ ভোটে আয়োজিত জাতীয় ও প্রাদেশিক আসন্ন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা—এমি সহজ ব্যবস্থা! তা'হলেও আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট থাকার পথে কোন বাধা আসে না। কারণ তাঁহার শাসনতন্ত্রের বিধান মতে ইলেকশনের পরও তিনি তিন মাস কাল সিটিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে থাকিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রেসিডেন্টশীপ আইনের আওতায় নিয়া ইহার মিয়াদকাল বাড়াইয়া নিতে পারিবেন।

আমি আশাকরি, তাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। কারণ, মীমাংসা আল্লারই নির্দেশ। [কোরান] ইহা যদিও আমার ব্যক্তিগত মত। তথাপি দেশের স্বার্থে সকলই ইহা মানিয়া নিবেন, আশা করিতে পারি।

উপসংহারে বলিতে চাই, বর্তমান সরকার প্রস্তাবিত মীমাংসায় উপনীত হইলে সরকার বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হইবেন, সন্দেহ নাই। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে আর প্রাদেশিকতার প্রশ্ন থাকিবে না।

তবে এক্ষেত্রে আমার একটি বিশেষ দাবী থাকিবে। আর সেটা হইল, পাকিস্তানের সর্বজন সম্মানিতা মিস ফাতেমাকে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে তুল্য রাজকীয় সম্মান দানে তাঁহার জনসেবার প্রতিদান করা। আজ এ পর্যন্তই। ইতি—

নিবেদক:

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

(পাঁচবাগ)

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি।

জ্ঞাতব্য: যিনি দেশের স্বার্থে অত্র প্রচার পত্র খানি ছাপাইয়া প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে ধন্যবাদ।

কারকি. প্রস,ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগীর অভিযোগ ছিল -এ দেশে মিল ফ্যাক্টরী বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান না করে তিনি কোরাণ বহির্ভূত পরিকল্পিত নীতির মাধ্যমে জন্মহার কমানোর কাজে অযথা জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় করছেন । মাওলানা পাঁচবাগী এ ব্যবস্থার তিনিটি কুফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । প্রথমতঃ এতে মহান আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে মহাপাপ করা হচ্ছে ; দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা কমিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় দূর্বল করা হচ্ছে, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-এর লক্ষ্যে এই রকম কোন নীতি গৃহীত হয়নি । কাজেই আইয়ুবের এই পন্থা পূর্ব পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার একটা দূরভিসন্ধি মাত্র । আর তৃতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তানে এই নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ভোটারের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে । কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এই নীতি চালু না থাকায় সেখানকার ভোটারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে । ফলে এই অসামঞ্জস্য একদিন আমাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়াবে । এ বিষয়ে মাওলানা পাঁচবাগীর লেখা 'বার্থকন্ট্রোল' না ব্যর্থ কন্ট্রোল ', নামে বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও উর্দূ ভাষায় একটি পুস্তিকা বের হলে আইয়ুব শাহীর জরুরী আইনের আওতায় সেটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় ।

বিতর্কিত এই বিষয়ের উপর অন্যান্য ইস্তেহারের পাশাপাশি ""Evil and devil policy in Pakistan" শিরোনামের ইংরেজী ইস্তেহারটি এ দেশের অনেক ইংরেজী পন্ডিতকেও হতবুধি করে দিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেই ইশতেহারটির একটি
ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো।

Devil and Evil Policy in Pakistan

Birth control in family planning having heavy expenses as 75,0000000 (seventy five thousand millions) of rupees per period of 5 years i. e., 12500000 (one crore tweenty five lukhs) rupees of public money in a month of year out of supplementary budget about Rs. 30,000000 (thirty crore) Rupees of public wealth or any, if any truning away from starting mills in Pakistan specially Jute mills and others in East Pakistan "I conceive" is not for solving the food crisis in Pakistan, but for either safty of parity as regards equal voters in general election reserving forty thousand votes in the both wings of Pakistan for long life of Pakistan, against about two liundred thousand millions of people in west Pakistan and about seven hundred thousand milllons of people in East Pakistan, without justification between more and less population in any wing of Pakistan or establishing majority of Votes increasing population in west Pakistan comparatively, adopting policy of birth control against the ordinance of Allah issued by Prophet deducting major population of East Pakistan to secure long life illegal Presidentship of Ayub. Is not it devil & evil policy in Pakistan ?

Moreover, policy of basic democracy against the universal direct votes of public in the world for general election is not, but for cancelling majority of votes in East pakistan for same purpose. Is it not so, having no originality.

So I sincerely request the present Government to take up universal policy of general election in the world or policy of Islam in general election supporting direct votes of public ultimately, as Allama Bahrul-uloom says, quoting the opinions of Doctors in faith, that president in any state of Muslims must be elected by direct votes of public. vide, Rasa-I-lul arkan by bahrul-uloom. Wassalam.

On behalf of the
Public of pakistan
Moulana Md Shamsul Huda
(Panchbag)
President Imarat Party.

Barooi Press Mymensingh.

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের শাসন নীতি ও ঢাকার মোগল কন্যা শাহজাদী বেগমের ওয়াক্ফ সম্পত্তি নিয়ে আইয়ুব সরকারের সাথে মাওলানা পাঁচবাগীকে ৪৫০টি মামলা করতে হয় । শাহজাদী বেগম ওয়াক্ফ স্টেট সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে মাওলানা পাঁচবাগী অসংখ্য ইস্তেহার প্রকাশ করে তা দেশময় বিলি করেন । এ সব ইস্তেহার থেকে শাহজাদী ওয়াক্ফ স্টেটের ইতিহাস, মাওলানা পাঁচবাগীকে মোতওয়াল্লী নিযুক্তির সত্যতা , ওয়াক্ফ স্টেটের আওতা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় । ইস্তেহারগুলোর কিছু কপি এখানে পত্রস্থ হলো --

Dhaka University Institutional Repository

যাহারা ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিরোধিতা করেন তাহারা আত্মঘাতী এবং আল্লাহতা'লার অভিশপ্ত নিশ্চয়।

(পরবর্তী প্রকাশনা)

শাহজাদী বেগমের ওয়াক্ফ ষ্টেটের প্রজাগণ অবগত হউন যে, বহু মোকদ্দমার পর মহামান্য হাইকোর্ট অত্র ওয়াকফের পক্ষে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ইনজাংশন জারী করিয়াছেন—যারপর আর কোন মোকদ্দমা নাই। যথা :—S, A, No, 1051 of 1966 (Appeal) civil rule No. 1371 (S) of 1966 (Injunction)

Illegible—

Signature of the Officer
Supplying the information,
18 | 11 | 68

এমতাবস্থায়েও যাহারা ওয়াকফের বিরোধিতা করিতেছেন তাহারা নিজেদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতেছেন না—বরং তাহারা আল্লাহতা'লার বিরোধিতা করিতেছেন, নিশ্চয়। ফলে তাহারা আল্লাহতা'লার অভিশাপ মাথা পাতিয়া নিতেছেন—আর কি?

অতএব প্রজাগণ এখন হইতে যথারীতি খাজনাদি আদায় করতঃ নিজেদের স্বার্থ এবং আল্লাহতা'লার হক আদায় করুন—আর নিজেদের ক্ষতি এবং আল্লাহতা'লার কোপ কিছুতেই সৃষ্টি করিবেন না। ইতি—

বিনীত—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

মুতাওয়াল্লী শাহজাদী বেগম ওয়াকফ ষ্টেট।

ময়মনসিংহ প্রেস : ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

শাহজাদী বেগম ওয়াক্‌ফ ষ্টেট পুরাতন ঢাকা ফুলবাড়ীয়া ষ্টেশনের পরিত্যক্ত ভূমিস্থিত বঙ্গ বাজার, সোরাবর্দ্দী হকার মার্কেট, অন্যান্য পরিত্যক্ত ভূমির প্রজাগণ ও সাধারণ প্রজাগণ নিম্ন ঠিকানা সমূহে

বৃটিশ প্রিয়ত হইতে টিপুসুলতানের বংশধর মোগলকন্যা শাহজাদী বেগমের তিনটি তৌজি ভুক্ত সার্ব্বভূম বিরাট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কাল বিজয়ী একক, মুতাওয়াল্লী (মুতওআলা) মোঃ শামছুল হুদা (প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি বিভাগ পূর্ব-বাংলাদেশ) সাহেবের সহিত যোগাযোগ করুন এবং পত্তনের জন্য দরখাস্ত করুন—যিনি এক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবন বিনিময়ে লড়াই করিয়া অত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে রক্ষা করিয়াছেন। নচেৎ অত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কবেই আয়ুব সরকার কবলিত ষ্টেট বলিয়া গণ্য হইত---তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিলনা, মোটেই।

প্রকাশ থাকে যে এডমিনিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয়তা সদাই বিবেচ্য থাকিবে এবং সর্ব্বোক্ত অবস্থায় ওয়াক্‌ফ বলিয়া গণ্য ইহবে।

নিবেদক

মুতাওয়াল্লী, ঢাকা ও ময়মনশাহী--ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা কমিটি

হেড অফিস—
১০নং ব্রাহ্মপল্লী
ময়মনসিংহ।

ব্রাঞ্চ অফিস—
(১) জনতা বাজার, ঢাকা।
(আবেদ আহ্‌মদ)
(২) ঢাকা বাগ্‌ডসর—
প্রকাশ— শামছাবাদ (হুদামিয়া, মুতাওয়াল্লী পক্ষে এটর্ণি অত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি)

ফারুকী প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি যে শাহজাদী বেগমের সার্বভূম ওয়াকফ সম্পত্তির একমাত্র মুতাওয়াল্লী ছিলাম ও আছি—নিম্নে ইহার আপাততঃ সংক্ষিপ্ত প্রমাণাদি দেওয়া গেল।

আমি যে বৃটিশ পিরিয়ড হইতে শাহজাদী বেগমের তিনটি তৌজিভুক্ত ঢাকা ও ময়মনসিংহ সার্বভূম বিরাট ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী এবং এখনও আছি। নিম্নে এগুলির প্রমাণ দেওয়া গেল। যথা :—

১। তৎকালীন ওয়াকফ রেঞ্জ ইন্সপেক্টর সাহেবের ইংরেজি ৩০ | ৩ | ৬২ তারিখের নোটিশ। যথা :—

Notice u/s 91 (1) clause (c) (d) (f) and (m) of the East Pakistan Waqfs Ordinance, 1962.

To

Maulana Samsul Huda, Mutowalli of
E. C. No. 4226 (B) of vill—Panchbag,
P. O. Usthi, Dist. Mymensingh.

He is hereby directed to appear before the undersigned on Monday the 2nd. April, 1962 at 10 A. M. in my Office at Nowmahal near Chand Mia's Tea Stall, Mymensingh Town with the original Wakf Deed and Khatians old and new in connection with verification of the revized record of right of the above wakf Estate property positively but in default he will be prosecuted u/s 61 of the said Ordinance.

This should be treated as extremely urgent.

S/d-Tayeb Ali 30. 3. 62
Inspector of Wakfs,
Mymensingh Range
P. O. & Dist. Mymensingh.

No. 95 Dated—30. 3. 62

২। অডিটর ওয়াকফ ডিপার্টমেন্ট অফ ই, পি, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি তৌজির তালিকা। যথা :—

Waqf Estate of Shajadi Begum
Mutawalli—Maulana Shamsul Huda
of Panchbag, P,s. Gaffargaon,

Under E. C. Nos,
(1) 4226
(2) 4226 (A)
(3) 4226 (B)

Sd/ F. Rahman
Auditor.
Waqf Deptt, of E. C. Mymensingh.

28 | 5 | 62

৩। আমি এই বিরাট ওয়াকফ সম্পত্তির খাজনাদি আদায় করিতে গেলে আইয়ুব সরকার প্রথমতঃ "তুমি কোন অধিকারে এই সম্পত্তির খাজনাদি আদায় কর"—এই বলিয়া আমাকে পরোক্ষভাবে বাধা প্রদান করেন। আমি উক্ত সরকারী চিঠি পেশ করি। তিনি উহা উপেক্ষা করেন এবং সরকারী তহশিলদারগণকে খাজনাদি আদায় করিতে নির্দেশ দেন। আমি এদের বাধা প্রদান করি এবং মুতাওয়াল্লী হিসাবে খাজনাদি আদায় করিতে থাকি—যার ফলে সরকার প্রজাদের বিরুদ্ধে কয়েক শত সার্টিফিকেট কেইস আনয়ন করেন। আমি লোয়ার কোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে ইনজাংশন প্রার্থনা করি—ইনজাংশন না মঞ্জুর করা হয়। আমি ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করি। ফলে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। সরকার তাহা তাহা অগ্রাহ্য করেন এবং পূর্ববৎ প্রজাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেইছ আনয়ন করিতে থাকেন। আমি সরকারের বিরুদ্ধে কোর্ট অবমাননার মোকদ্দমা (Contempt of court) দায়ের করি যাহা এখনও দায়ের আছে। যথা :—

S. A. No, 1051 of 1966
(Appeal) civil rule No. 1871 (S) of 1966 (Injunction)

অস্পষ্ট—
Signature of the Officer
Supplying the information,
18 | 11 | 68

স্বাক্ষরী প্রেস [ময়মনসিংহ] হইতে মুদ্রিত এবং (মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা (প্রেসিডেন্ট ইমারত পার্টি বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশ) কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক যুগান্তর

POLITICAL WHOLE SALE REVOLUTION

বিশেষ সংখ্যা, ১ নম্বর—

টিপু সুলতানের বংশধর মোগল
কন্যা শাহজাদী বেগমের
ওয়াকফ সম্পত্তি।

মুতাওয়াল্লী—
(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা
সাং—পাঁচবাগ
পোঃ— ঐ
থানা—গফরগাঁও, জিলা—ময়মনসিংহ।
[বাংলাদেশ]

মূল্য—৫০ পয়সা মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

টিপু সুলতানের বংশধর মোগল কন্যা শাহজাদী বেগমের ওয়াকফ সম্পত্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক সাহেব বরাবরে।

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম নিবেন। জনৈক সুহৃদের নিকট হইতে দেরীতে প্রাপ্ত আপনার ১|৯|৭৩ তারিখের দৈনিক পত্রিকা হইতে "রেল লাইনের পরিত্যক্ত ভূমির প্রকৃত মালিক কে" (ইত্তেফাক রিপোর্ট) শীর্ষক কাটিং হইতে আজ বহুদিন পর জানিতে পারিলাম—আমিই এই সম্পত্তির মালিক ছিলাম এবং আজও আছি। কারণ, আমিই যে বৃটিশ আমল হইতে টিপু সুলতানের বংশধর মোগল কন্যা শাহজাদী বেগমের ঢাকা ও মোমেনশাহীর যাবতীয় ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ছিলাম ও আছি—মরি নাই (যদ্যপি আমার বয়স অশিতি অতিক্রম করিয়াছে)। কালের ঘাত প্রতিঘাত তথা কালের দৌরাত্ম্যে আজও প্রাগুক্ত সম্পত্তিতে আমার মালিকানা স্বত্ব লোপ পায় নাই। আমার ও আমার ওয়াকফ সম্পত্তির আজব কাহিনীর এখানেই শেষ নহে—যেমন ইহার আরম্ভ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তা'হলেও কিছুটা কাগজ-পত্র এবং সেকালের কলিকাতার ওয়াকফ কমিশনার আবদুল মোমেন সাহেবের সম সাময়িক অফিসারদের মুখে শুনিতে ও জানিতে পাই যে

Dhaka University Institutional Repository

আমি বৃটিশ আমল হইতে তৎকালীন কলিকাতার ওয়াকফ কমিশনার কর্ত্তৃক অত্র সম্পত্তির মনোনীত, নিয়ত ও নিযুক্ত একমাত্র মুতাওয়াল্লী ছিলাম, যেমন আজও আছি। তা'হলেও ২৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত আমি জানিতে পারি নাই যে আমি এই সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ছিলাম। ইহার মূলে তৎকালীন জমিদার ও সরকারের যুক্ত চক্রান্ত বা যোগ-ছাজেস ছিল, বটেই ত। কারণ, তৎকালীন সরকার জমিদারদের কুক্ষিগত ছিল আর এদিকে জমিদার প্রধান ময়মনসিংহ জিলার সাত শত জমিদারের একটি এ্যসোসিয়েশন আমার বিরুদ্ধে ছিল—যাহারা এই এ্যসোসিয়েশনের মধ্যস্থতায় আমার বিরুদ্ধে পাঁচ শত মোকদ্দমা আনয়ণ করিয়াছেন—যাহার একটি "ডিফামেশন কেইস" পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোকদ্দমা ছিল। অথচ এই ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমে তাঁহাদিগকে আমাকেই মালিক বলিয়া মানিয়া নিতে হয়—যাহা তাহাদের মোটেই অভিপ্রেত ছিলনা। বলা বাহুল্য যে আমারই এই ওয়াকফের প্রজা ভাওয়ালের সৈন্যাসী রাজা তাঁহার সম্পত্তি হইতে ১২ বৎসর কাল বে-দখল ছিলেন। আর আমি তাঁহারই মালিক। এমতাবস্থায় আমি অত্র ওয়াকফ সম্পত্তি হইতে মাত্র ২৩ বৎসর কেন—তার ডবল কিংবা আরও অধিক কাল ৩×১২=৩৬ বৎসর বে-দখল থাকা উচিৎ ছিল না কি? কারণ, আমি যে তাঁহার ন্যায় অনেক মহামহিম রাজাদের মালিক ছিলাম। এমন কি এক সময় আয়ুব খানও আমারই ওয়াকফ সম্পত্তি। প্রজা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। কারণ, তাঁহার ষ্টেটের অনেক স্কুল কলেজ তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার ওয়াকফ ষ্টেটের অধীন ছিল—যার ফলে আইনতঃ তাঁহাকে ও আমাকেই খাজানা দিতে হইত। কারণ, মুতাওয়াল্লীই যে একমাত্র ওয়াকফ সম্পত্তির প্রকৃত মালিক, সরকার নহেন। মুহম্মদীয় আইন পুস্তক দ্রষ্টব্য। যদ্যপি সরকারও ক্ষেত্র বিশেষে মুতাওয়াল্লীদেরও শাসক বটেই। আল্লার মেহের-বাণীতে আয়ুব খান তাঁহার শাসনকালে পাকিস্তানের যাবতীয় ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা নিতে গেলেন আর অমনি আমি তাঁহারই জনৈক ওয়াকফ রেজ ইন্সপেক্টর এর হাতে-নাতে ধরা পড়িলাম। নচেৎ হয়ত আজ পর্য্যন্তও আমি জানিতাম না যে, আমিই এই বিরাট ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী সূত্রে মালিক ছিলাম বা আছি—যাহার প্রজা ছিলেন ময়মনসিংহের স্বনাম ধন্য মহারাজ শশীকান্ত, এই সঙ্গে মুক্তাগাছার পনর ঘর জমিদারও এই ষ্টেটের প্রজা ছিলেন—যাহাদিগকে আমার সাধারণ প্রজা তাঁহাদের মালিক বলিয়া মনে করিত। আর তাঁহারাও (জমিদারগণ) তাহাদের নিকট প্রকৃত মালিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। এখানেই শেষ নহে, ঢাকা ও মোমেনশাহীর প্রসিদ্ধ বাজারগুলু—বাবুর হাট, নরসিংদি, কাওরান বাজার, বগির বাজার, মল্লিক বাড়ী বাজার, গফরগাঁও বাজার, কাশীগঞ্জ বাজার ইত্যাদি সমস্ত বড় বড় বাজার এবং ষ্টেশনাদিও এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত আছে। এমন কি, শ্রীপুর হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিকণীয়ার ও শাহজাদী বেগমের অন্যান্য প্রজাগণকে সতর্ক বাণী।

আপনারা কয়েকটি মাত্র সুবিধাবাদী স্বার্থপরদের উস্কানীতে আপনাদের রাজভোগ তুল্য ওয়াকফ সম্পত্তি বিলাইয়া এমন ডাকাতের হাতে তুলিয়া দিবেন না যে ব্যক্তি কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে লাখলাখ টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রী করিয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনা। আবার সে সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী বলিয়া দাবী করে। চোরের সেও বায় ইহাকেই বলে। বল. বলিলা যে তাহার মুতাওয়াল্লী শিপের বিরুদ্ধে এবং সে যে ওয়াকফের টাকা মারিয়াছে সে জন্য হাই কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের আছে। শুধু তাই নয় সেজন্য তাহাকে ও তাহার নিযুক্ত কারীকে আনাচে কানাচে পলাইয়া ও লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছে। তা'হলেও এদের সংকোচ বলিতে কিছুই নাই। ইহা বলা অযৌক্তিক হইবেনা যে ওয়াকফ এডমিনিষ্ট্রেটর আমাকে কোর্টের মাধ্যমে ডিসচার্জড না করিয়া আর কাহাকেও মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিতে পারেন না। কারণ, আমি সেকালের ওয়াকফ কমিশনার কর্তৃক নিয়োজিত এবং জজ কর্তৃক অনুমোদিত খাস মুতাওয়াল্লী, আমাকে ডিসচার্জ করিবার মত ক্ষমতা তাহার নাই। অতএব প্রজাগণ ভুল করিয়া নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ করিবেন না এবং নিজেদের সম্পত্তি হারাইবার অপচেষ্টা করিবেন না। এক কথায় প্রজাগণ দীন দুনিয়া উভয় কুল হারাবেন না বলিতে কি আমি মুতাওয়াল্লী পদের জন্য লালায়িত নহি। তা'হলেও ওয়াকফ রক্ষার জন্য জীবন-পণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বটেই তা। ইতি

না
নরক
দেশের

ওয়াকফ সম্পত্তির বিক্রয়ের প্রজাগণের পক্ষে
বিনীত—
(মওলানা) মো: শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)
মু, ওয়াকফ ষ্টেট শাহজাদী বেগম—ঢাকা ও মোমেনশাহী।

খাদেমী প্রেস, ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

শাহজাদী বেগমের ওয়াকফ ষ্টেটের বিরুনিয়া মহালের তহসীলদার উপেন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মণকে

শেষ নোটিশ।

তোমাকে হিসাব নিকাশ বুঝাইবার জন্য উকীল নোটিশ দেওয়া হয়। তুমি আমার বরাবরে হিসাব নিকাশ দিবে বলিয়া এপর্য্যন্ত গড়িমিসি করিয়াও হিসাব নিকাশ দাও নাই। অতএব তোমাকে আমার পক্ষ হইতে জানান যাইতেছে যে তুমি আজ হইতে ১৫ দিন মধ্যে যাবতীয় হিসাব আমার উকীল বা আমার বরাবরে আমার ময়মনসিংহ বাসা বাড়ীতে যে কোন সোমবার দিন প্রাতে অবশ্য বুঝাইয়া দিবা। অন্যথায় মিয়াদান্তে তোমার বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করা হইবে, নিশ্চয়ই।

এই সঙ্গে শাহজাদী বেগমের বিরুনিয়া মহালের প্রজাগণকে বিশেষ করিয়া জানান যাইতেছে যে তাহারা আজ পর্য্যন্ত খাজানাদি দিয়াও তহসীলদারের নিকট হইতে রসিদ পান নাই তাহারা তপসীল সহ ৭ দিন মধ্যে আমাকে জানান। এতদ্ভিন্ন জোর জবরদস্তিতে সরকার পক্ষের তহসীলদারকে কেহ খাজানাদি দিয়া থাকিলে তাহাও নিদর্শন সহ আমাকে নিম্ন ঠিকানায় যে কোন সোমবার দিন প্রাতে লিখিত ভাবে আমাকে জানাবে। সেই টাকারও বিহিত ব্যবস্থা অবশ্যই করা হইবে। ইতি— ইং ৭।৪।৬৯

বিনীত—
(মৌলানা) মোঃ শামছুল হুদা
(পাচবাগ)
মুতাওয়াল্লী, শাহজাদী বেগমের
ওয়াকফ ষ্টেট—ঢাকা ও মোমেনশাহী।

ফারুকী প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে উল্লেখিত সাময়িক প্রচার পত্রের ফটোকপিটিতে ওয়াকফ স্টেটের প্রাপ্ত খাজনাদির খরচের খাত সম্বন্ধে একটা ধারণা মিলে।

সাময়িক প্রচার পত্র

(A Periodical Public declaration)

১ম সংখ্যা | ২৮শে এপ্রিল, সোমবার | ১৯৭৫ সন।

"ঢাকা ও মোমেনশাহী"

শাহজাদী বেগমের ওয়াকফ সম্পত্তির প্রজাগণকে স্মারক লিপি।

আপনারা হয়ত মনে করেন, শুধু যার যার এলাকাই শাহজাদী বেগমের ওয়াকফ সম্পত্তি—আর নহে, কি ভুল! আপনারা জানিয়া রাখুন শাহজাদী বেগমের ওয়াকফ সম্পত্তি ঢাকা ও মোমেনশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকা নিয়া একটি বিরাট ওয়াকফ সম্পত্তি এবং ইহার পরিধি অনেক বড়। খরচ ইহার উপসত্ব মাত্র (ক) প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া হাজী পাঠাইবার জন্য (খ) গুটি কতক লোকের মাস মাস কিছু টাকা বৃত্তি ভোগ করার জন্য—যাহার পরিমাণ বর্ত্তমান বাজারে খুবই কম (গ) গুটি কতক মছজিদের ইমামের বেতন ও খরচ পত্রের জন্য এবং এই সঙ্গে পর্বাদিতে মহল্লীদের উৎসব মানাবার জন্য যাহা দরকার হয় (ঘ) মুতাওয়াল্লী ও কর্মচারীদের ভাতা স্বরূপ যাহা দিতে হইবে। খরচ এ পর্য্যন্তই। কাজেই সেকালের মুতাওয়াল্লীরা অনেকেই এই সম্পত্তি নিয়া ছিনিমিনি খেলা করিতে কসুর করেন নাই। এমন কি, কোন মুতাওয়াল্লী নিজের নামে রেক কাটাইয়া নিজের সম্পত্তি বলিয়া মুক্তাগাছার জমিদারের নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি দায়াবদ্ধ রাখিয়া ৫২ হাজার টাকা নিলে, কিছুদিন পর সেই সম্পত্তি নিলামে উঠে। তখন স্থানীয় প্রজাগণ আমাকে মধ্যস্থ করিয়া নিলামদারদের মোকদ্দমা করেন। এবং সরকারের নিকট আমাকে এই সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী করিতে অনুরোধ করেন। প্রজাগণ মোকদ্দমায় জয়ী হন এবং আমিই মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হই। খোদার কি মহিমা। বৃটিশ আমলেই এই সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ছিলাম—যাহা আমি ২৩ বৎসর পর আয়ুবের আমলে জানিতে পারিলাম। তারপর এদিকে আবার মুতাওয়াল্লী হই। ইহা সত্বেও কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে কয়েকটি জাল মুতাওয়াল্লী হয়—যাদের প্রত্যেকেই একে একে আদালত: সরিতে বাধ্য হইতেছেন বা হইয়াছেন। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য এই যে, আমি কালক্রমে—যথা সময় মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হইয়া নানা কারণে ওয়াকফের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। এরি মধ্যে আমার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু আমি বয়োবৃদ্ধও হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই আমার পক্ষে ছুটাছুটি করা মোটেই সম্ভবপর নহে। তা'হলেও এই বিরাট ওয়াকফ সম্পত্তি দেশের কাজে নিয়ত করিবার জন্য এখনও আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। নিশ্চয়—যদ্যপি আপনারা দেশের কাজে নিম্নোক্ত কর্ম্মসূচী গ্রহণে আমাকে সহায়তা করেন। যথা—প্রত্যেকেই স্ব স্ব এলাকার প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, মক্তব ও

[অপর পৃষ্ঠায় দেখুন]

Dhaka University Institutional Repository

কণ্ট্রোল তথা অস্বাভাবিক অত্যধিক মূল্য নির্দ্ধারণে সোনার বাংলা শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হইবে, বিচিত্র কি ?

কনট্রোল অব প্রাইজ বনাম কালবাজারী, চোরাবাজারী মজুদদারী ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্ফীতি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির উৎস নহে কি—যাহা যে কোন সরকারকে ধ্বংস করিতে পারে ? সে জন্যই নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি মালেকুল মুল্‌ক আল্লাহ্‌তা'লা এই বলিয়া নির্দেশনামা জারী করিয়াছেন যে বিশ্বসরকার (আমি) ব্যতীত কোন পার্থিব সরকার কোন একটা বস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না। বিশ্ব সরকারের আইন বিধান তথা "মহামেডান ল" দ্রষ্টব্য।

তাই বাংলাদেশ সরকারকে আমার অনুরোধ, যাবতীয় কনট্রোল অব প্রাইজ এমন কি ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিও অতি সত্বর বন্ধ করুন। কারণ, এতাদৃশ ব্যাপক কনট্রোল যে কোন মূহুর্ত্তে দেশের সর্বত্র অগ্নিমূল্যতার প্লাবন সৃষ্টি করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে ঈদৃশ কনট্রোল অব প্রাইজের কল্যাণে আজ দেশময় যত্রতত্র দুর্মূল্যতা বা অগ্নিমূল্যতার বিস্ফুরণ দেখা দিয়াছে, সন্দেহ কি ? বলিতে কি, খাদ্য শস্যাদি তথা ধান, চাউল ইত্যাদি সিজ করতঃ তৎক্ষণাৎ খাদ্য শস্যের মূল্য নির্ধারণ করা ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ অবশ্য করণীয় ছিল। অথচ সরকার তাহা এ যাবৎ বাস্তবায়িত করেন নাই বা এ বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ফলে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় পণ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য হইয়া খাদ্য শস্যের মূল্য প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। বরং চাউলের মূল্য এই সঙ্গে ক্রমশঃ আরও বাড়িতে থাকে—যেমন এই সঙ্গে একে একে স্বদেশ উৎপন্ন পিয়াজ, মরিচ ইত্যাদি খুটিনাট যাবতীয় পণ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। দেশটা যেন পরিমিত খাদ্যাভাবে জনমানব শূন্য দেশে পরিণত হইয়া অকাল মৃত্যুতে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইবে, বিচিত্র কি ? অথচ পণ্যদ্রব্যগুলির কোনটাই বিদেশ হইতে আসে না।

উপসংহারে একথা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, যাবৎ বাংলাদেশে স্বাভাবিক ভাবে চলতি বাজারে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাস্তবায়িত না হইবে তাবৎ দেশটাকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বাল, বাংলাদেশ খাটত অন্যায় ঠেকা কবে ? অতএব সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে খোলা বাজারে স্বাভাবিকভাবে বস্তুর মূল্যায়ন আশু বাঞ্ছনীয়। ইতি—

[১ম পাতার পর]

মাদ্রাছার পক্ষ হইতে কমিটি গঠন পূর্ব্বক কর্ম্মকর্তাগণ নির্দ্ধারণ করতঃ আমাকে জানান এবং এই সঙ্গে এলাকার কত ঘর ওয়াক্‌ফের প্রজা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আদায়ী খাজানাদি কত হইবে—এ গুলির লিস্ট অবশ্যই আমাকে দিবেন। আমি ওয়াক্‌ফ ডিডের শর্তানুযায়ী যথা কর্তব্য সম্পাদন পূর্বক অত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিরাট উপসত্ব হইতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাসিক বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হারে বিশিষ্ট সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিলে ওয়াকিফের মহান উদ্দেশ্য সফল হইয়া বৃটিশ কর্তৃক আমাকে এই সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী নিয়োগ স্বার্থকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়া আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদসহ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিব। এই সঙ্গে আপনারাও ওয়াকিফের উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে আগাইয়া দিয়া ওয়াকিফের সমপর্য্যায়ে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইবেন, তা'তে সন্দেহের অবকাশ আছে কি ? না, কখনও না। ইহা আমার কথা নয়। বরং ইহা কোরাণ ও হাদিছের তথ্যপূর্ণ কথা সন্দেহ নাই। ইতি—

ফারুকী প্রেস [ময়মনসিংহ] হইতে মুদ্রিত এবং (মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা [প্রাসিডেণ্ট ইমারত পার্টি, বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশ] কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিশাল সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সামাজিক ও ধর্মীয় বহু মহতী প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারে — এ লক্ষ্যেই অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী তাঁর জীবনের প্রান্তে এসেও বিষয়টির সঠিক সুরাহা বিধানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে গেছেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, তাঁর গড়নু বয়স এবং বিশেষতঃ আমলা-তান্ত্রিক জটিলতার চাপে তাঁর পক্ষে এ বিপুল সম্পত্তির কোন পদ্ধতিগত পরি-চালনা বিধি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর দীর্ঘবয়সজনিত শারিরীক দুর্বলতা ও অপারগতার সুযোগে বহু মূল্যবান এই শাহজাদী বেগম ওয়াক্ফ স্টেটের সাকুল্য সম্পত্তিই ধীরে ধীরে এক শ্রেণীর ক্ষমতালোভী অসাধু চক্রের জবর দখলে চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর ইয়াহিয়া বিরোধী কার্যক্রম ঃ

আইয়ুব শাহীর পতন ক্ষমতা পাগল ধুরন্ধর জেনারেল ইয়াহিয়াকে ক্ষমতার মুকুট পরায়েছিল। উচ্চাভিলাষী এই শাসকের শাসননীতিও মাওলানা পাঁচবাগীর তুখোড় সমালোচনার শিকার হয়। সে সময়কার আলোচিত একটি ইশতেহারের ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো+

১

এহিয়া খানের ভাষণের বিশেষ অংশ "একজন এক ভোট" একটি গোলক ধাঁধা বা হেঁয়ালি বইত নয়।

এতদ প্রসঙ্গে এহিয়া খানকে কয়েকটি প্রশ্নঃ—

(১) "একজন এক ভোট" নূতন কথা নহে। ভোট প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক একজন একজনকেই এক ভোট দিবে। দৃষ্টান্তঃ গেল কয়েক ইলেকশনে একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য একজন এম. পি. এ-কে বা একজন এম. এন. এ-কে এক ভোট দেয় নাই কি? আর ইহা পরোক্ষ ভোট নহে কি?

(২) তারপর প্রত্যক্ষ ভোট আর পরোক্ষ ভোটই হউক যে কোন অবস্থায় তাহার ভাষণে কোন্ পাকিস্তানে কতজন মেম্বার নেওয়া হইবে—ইহার কোনও অঙ্ক দেওয়া হয় নাই। ফলে ইহা যুক্তফ্রন্টের আমলের সংখ্যা-সাম্য ভিত্তিক গণপরিষদের ইলেকশন হইবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

(৩) অনন্তর প্রত্যক্ষ গণভোটে জন সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন মৌলিক প্রশ্ন নহে কি? কিন্তু এখানে সে ব্যবস্থা কোথায়?

(৪) তদুপরি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্বারা জাতীয় পরিষদ গঠনের পূর্বেই শাসনতন্ত্র রচনা না হওয়ার মূলে কি?

(৫) যদ্যপি শাসনতন্ত্র রচনার মূলেই জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকে তা'হলে জনসংখ্যার অনুপাতে উভয় পাকিস্তানে প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করা হইবে, তাতে সন্দেহ আছে কি?

(৬) অধিকন্ত ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব না হইলে সংঘটিত জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া আর একটি নূতন পরিষদ গঠন ছেলে খেলা বা ইলেকশন বনাম প্রহসন নহে কি? বলি, ইহা আইন সভা না, খেলার আসর?

(৭) উপরন্তু তাতে দেশের লাখ লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হইবে, ইহা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ নহে কি?

(৮) সর্বোপরি 'মার্শাল ল' জারী থাকা অবস্থায় জাতীয় পরিষদের ইলেকশন সম্পাদন করা হইলে জনগণকে সরকারী প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত করা হইবে না কি?

(৯) সুতরাং জাতীয় পরিষদের এবম্বিধ ইলেকশন আইন অনুগ ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবেনা কি?

(১০) উপসংহারে জনাব এহিয়া খানকে একটি জিজ্ঞাসা. "একজন এক ভোট" একটি গোলক ধাঁধা বা হেঁয়ালি নহে কি?

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাসন নীতির বিরুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগী :

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কতিপয় শাসননীতিও মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীকে আহত করে । তিনি তখন প্রতিবাদ করে ইস্তেহার প্রকাশ করেন । বাংলাদেশে নিম্নতম শ্রম মজুরী আইন থাকা সত্ত্বেও লেবার কোর্ট চালু করলে মাওলানা পাঁচবাগী এ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করে বেশ কিছু ইস্তেহার প্রচার করেন । নমুনাস্বরূপ সেই সব ইস্তেহারের কয়েকটি ফটো কপি এখানে পত্রস্থ হলো ।--

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রশাসক প্রতিনিধি সরকারকে
দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আর একটি
মৌলিক প্রশ্ন !

বাংলাদেশের জন-প্রিয় সরকার বিরাট বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশকে [যাহা নবাব সিরাজদ্দৌলার বৃহত্তর বাংলার লক্ষ ভাগের এক ভাগ হইবে—নিশ্চিত বলা চলেনা] এম্নিভাবে খান খান করিয়া একান্ত দুর্বহ মহা অরচান্তক ঘর ঘর উপ-অস্বাভাবিক বাংলাদেশ গঠন করিতে গিয়া হা-অন্ন হা-অন্ন রবে অকাল মৃত্যুমুখে পতীত তাহার বিপুল সমর্থক জন সমুদ্রের জনমত আহরণ করিতে পারিয়াছেন—এমন কি এদের জনমত পাইবার মত বিন্দু বিসর্গ চেষ্টা করিয়াছেন কি ? না-ত। তা'হলে বাংলাদেশ জনগণের দেশ হইল কেমন করে—বলি, আমাদের সদাশয় সরকার খদ বদৌলত ইহার উত্তর দিবেন কি ? যাক, আমরা মরিয়া হইয়াও আজ আর কিছুই চাইনা—চাই শুধু আমাদের কোটি কোটি মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ বেঁচে থাকুক—আমরা ইহাই কামনা করি, এর বাড়া আমরা আর কিছুই চাইনা। তাই বলি, আমাদের সরকার আমাদের বাংলাদেশ-টাকে এম্নিভাবে কিছুতেই রুইন করিবেন না। কারণ, সরকারের কাজ হইবে, দেশকে রক্ষা করা—ধ্বংশ করা নহে।

[অপর পৃষ্ঠায় দেখুন]

Dhaka University Institutional Repository

ভাই বলি, সরকার অকূল পাথার মহাসাগরে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বেই তথা নিজেদের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বেই সদল বলসহ সুস্থ মস্তিষ্কে ইহার পরিণতি কি হইবে, বিশেষভাবে চিন্তা করুন—তারপর ফিল্ডে নামুন। আমাদের এই মিনতি। কারণ, বুদ্ধিমান সেই—কাজের প্রারম্ভে যে কেহ কাজের পরিণাম চিন্তা করে। বলা বাহুল্য যে ইহারই পোষকতা করে, ঘর ঘর প্রচলিত সদানিত্য প্রবাদটি। আর তাহা এই—ভাবা উচিৎ ছিল, কর্ত্তব্য যখন।

উপসংহারে একথা বলা কিছুতেই অবান্তর হইবে না যে বাংলাদেশ solid বা আটাল (close fitting) থাকিবেই—কিছুতেই ইহার বন্ধন শিথিল হইবে না বা বাংলাদেশ কিছুতেই খান খান হইবে না—তথা বিশ্বের অধিপতি আল্লাহতা'লার চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বাংলাদেশ থাকিবেই। বলিতে কি, খোদার উপর খোদকারী করিতে পারে দুনিয়াতে এমন কেহ নাই।

পরিশেষে বাংলাদেশ সরকার ইহাও স্মরণ রাখিবেন, "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" প্রবাদটি মিথ্যা নয়—যথার্থ সত্য। আজ আর নয়। ইতি—

বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজ বন্দী—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

(পাঁচবাগ)

প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি—বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশ।

ফারুকী প্রেস, মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকারকে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা।

'কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' একটি দ্বন্দ্ব সমাস নহে কি?

সুতরাং ইহার প্রতিটি পদ বা পার্টি স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে নাকি।
ফলে তাতে তিনটি দলের সমাবেশ নহে কি?
সর্বোপরি ওয়ান পার্টি-ই কি গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র।
(বলি) বাংলাদেশের এই কি শেষ পরিণতি?

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কথিত ওয়ান পার্টি—'কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' এই তিনটি পার্টির সমবায়ে গঠিত একটি দ্বন্দ্ব সমাস নহে কি—যাহার প্রতিটি পদ তথা তিনটি পার্টিই পৃথক, স্বতন্ত্র এবং প্রধান বলিয়া গণ্য হইবে, নাকি? যেমন দুধ-ঘই-ছানা—ইহার প্রত্যেকটির সত্তা ভিন্ন ভিন্ন নহে কি? কারণ, ব্যাকরণ মতে প্রতিটি পদ যাহা এখানে এক একটি পার্টি যুই-ও নয়—ইহারা প্রতিটি পার্টি পৃথক, স্বতন্ত্র এবং প্রধান বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ কি? সুতরাং পার্টি ত্রয়কে একটি পার্টি বা একক পার্টি তথা 'ওয়ান পার্টি' বলা নিছক ভুল হইবে, তাতে সন্দেহ আছে কি? শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান দ্রষ্টব্য। যদ্যপি তাই হয়, তা'হলে ওয়ান পার্টি একটা ফাঁকির অবতারণা নহে কি? বলি, বাংলাদেশও কি ফাঁকিস্তান বা একটি ফাঁকির দেশ হইবে—তাই বা বিচিত্র কি?—যথা: সেকালের পাকিস্তান। যদিই বাংলাদেশ এই তিনটি পার্টির দেশ হয় তা'হলে বাংলাদেশে এছাড়া সমধিক বিভিন্ন পার্টিও থাকিবে—তাতে বাধবে না, নিশ্চয়। এমতাবস্থায় যাহারা বাংলাদেশকে তিনটি পার্টিতে সীমাবদ্ধ করিতে চান তাহারা নিম মুল্লা খত্‌রায়ে ঈমান, নহেন কি? বরং বাংলাদেশকে সমধিক পার্টি বহুল দেশ হইতে হইবেই—এইসঙ্গে প্রত্যেকটি পার্টির ম্যানিফেষ্টো মৌলিক এবং দেশাত্মক হইতে হইবে। তেন্নি পার্টি সমূহের ম্যাণ্ডেডগুলিও দেশের প্রতি অনুকূল হইতে হইবে—বলাই বাহুল্য। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারে বাংলাদেশকে আমরা দেশের জনগণ, দল বিশেষের দেশ হইতে দিবনা। কারণ, দল বিশেষের প্রধান ব্যক্তি নিজেদের মধ্য হইতে কতিপয় মন্ত্রী-মণ্ডলী নিয়া নিজেদের মতলব মত দেশ শাসন করিবেন—যেমন পুরাকালে তাই ছিল। ফলে ইহা ব্যক্তি বিশেষের শাসন হইবে—গণতান্ত্রিক নহে। আমরা চাই—

"দশে মিলে করিব দেশের কাজ,
হারি জিতি কিবা—তা'তে নাহি লাজ।"

পরিশেষে প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে বাংলাদেশ সরকার তাহার সরকারের নাম বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ নাম করিয়া যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইহার সংক্ষিপ্ত নাম করণ করিতে গিয়া সরকার ইহার নাম "বাকশাল" করিয়াছেন। কিন্তু তাতে প্রচলিত পদ্ধতি মত প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর নিতে হইত—যেমন অত্র প্রচলিত পদ্ধতিতে পল্লী উন্নয়ন সমিতির নাম 'পউস' করা হইয়াছে—ইহা আমার এলাকারই একটি পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম বটেই-ত। ইহা তাহারই নজীর বটে। কিন্তু এখানে উক্ত পদ্ধতির বেশ ব্যতিক্রম করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—যাহা চিন্তাশীল বন্ধুরা আমার অনেকেই অনুভব করিবেন বা করিতে পারিবেন, নিশ্চয়। বুঝিলাম না, আমাদের সরকার এতদিনে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে এতটা বিতৃষ্ণ হইলেন কেন? না, তা'তে স্বয়ং প্রদত্ত ক্ষমতায় তথা নিজের আয়ত্তাধীন ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন হওয়া যায় না—তাই নয় কি? ইতি—

বিনীত—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

(পাঁচবাগ)

প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি, বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশ।

কাজকী প্রেস, মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নিয়তম শ্রম মজুরি আইন-- এইসঙ্গে লেবার কোর্ট আবার কি বা দরকার কি ?

প্রণেতা ও প্রকাশক—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

(পঁচবাগ)

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী,
প্রেসিডেন্ট ইমারত পার্টি— বিভাগ পূর্ব তথা শ্যামা হক
সোহরাবর্দ্দী প্রস্তাবিত কনফেডারেশনময় বিরাট বাংলাদেশ।

মুদ্রণে : কারুকী প্রেস, ১৮নং মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে পূর্ব্বাপর যাহা বলা হইয়াছে—যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিলে তাতে ইহা বেশ প্রতিয়মান হইবে যে, বেতনাদির ব্যাপারে প্রচলিত Wages Act বৈতনিকদের বেতন—মাহিনা (pay) অবৈতনিকদের ভাতা (salary) এবং শ্রমিকদের পারি-শ্রমিক "Wages Act" এগুলির সমস্তই কভার করে। ইহার পর নিম্নতম শ্রমমজুরি আইন-এর কোন প্রয়োজন হয় না। যেমি যেখানে প্রচলিত কোর্ট কাচারীর মাধ্যমে Wages Act মাফিক সকলের দাবী-দাওয়া আদায়ের বিহিত ব্যবস্থা রহিয়াছে সেখানে লেবার কোর্টের প্রয়োজন থাকিতে পারে না—বলাই বাহুল্য। ফলে এগুলি বিড়ম্বনা বা ফাঁকির অবতারণা বইত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসের ম্যানেজার, কম্পোজিটার ও অন্যান্য সকলই কর্ম্মচারী, শ্রমিক বা শ্রমজীবী নহে।

প্রেসের ম্যানেজার, কম্পোজিটার, প্যাডলার ও অন্যান্য সকলই নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী আমলা বা কর্ম্মচারী (Employee) তথা বেতন গ্রহণে অন্যের কাজে নিয়োজিত সার্ভিস হোল্ডার—কুলি মুটে-মজুর শ্রমিক বা শ্রমজীবী Living by bodily Labour নহে। সুতরাং ইহারা নিম্নতম শ্রম মজুরি আইন-এর অন্তর্ভুক্ত নহে বা এই আইনের আওতায় তারা পড়েনা।

অতএব এই আইন অনুসারে সরকারীভাবে এদের বেতন নির্ধারণ এবং এই সঙ্গে এদের নিয়োগ-বিয়োগ করা হইলে এক্ষেত্রে ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে, বই-ত নয়—তাতে শুধু এদের প্রতি অবিচারই করা হবে না বরং এদের মানের উপরও আঘাত করা হইবে বা এদের মানহানি করা হইবে—যাহা মানবতার খাতিরে কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে।

উপসংহারে এ কথা না বলা সত্যের অপলাপ হইবে যে কাহারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার আদৌ কাহারও নাই—ইহা আজ নূতন কথা নহে। ইতি—

Dhaka University Institutional Repository

প্রেস কর্ম্মচারী মজুর বা সাধারণ শ্রমজীবী তথা দিনমজুর নহে।

ফলে প্রেস-কর্ম্মচারী নিম্নতম শ্রম-মজুরী আইনের আওতায় আসতে পারেনা, নিশ্চয়।

বলা বাহুল্য যে প্রেস কর্ম্মচারী প্রেসের জন্ম হইতে প্রেস কর্ম্মচারী নামে আখ্যাত—ইহা আজ নূতন নহে। ইহারা তথা কথিত—এ-মা। দিতিস দিতাম নিতাম খেতাম মজুরি করিয়ে তোর—এই ধরণের মজুর ক্লাশ কখনও নহে। বরং ইহারা অন্যান্য স্বনামধন্য দায়িত্বশীল আক্ষরিক কর্ম্মচারীর মত চিরদিনই সরকারী বেসরকারী সেলারী বা বেতন বিতিক Wages Act.-এর অন্তর্ভুক্ত সদাই আছে ও থাকিবে, নিশ্চয়। সুতরাং এদের নিম্নতম শ্রম-মজুরি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা একটি বিসদৃশ আইনের সৃষ্টি করা হইবে, বইত নয়। আর যদি তাই হয়, তা'হলে লাট-বেলাট তথা উচ্চতম কর্ম্মচারীদের বেতন ও শ্রম-মজুরী আইনের অধীন হইতে হইবে—এ ছাড়া আর উপায় কি। কারণ, দুনিয়াতে ছোট বড় সকলই নিজেদের শ্রম দ্বারা নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, নিশ্চয়। এমতাবস্থায় আমার বিশ্বাস, আমাদের বিবেচক বাংলাদেশ সরকার নিম্নতম শ্রম মজুরি আইন সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন অথবা ইহাকে যথাস্থানে বাধ্যকরী করিবেন।

এক কথায় সেলারী বা বেতন ও নিম্নতম শ্রম মজুরিতে তফাৎ অবশ্যই করিবেন। আর তা না হয় দুনিয়ার পৃষ্ঠ হইতে পদমর্যাদার বালাইকে উৎসন্ন দিবেন—আমার এ বিনতি। আজ এই পর্য্যন্তই। ইতি—

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে নিয়তম শ্রম মজুরি আইন এবং এইসঙ্গে লেবার কোর্ট আবার কি বা প্রয়োজন কি ?

বলি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক (Democratic) তথা Republican (প্রজাতান্ত্রিক) নহে কি ? ফলে বাংলাদেশ সর্ব শ্রেণীর প্রতি সম ব্যবহার ভিত্তিক দেশ (Treating all classes of people in the same way) নহে কি ? তা'হলেও বাংলাদেশে নিয়তম শ্রমমজুরি আইন এবং লেবার কোর্ট হইতে হইবে—ইহা কুটনৈতিক বিশেষের কুটনীতিক চাল হইবে, বিচিত্র কি। কারণ, তাতে নিম্ন শ্রেণীর বড় দলটা ভারী হইবে এবং চিরদিনের জন্য সে দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইতে পারিবে বা থাকিবে—ফলেও তাই নয় কি। সেই জন্যই ত এই বুদ্ধি। অধিকন্তু বাংলাদেশটা সদাই গড্ডলিকা প্রবাহে প্রবাহিত। কাজেই বাংলাদেশের অপরিনামদর্শী জনগণকে এম্নিভাবে ছলে-বলে-কৌশলে হাতে নিয়া মতলব হাছিল করা খুবই সম্ভবে, এ ছাড়া আর কি হইতে পারে।

উপসংহারে যেখানে সরকারী বেসরকারী বেতন বিধিতক (Wages Act.) রহিয়াছে—সেখানে ইহার প্রতিকূলে নিয়তম শ্রম মজুরি আইন এবং লেবার কোর্ট থাকার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, কেহ বলিবেন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

(৬)

একমাত্র বাংলাদেশে নিম্নতম শ্রমমজুরি আইন এবং এই সঙ্গে লেবার কোর্ট হইতে হইবে--

ইহা পৃথিবীর নবম আশ্চর্য্য নহে কি ?

বলা বাহুল্য যে এককালে বাংলাদেশ কেন বিরাট হইতে বিরাট ভারত বর্ষই তথা গোটা ভারতের নাগরিকগণ চুনাপুটি হইতে আরম্ভ করিয়া রুই কাতলা প্রত্যেকেই *Wages Act.*-এর অধীন ছিল বা ছিলেন—তাতে ইতর বিশেষ, এক কথায় তফাৎ বলিতে কিছুই ছিল না। ইহা আজ অনেক দিনের কথা নয়। তা'হলেও আজ ভারতের তুলনায় ক্ষুদ্রতম বাংলাদেশে নিম্নতম শ্রমমজুরি আইন এবং লেবার কোর্ট হইতে হইবে—ইহা বর্ত্তমান জগতে কল্পনারও অতীত, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি ? অথচ *Wages Act.* বাংলা ভাষায় যাহার নাম করণ বেতন বিধিক আইন করা হইয়াছে—যাহার অর্থ হইতেছে, বেতন অর্থে যাহা বুঝায় যথাঃ—বেতন ভোগীদের মাহিনা (pay), অবৈতনিকদের ভাতা salary, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক *Wage* বা মজুর—এই সমূহের বিধিক আইন। (বিধিক=বি, বিশেষ বা যথোচিত+ধিক ব্যবস্থা+ক কর্ত্তা বা কারী+আইন—একত্রে বেতনাদির যথোচিত ব্যবস্থাকারী আইন হইবে। (আশুতোষ নব বিধান দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

(৭)

এখান হইতে বেশ বুঝা যায় না কি যে *Wages* Act (বেতন বিধিতক আইন) যাহা সকল শ্রেণীর যথোচিত বেতনাদি ব্যবস্থাকারী আইন হইবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলি, ইহা সার্ব্বভূম আইন যাহা সকলের জন্য বেতনাদির ব্যাপারে যথেষ্ট বা সকলের জন্য যতটা প্রয়োজন তাহা কড়ার করে, এমন আইন।

ইহার পরও নিম্নতম শ্রমমজুরি এইসঙ্গে লেবার কোর্ট আবার কি—যার ফলে অকারণ বাংলাদেশের জনগণের অজস্র টাকা-কড়ির শ্রাদ্ধ হইবে, তাতে সন্দেহ আছে কি ? আজ এ পর্য্যন্তই।

———

Dhaka University Institutional Repository

স্মারকলিপি বনাম
বাংলাদেশ সরকারকে কয়েকটি জিজ্ঞাসা।

১। বাংলাদেশ মুছলমান প্রধান দেশ নহে কি ?

২। ও দেশের হিন্দু মুসলমান উভয়েই আস্তিক তথা এক সর্বশক্তিমানে বিশ্বাসী নহে কি ?

৩। অহেতুক নর-হত্যা হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে কি ?

৪। ফলে, আত্ম হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, জারজ হত্যা, নরহত্যা, সন্তান হত্যা, সতীদাহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ নহে কি ?

৫। যদ্যপি এইগুলি নিষিদ্ধ হয়, তা'হলে দেশের প্রশ্নে যাহারা কারাগারে বন্দী আছে, তাহাদিগকে অকারণ হত্যা করা হইলে অহেতুক নর হত্যা করা হইবে নাকি ?

৬। বলি, যুদ্ধ ব্যতিহার—Interchange তথা এমন বিষয় নহে কি, যাহাতে একাধিক পক্ষের অংশ গ্রহণ করিতে হয়—যথা মারামারি, টানাটানি, ধরাধরি ইত্যাদি। কারণ, এগুলি একাধিক পক্ষ ব্যতীত সম্ভবে না।

৭। এ জন্যই কোরানের ভাষায় যুদ্ধকে কেতাল বলা হয়—যাহার অর্থ একে অপরকে হনন, খুন করা বা খুনাখুনী—তথা War বা Fight নহে কি ?

TH. 323942
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

Dhaka University Institutional Repository

গণ বাংলাদেশের জনগণ দেশের দুরবস্থায় "অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা"

এই তিনটি বই কর্ম্মসূচীর উন্নয়নের অপেক্ষা করে না।

বলিতে কি "খু তোর ভিক্ষা—কুত্তা আগে সামাল"—দেশের এই দুরবস্থায় বাংলা দেশের জনগণ দেশের কর্ম্মসূচীর উন্নয়নের অপেক্ষা করেনা এবং সে জন্য সরকারকে আপাততঃ দায়ীও করেনা বরং এক্ষনে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা তথা জীবন সর্বস্ব ভিক্ষা চায় মাত্র। অর্থাৎ, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থায় দেশের জনগণ সর্বত্র খোলা বাজারে ধান, চাউল ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য—যাহার কোনওটাই বিদেশ হইতে আসেনা অন্যান্য দেশের মত সহজ ও সুলভ মূল্যে পাইতে আশা করে। কারণ, তা'ছাড়া যে তাহারা—বাঁচে না। এই সঙ্গে সর্বহারা—যাহাদের অন্ন-বস্ত্র, ঘর-বাড়ী বলিতে কিছুই নাই তাহারা যে পর্য্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে তাবৎ সরকারী লঙ্গরখানা হইতে ডাল-ভাত তথা জগা খিচুরী খাইতে চায় মাত্র এবং সরকারের দানচ্ছত্র হইতে মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা হইয়া গুহ্যস্থান ঢাকিয়া কুকুরের ঘেউ ঘেউ হইতে রক্ষা পাইয়া কুঁড়েঘর হইতে বাহির হইয়া ভিক্ষা বা কাজ কর্মের তল্লাসে আত্মনিয়োগ করিতে পারে—এতটুকু সুবিধা মাত্র প্রত্যাশা করে। ফলে সরকারও তাতে দেশের কর্ম্মসূচীর উন্নয়নে কিছুটা অগ্রসর হইতে পারেন। এ ছাড়া দুর্গতদের আর কি কামনা থাকিতে পারে, সরকারই বলুন। পরিশেষে দেশটা বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি-না—সরকারই বিচার করুন। অর্থাৎ, সরকারকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশের জনগণের সার্বিক শিক্ষার ভার নিতে হইবে কি-না আমাদের সুবোধ সরকার নিজেই চিন্তা করুন।

আজ এ পর্য্যন্তই। ইতি—

নিবেদক—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)

প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি : বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশ।

ফারুকী প্রেস, মত্যাজয় দত্ত রোড, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি মাওলানা পাঁচবাগীর দৃষ্টিভঙ্গীঃ

মাওলানা পাঁচবাগী ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে অভিনন্দিত করে বেশ কিছু ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন। অভিনন্দন পত্রের একটি ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো—

(২)

সসম্ভ্রমে নব-নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকার

জেনাব জিয়াউর রহমান সাহেবকে

বাংলাদেশের হিন্দু-মুছলমান সকলের

পক্ষে সসম্মান

অভিনন্দন-পত্র।

সানন্দ অভিনন্দন পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন এই—আপনি যথ সম্ভব শীঘ্র বাংলাদেশের প্রবীন হিন্দু মুছলমান রাজনীতিবিদগণের সমন্বয়ে যোগ্যতম মন্ত্রীসভা এবং এইসঙ্গে যোগ্য হইতে যোগ্য সেক্রেটারিয়েট গঠনপূর্ব্বক জনপ্রিয় শাসনানুশাসনে আমাদিগকে তথা বাংলাদেশের অনুগত হিন্দু-মুছলমান সকলকে আশু হইতে আশু অবশ্যই চরিতার্থ করুন। আমাদের সকলের এই মিনতি। ইতি—

৭ | ৬ | ৭৮ ইং

বিনীত—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

(পাঁচবাগ)

(প্রেসিডেন্ট ইমারত পার্টি বিভাগ পূর্ব বিরাট বাংলাদেশ)।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

একটি সুস্থ, সবল ও বিশুদ্ধ শাসনযন্ত্র গণমানুষের উন্নতিবিধানের নির্ভরযোগ্য ধারক এবং বাহক। সরলমতি মানুষের আশা আকাংখার বিধায়ক এই শাসনযন্ত্র ক্ষমতালোভী প্রতারকের ছোবলমুক্ত থেকে উত্তম আদর্শের ইঙ্গিতে আপন পথে গতিময় হোক এটাই ছিল মাওলানা পাঁচবাগীর আজীবনের স্বপ্ন। আর এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি হাতে নিয়েছিলেন এক শানিত কলম। যে কোন অন্যায়, অবিচার, অসত্য, অমঙ্গল ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁর সে সাহসী কলম ছিল সদাজাগ্রত। জাতীয় কল্যাণে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর এ প্রতিবাদী আত্মত্যাগ অতুলনীয় আদর্শের জন্ম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সেবক পাঁচবাগী

মানুষ সমাজ বিচ্ছিন্ন নয় । সামাজিক অবস্থানই তার জীবনের ভিত। আর তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডের জটিলতা- সরলতা মানুষের জীবনাচরনকে সহজেই প্রভাবিত করে । জীবন কোন কালেই নিরব কিংবা নিঃসঙ্গ নয় , সমাজ বন্ধনের সঙ্গাময় সরব আবেশের মধ্যেই তার সমৃদ্ধি , তার বিকাশ । জীবনদর্শনের পরিপূর্ন বিকাশ মূলতঃ পরিবেশ-কেন্দ্রিক । কিন্তু পরিবেশ তো নিজে নিজে সৃষ্টি হয় না - বাঁচার তাগিদে, টিকে থাকার তাগিদে সর্বোপরি উত্তম আদর্শ বাসুবায়নের প্রয়োজনে নিজেদের উপযোগিতার ভিত্তিতে তা সৃষ্টি করে নিতে হয় । যুগে যুগে মহান দার্শনিক সাধু-সজ্জন - পন্ডিত , পরম নিষ্ঠাবান মানব-প্রেমিক নিঃস্বার্থ সমাজ দরদীগণই সুস্থ সামাজিক পরিবেশের উপযোগিতা নির্মাণে অনন্যভূমিকা রেখে গেছেন ।মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী এমনই এক ব্যতিক্রমী সমাজ প্রেমিক যাঁর স্বপ্ন- সাধ - সংকল্প সবই গড়ে উঠেছিল মানুষকে নিয়ে , মানুষের সার্বিক কর্মকান্ড কে নিয়ে - যা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক অপরিহার্য শর্ত ।

গ্রামের গরীব জনগোষ্ঠীর সাথে মাওলানা পাঁচবাগীর ছিল প্রানের সম্পর্ক । তাদের সুখ-দুঃখ , অভাব-অনটন, সুবিধা-অসুবিধা তাঁর চিত্তকে সহজেই আলোড়িত করতো । তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন গ্রামীন জীবন ব্যবস্থায় নতুনত্ব আনার চিন্তাভাবনায় । সাধারন খেটে খাওয়া কুলী-মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী , ছোট ও মাঝারী জোতদার, বর্গাদার ছিল তাঁর অতি আপন জন । নিজেদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত এই সব অসহায় অবহেলিত মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ নিবারনে মাওলানা পাঁচবাগী তাঁর জীবন বাজি রেখে আন্দোলন করে গেছেন ।[১৭]

১৭ঃসাবেক প্রধান মন্ত্রী , আতাউর রহমান খানের দেয়া স্বাক্ষাৎকার : ২০ শে মে ,১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী ছিলেন জন গনের লোক । সমাজের উঁচু শ্রেনীর সাথে তাঁর কোন উঠাবসা ছিল না । শহর কেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতিও তাঁর কোন আস্থা ছিল না । তিনি মনে করতেন গ্রাম বিচ্ছিন্ন রাজনীতি জন কল্যাণের রাজনীতি নয় - প্রকৃত কল্যাণ কামনা করলে তাদের কাছাকাছি থাকতে হবে - তাদের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে । কারন বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে । আর এ দূরত্ব নামক ফাঁক নেতাদের মনে বিভ্রান্তি আনে , পরিশেষে তারা স্বার্থবাদ দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে চরম মোনাফেকিতে লিপ্ত হয় ।[১৮]

" মাওলানা পাঁচবাগী নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষকে টানিয়া না তুলিলে আজ তাহাদের ঠাঁই হইত না "।[১৯] দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রামে ।আধুনিক জীবন যাত্রার চাকচিক্য এখানে নেই । কিন্তু বিশাল জনমণ্ডলী তো আছে । মাওলানা বলতেন যে এরাই তো সম্পদ । দেশের কল্যানে এদের দুর্বল হাত কে শক্তিশালী করতে হবে । সাহস দিয়ে , প্রেরণা দিয়ে এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে গড়ে আনতে হবে । এসবই ছিল মাওলানা পাঁচবাগীর দর্শন । সদা সর্বদা তিনি গ্রামের মানুষের পাশে থেকে তাদের কে সংঘবদ্ধ করে সামাজিক শৃঙ্খলা নির্মাণের এই সব দর্শন বাস্তবায়নে সহায়তা করে গেছেন ।

১৮ঃ সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক বান্না মিয়ার দেয়া সাক্ষাৎকার : ১৮ই এপ্রিল,১৯৯০

১৯ঃ ১৩-১০-৮৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আব্দুল মান্নানের বক্তৃতার অংশ বিশেষ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ বেনিয়াদের অপশাসন এবং এদের আশীর্বাদ পুষ্ট জমিদার মহাজনদের দুঃসহ পীড়ন শ্যামল বাংলার সুগঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। মাওলানা পাঁচবাগীর উদাত্ত বিপ্লবী আহ্বান শাসকচক্রের মর্মমূলে আঘাত হানে। বহু বছরের ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি শাসকচক্র সহ এই বিনাশী প্রথার উৎখাত করে সমাজ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আনেন। " পাঁচবাগী সামন্ত বাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন।"[২০]

সমাজ-সচেতন এই মনীষী তাঁর জীবনের পুরো অংশই মানুষের জীবন, জীবিকা ও ধর্মাচরন নিয়ে ব্যপক চিন্তা ভাবনা করে কাটিয়েছেন। সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্যে ' ফৌজে ইলাহী' নামে তিনি একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলেন। যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করাই ছিল এই সংগঠনের কাজ। অপ্রতিরোধ্য এ সংগঠনের বিশাল কর্মী বাহিনী বহু দিন পর্যন্ত তাঁদের এ লক্ষ্য অর্জনে অপরিসীম ত্যাগতিতিক্ষার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ' ফৌজে ইলাহী ' নিয়ে মাওলানা পাঁচবাগী বহু ইসতেহার প্রকাশ করেছিলেন। নমুনা স্বরূপ 'দু'একটি ইসতেহারের ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো।

---

২০ : ১৩-১০-৮৮ তারিখে ' দৈনিক ইত্তেফাকে' প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর বক্তৃতার অংশ বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

— পত্র —

(দারুল ইছলাম সংখ্যা)

দারুল ইছলাম।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশের শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে ধনী-দরিদ্র, চাষীশ্রমিক এবং ব্যবসা ও শিল্পজীবী ইত্যাদি জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণের দুঃখ ক্লেশ নিবারণের ব্যবস্থা হইয়া একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্য গড়িয়া উঠে। সেখানে দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার থাকে না, কেহ কাহারও প্রতি হিংসা প্রদর্শন করে না এবং কেহ কাহারও ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করে না। বরং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সৌজন্যের ব্যবস্থা সদাই অটুট থাকে। এমন দেশকে দারুল ইছলাম কহে। কাজেই ফৌজে ইলাহির প্রধান লক্ষ্য, ধর্ম্মের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্ম্মাণ করতঃ পাকিস্থানকে দারুল ইছলাম করা। আমিন! আমিন!!

তারানায়ে ফৌজে ইলাহী।

আমরা সবে ফৌজে ইলাহী,
চাই না কভু লড়তে শাহী।
আমরা সবাই ফৌজে ইলাহী
কায়েম করব দীনে ইলাহী।
আমরা করব দারুল ইছলাম,
আসছে গুণা যত নেজামে ইছলাম—
আসছে গুণী ছিয়াছতে ইলাহী,
আসছে গুণী হুকুমতে ইলাহী।
সৃষ্টি করিব মোরা পুণ্যময় ধর্ম্ম সংসার,
ফৌজে ইলাহী কে কোথায়—হওরে আগুসার।
জীবন থাকতে হব না বিরত হেন পণ কর সবে,
চিরসুখ-শান্তি আনিতে হবে মোদের এ অধিকার হবে।
থাকবে না শেরক, কুফর—ঐ মানব পূজা,
আল্লারই নাম থাকবে, মানুষ রবে সোজা।
আল্লার রাজ্যে আল্লার শাসন হবে আবার,
জালেমের দলে মনে ভাবছ কি-টা এবার।
আমরা সবে সেই ফৌজে ইলাহী
কায়েম করবে যারা দীনে ইলাহী।
দেখবে যখন মার্চ্চ করছি মোরা ফৌজে ইলাহী,
ডাক ছাড়ছে দুশমন শত্রু দল—ত্রাহি! ত্রাহি!!
আমরা গাজী, আমরা উমর কাজী,
ন্যায়ের ডাণ্ডা মেরে সই করব যত ইতর পাজী।
আমরা উদ্ধার করব মুছলিমজাতির শাসন গৌরব,
দেশময় ছড়িয়ে দিব আবার দীন ইছলামের সৌরভ।
মানুষে মানুষে তফাৎ করিব দূর—ধর্ম্মের ভিত্তিতে,
কেহ কভু কাঠ হবেনা আর কোন মানুষের ভীতিতে।
আমরা ভেঙ্গে চুরে গোঁড়া করিব হেন গোঁড়ামীর উন্নত চূড়া,
নূতন করে শক্ত করে পত্তন দিব ফের ইছলামের গোড়া।
আমাদের চালক হয়েন হজরত উমর অমর,
তাঁরই আদর্শে মোরা বিলিয়ে দিব সারাটা ওমর।
আমরা মোহাজের, আনছার, মোজাহেদ ফিছাবিলিল্লাহ,
আমরা থাকছার খোদাই খেদমতগার—হেজবুল্লাহ।
আমাদের উদ্দামগতি প্রভঞ্জনেরগতি হেন কেবা রুধিতে পারে?
চলছি মোরা ক্রুতবেগে যাব যথা, হোকনা সে দুনিয়ার পরপারে
বীর দর্পে ও বীরচূড়ামণি ফৌজে ইলাহী,
ক্রমে হও অগ্রসর—কুচ পরওয়া নাহি।
আল্লা আছেন মোদের সাথে—ভয় কি মোদের,
চল, চল, শীঘ্র করি ওগো, কিসের লাগি দের।
চল, চল, চল ফৌজে এলাহি,
কায়েম করতে হবে মোদের, দীনে ইলাহী।
দুরু দুরু কাঁপছে কেন বসুন্ধরা,
দুনিয়ার বুকে আঘাত হানি চলছিস না কি তোরা?
আমরা সবে আল্লার সৈনিক ফৌজে ইলাহী,
কায়েম করব দুনিয়ার বুকে দীনে ইলাহী।
হে বিশ্বপতি, মহান-মতি, কৃপানিধান, দয়াল অতি,
দয়া করে মোদের প্রতি, সদা ধর্ম্মে থাকে যেন মতি।
আমরা সকল ফৌজে ইলাহী,
কায়েম করব দীনে ইলাহী।
আমিন! আমিন!!

উলামায়ে ইছলামকে কয়েকটী প্রশ্ন?

১। জমিয়তে উলেমায়ে ইছলাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কি না?
২। জমিয়তে উলামায়ে ইছলাম ও মুছলিম লীগ দুইটি বিরোধী প্রতিষ্ঠান কি না?
৩। উলামায়ে ইছলাম মুছলিম লীগের মেম্বর কি না? উলামায়ে ইছলাম পরস্পর দুইটি বিরোধী প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হইয়া জনসাধারণকে ফাঁকি দিতেছেন কি না?
৪। ফলে উলামায়ে ইছলাম মুছলিম লীগেরই সমর্থক কি না? অর্থাৎ উলামায়ে ইছলাম শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণকে মুছলিম-লীগেই যোগদান করিতে বলিবেন কি না?

আশা করি, উলামায়ে ইছলাম আমার এইসকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া জনসাধারণের ধোকা ভঞ্জন করিবেন, নিশ্চয়। ইতি

বিনীত—

(মওলানা) শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)
প্রেসিডেন্ট, পূর্ব্ব-পাক ফৌজে ইলাহী।

পূর্ণিমা প্রেস—কিশোরগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদী এই বিশাল হৃদয় বিপ্লবী অগ্নি পুরুষ জীবনে বহু জেল-জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন। আর এ সবই ঘটেছে সাধারন মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য। সাধারন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে বহুবার তাঁকে সরকারী পক্ষথেকে বহু প্রলোভন ও দেখানো হয়েছে। কিন্তু সুখের মোহ কিংবা দুঃখের জ্বালা কোনটাই তাঁর প্রতিবাদী চেতনাকে অবস করতে পারে নি। আজীবন তিনি মানুষের বাঁচার দাবীকে নিশ্চিত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। মানুষের উঁচু-নীচু ভেদাভেদ দুর করে সরল সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য প্রান-পণ লড়াই করে মাওলানা পাঁচবাগী সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে বহমান রাখার দীপ্ত মশাল জ্বেলে সমাজ সেবার নামে জাতিকে আলোকিত করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুসংস্কার মূলোৎপাটনের সাহসীবীর

রাষ্ট্রের কথা উঠলেই সমাজের কথা আসে । আর সমাজ মানেই তো ব্যক্তির সমষ্টি । কাজেই রাষ্ট্র তথা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে ব্যক্তির ধ্যান -ধারনা অভ্যাস , রুচি , পছন্দ অপছন্দের পরিবর্তনও জড়িত । অতএব বলা যায় ব্যক্তি মানসের স্বতস্ফূর্ত কর্মোদ্যোগই সামাজিক অগ্রগতির একটা অপরিহার্য্য উপাদান । কিন্তু দেখা গেছে যুগে যুগে বিবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা এবং অসঙ্গতি মানুষের ব্যক্তি - কেন্দ্রিক কর্মচাঞ্চল্যের এই স্বতঃসিদ্ধতাকে বহুলাংশে ব্যহত করেছে । বিশের দশকের মাঝা মাঝি কালে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী সামাজিক অগ্রগতির অন্তরায় এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন ।

বাংলায় তখন ধর্মনাশা জমিদারদের বিবেকহীন রাজত্ব । মানুষের মৌলিক দাবী হয়েছিল ভূলুন্ঠিত ; অন্যায় অবিচার , জুলুম নির্যাতন সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াচ্ছিল অশনি আর অশান্তির সর্বগ্রাসী হাওয়া । অসহায় মানুষের দুর্বল ঘাড়ে সিন্দাবাদের বুড়োর মতো চেপে বসেছিল দারিদ্র্যতার অসহনীয় বোঝা । হতাশাচ্ছন্ন ভীত বিহ্বল মানুষের বাঁচার আশা একেবারেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল -দুর্যোগ দুরবস্থায় সমাজ হয়ে পড়েছিল গ্লানিময় বেদনার দুঃসহ আধার । মানবতার এহেন বিপর্জয়ে আতঙ্কিত হলেন মাওলানা পাঁচবাগী । তিনি দেখলেন , মানুষের এই দুরবস্থা রোধে মূলতঃ মানুষের নিজের ভূমিকাই মুখ্য - সে নিজেই পারে তার সম্ভাব্য দুর্দশা মোচন করতে । এ উদ্দেশ্যে তিনি কাজ কে গুরুত্ব দিলেন সবচেয়ে বেশী । তিনি ভাবলেন, কাজ এমন একটি উপায় যা মানুষের অর্থ-নৈতিক স্থবিরতাকে গতিময় করতে পারে ; আর এই গতিময়তাই সামাজিক শৈথিল্যরোধে এক নির্ভরযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মুখ খুললেন । এই মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, গরীব মুসলমানদের বাজারে মাছ বিক্রি , ক্ষৌরকর্ম প্রভৃতি কাজ ইসলাম ধর্মে অসিদ্ধ নয় বরং এক অতীব গুরুত্বপূর্ন সেবা যা জীবনকে রক্ষা পূর্বক সামাজিক সুস্থতা বিধান করে । যখন বাঙালী মুসলমানরা না খেয়ে মরলেও জেলে ও নাপিতের কাজ করাকে মানহানিকর মনে করতো, তখন তিনি হোসেনপুর বাজারে নিজ হাতে মাছ বিক্রি করে এবং চুল কেটে কুসংস্কারাবদ্ধ গরীব মুসলমানদের বাঁচার পথ করে দেন । [২১] মাওলানার উৎসাহে মানুষের চৈতন্য হলো । তারা বুঝতে পারলো - নদ-নদী , খাল -বিল , পুকুর ডোবার মাছ প্রাকৃতিক সম্পদ - আল্লার দান । এ সব যায়গা থেকে মাছ সংগ্রহ করে গরীব মুসলমানগণ তা হাটে বাজারে বিক্রি করলে এতে অন্যায় বা মর্যাদাহানীর কিছু নেই । মাওলানা পাঁচবাগীর এই প্রচেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই গণমনে জাগরনের সুর উঠলো । স্থানীয় হাট বাজার সহ দেশের বড় বড় বাজার এবং ধীরে ধীরে প্রায় সর্বত্রই মাছ বিক্রি আর ক্ষৌরকর্মের ব্যবসা শুরু হয়ে গেল । এই সব পরিবার প্রচলনে দেশের লক্ষ লক্ষ অভাবগ্রস্থ নিরন্ন মানুষ বাঁচার পথ খুঁজে পেলো । পাঁচবাগী শুধু কথার রাজনীতি করেন নি, তিনি নিজে কাজ করে দেখিয়ে গেছেন কোন কাজ ছোট নয় ।[২২]

২১ঃ দুলাল বিশ্বাস ঃ " কিংবদন্তীয় নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী" 'এখনই সময়,' ১৭ ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

২২ঃ ২৮-১০-৮৮ তারিখে দৈনিক খবর ' এ প্রকাশিত মাওলানা শামছুহ হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আব্দুল মান্নানের বক্তৃতার অংশ বিশেষ ।

Dhaka University Institutional Repository

সে যুগে পর্দা প্রথার মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়িতে নারী জাতি ছিল অশিক্ষার শিকার। মানুষের অন্তরাত্মার অন্ধকারকে আলোকিত করতে শিক্ষার অতীব গুরুত্বের কথা চিন্তা করে মাওলানা পাঁচবাগী ব্যাপকভাবে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা পূর্বক দেশময় ইশতেহার প্রচারের মাধ্যমে আমাদের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ কে এই কুসংস্কারের আত্মঘাতী সর্বনাশা ভয়ংকর ছোবল থেকে রক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নিজের গ্রামের বাড়ী পাঁচবাগে ছেলেদের জন্য একটি স্কুল ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও আলাদা স্কুল ও মাদ্রাসা চালু করেন। উল্লেখ্য তিনি তাঁর ময়মনসিংহ শহরস্থ ৯০ নং ব্রাহ্মপল্লীর বাড়ীতেও একটি মহিলা মাদ্রাসা গড়ে তুলেন।

সারা দেশে আজ পীরের অভাবেই। এখানে সেখানে ওরস হচ্ছে, আস্তানা তৈরী হচ্ছে। এবং সাংঘাতিক অবস্থা চলছে দেশে। মাওলানা পাঁচবাগী পীর হয়েও এমনটি অপছন্দ করে গেছেন।[২৩]

---

২৩ : ২৮-১০-৮৮ তারিখে 'দৈনিক খবর' এ প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া সাবেক প্রবীন মন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বক্তৃতার অংশ বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী ওরস নামে পীর পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন । মাজারে 'মানত' করা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন । এসকল অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি অজস্র ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন । নমুনা স্বরূপ " দরগা পূজা না দুর্গা পূজা " এই শিরোনামে একটি ইসতেহারের ফটোকপি এখানে পত্রস্থ হলো ।

ইসলামি ভাবধারায় শিক্ষিত এ মহান সংস্কারক পুরুষ সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজীবন আপোষহীন লড়াই করে গেছেন । তাঁর সংস্কার পদক্ষেপ গুলো জাতীয় জীবনকে হতাশা আর ব্যর্থতার অভিষাপ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে । দেশ , ধর্ম ও জাতিকে যথার্থ মুক্তির মন্ত্রনা দিতে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতায় মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর এ সকল সাহসী উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান প্রয়াস - যার ফলাফল নিঃসন্দেহে এ যুগের কর্মচাঞ্চল্যকেও প্রভাবিত করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

দরগা-পূজা আর দুর্গা-পূজা একই।

মুছলমান এক আল্লা ছাড়া আর কাহারও পূজারী হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা বাক্তি, কবর বা দরগা পূজা কিছুই করিতে পারেনা। তথাপি যাহারা কোনও পীরের দরগায় গরু, মহিষ, খাসী, মুরগী ইত্যাদি সিন্নি সালা দিয়া থাকে তাহারা কোন্ মুছলমান? এক আল্লার পূজারী মুছলমানও কি মুশ্‌রেক হইতে পারে? ধিক্, এদের প্রতি। বলিতে কি—এরা আবার মুছলমান কবে? যদি এরা মুছলমান না'ই হয় তবে এদের বিবাহ কায়েম থাকিবে কি না—এরূপ কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে কি না? যাক, এই শ্রেণীর মুছলমান—যাহারা পীরের দরগা বা মাজারে সিন্নি সালা দিয়া থাকেন তাহারা সতর্ক হউন।

উপসংহারে তাহারা জানিয়া রাখুন, আল্লা ছাড়া কাহারও পূজা করাই শেরেক। তাই বলি, দরগা পূজা আর দুর্গা-পূজা একই। কারণ, উভয়ই শেরেক। আল্লা ইহাদের কোনটাই মাফ করিবেন না। (দেখ, কোরান)

বিনীত—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা

(পাঁচবাগ)

ফারুকী প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

অসাম্প্রদায়িকতার বিরল নজীর ঃ

বিবিধ জিজ্ঞাসার জটিল সূত্রাবলী আদি মানবের মনে দিনে দিনে আত্ম - দর্শনের বীজবোনে । এই দার্শনিক প্রবৃত্তিই মূলতঃ ধর্ম চেতনার উৎস । পরবর্তী - কালে মানুষের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রকরূপে ধর্মের প্রসার , আধিপত্য ও গুণগত উৎকর্ষ এক্রমানুয়ে বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে বহুবিধ ধর্মমতের প্রবর্তন ঘটে । ঐই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এবং পারস্পরিক মতাপার্থক্যজনিত কারন স্বভাবতই মানব মনকে প্রভাবিত করতে থাকে এবং পরে এহেন প্রভাব-প্রসূত চিন্তা চেতনা একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসনের জন্ম দেয় । আর এইভাবেই ভাবলোকের অখণ্ড-বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ সহসা খণ্ডিত আকার ধারন করে । ফলে সমাজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা মতাদর্শের ভিন্নতাজনিত ক্ষুদ্র সংকীর্নতার স্বাভাবিক শিকারে পরিণত হয় । কিন্তু ধর্মীয় দর্শন উদ্ভূত এই সব জটিল ভেদ রেখা সমাজ -হিতৈষী মানব প্রেমিক সাধু-সন্তগনের দরদী চিত্তকে বিভক্ত করতে পারে নি , তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি ' বৃহত্তর মানবের কল্যাণ-চিন্তা থেকে । মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীও ধর্মীয় বিধান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সাম্প্রদায়িক বেড়াজালের উর্ধে থেকে তাঁর মেধা , মনন ও কর্মকে মানব কল্যাণে উৎসর্গ করে গেছেন । প্রথিত-যশা এই শান্তিকামী অহিংস বিদ্রোহী মাওলানার জীবন ছিল ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কঠিন শরিয়তের অবিকল প্রতিরূপ । তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের অতিক্ষুদ্র একটি ব্যাপারেও ইসলামী হুকুমত বহির্ভূত কোন নীতির -অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে নি । কিন্তু ইসলামী আকিদার সার্থক অনুসারী এই মনীষী যে মনে প্রানে ছিলেন পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক

Dhaka University Institutional Repository

এ সহজ সত্যটি তাঁর বই ইশতেহারে কালের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ।

হাজার খানেকেরও বেশী মামলা তিনি করেছেন জমিদারদের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রেই উকিল মোক্তার উপযাচক হয়ে তাঁর মামলা পরিচালনা করতো । মাওলানার প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু জমিদার । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় , অধিকাংশ মামলায় মাওলানার পক্ষ সমর্থন করতো হিন্দু উকিল - মোক্তারেরা । কারন , মাওলানা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না । তাঁর আন্দোলন ছিল মজলুম কৃষকের জন্য । অনেক হিন্দু ও তাঁর ভক্ত ছিল । সে ভক্তির প্রকাশ তারা হাতে-কলমেই করতো । [২৪]

মাওলানার অসাম্প্রদায়িকতার নজীর অসংখ্য ইশ্‌তেহার থেকে নমুনা স্বরূপ কয়েকটির ফটোকপি এখানে পেশ করা হলো ।

২৪ঃ মুহিউদ্দীন খান , " মাওলানা শামছুল হুদা " ' অগ্রপথিক ' , ৬ই অক্টোবর' ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

"বিধির বিধান অনুসারে"

অচিরেই দুই বাংলা এক হইতে পারে—
বাংলাদেশের জনগণ হিন্দু-মুছলমান উভয়ই আশা করিতে পারেন।

ফলে স্বাধীনতাকামী সোহরাবর্দ্দীর কলিকাতাময় বৃহত্তর বাংলাদেশের স্বপ্ন ব্যর্থ না'ও হইতে পারে, যাহা আমরা সকলই কামনা করি।

আমি গোটা ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা চাই—যেমন সকলই চান। কিন্তু আমি ভারত উপমহাদেশ পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানে বিভক্ত হউক—ইহা চাইনি। কারণ, ইহা বৃটিশের প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের কুটনৈতিক চাল ছিল—যদ্বারা হিন্দু-মুছলমানের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া ভারতের স্বাধীনতা বানচাল করা হইবে—যেমন খাকছার দলপতি আল্লামা মাশরেকি ও তাই মনে করিতেন। কারণ, তাতে ভারত ও পাকিস্তানকে বৃটিশ কমনওয়েল্থ-এর অধীন করা হয়। সেই জন্য আমি পাকিস্থানকে ফাঁকিস্তান বা ফাঁকির দেশ বলি এবং এই সঙ্গে মিঃ জিন্নাহ্‌কে ভারতে বৃটিশের প্রধান চাঁই ইত্যাদি বলি। আমার সেকালের বিজ্ঞাপন সমূহ দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া "মিছে কেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ" 'পাকিস্তান না, ফাঁকিস্তান' বাংলা নহে স্বাধীন বাংলা চির পরাধীন ইত্যাদি কতগুলি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে স্পেশ্যালী স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্সের বিভিন্ন ধারা মতে আমার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বহু মোকদ্দমা আনিত হয়—যার ফলে জেল, জরিমানা এবং বিকল্পে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়া এক দীর্ঘকাল আমাকে কারাবরণ ও নির্বাসন ভোগ করিতে হয়। আজ এ পর্য্যন্তই।

বাংলাদেশের নগণ্য সেবক—
(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)
বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী,
প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি—বিভাগ পূর্ব তথা আমা হক,
সোহরাবর্দ্দী প্রভাবিত কলিকাতাময় বিরাট বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়াতে একটি মাত্র বাদ—আস্তিক বাদ !

(যাহা মনুষ্য জাতির যাবতীয় সমস্যা সমাধান করিতে পারে—আর নহে)

তাই বলি, দুনিয়াতে একটি মাত্র বাদ—আর সব বরবাদ।

বলিতে কি, আমরা হিন্দু-মুছলমান উভয়ই আস্তিক, নাস্তিক নহি। কারণ, আমরা হিন্দু-মুছলমান উভয়ই [supreme power] তথা সর্ব্ব শক্তিমানে বিশ্বাসী। অতএব আমাদের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে এমন কোন শক্তি এ দুনিয়াতে নাই। ইহা ধ্রুব সত্য। কারণ, "যথা ধর্ম্ম তথা জয়"। বলা বাহুল্য যে, আমাদের এখানেই শেষ নহে। আমরা হিন্দু-মুছলমান উভয়ই বেহেস্ত দোজখ তথা স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসী। শুধু ইহাই নহে, আমরা স্বর্গীয় পুস্তকাদিতেও আস্তাবান। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, আমাদের জন্মান্তর অতীব নিশ্চিত এবং আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার তথা কর্ম্মফল সত্য ও যথার্থ। এই সঙ্গে আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যুগে যুগে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন—ইহা চির সত্য। বলা বাহুল্য যে, এদের কেহ কেহ ভারত উপমহাদেশেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন—কোরানে এদের উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এদের কেহ কেহ বিশ্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও ছিলেন। যেমন, কেহ কেহ সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও ছিলেন। এই সঙ্গে ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ শুধু অঙ্ক জগতেই আসেন নাই। অধিকন্তু, আমরা ইহাও বিশ্বাস

[অপর পৃষ্ঠায় দেখুন]

Dhaka University Institutional Repository

করি যে, তিন প্রকার দেহ আছে। যথা :—মৃণ্ময় (Earthy)—মানুষ, জ্যোতির্ময় (Lighty) ও আগ্নেয় (Fiery)—সুরাসুর তথা ফেরেস্তা ও জ্বিন এবং এদের প্রত্যেকেই প্রাণী ও বিবেকী।

উপসংহারে ইহা না বলা সত্যের অপলাপ হইবে যে, কোরাণ বিশ্ব মানব জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ—সম্প্রদায় বিশেষের নহে। কারণ, এই মহা ধর্ম্মগ্রন্থে বিশ্বের গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—হে প্রিয় মানব জাতি। তোমরা সেই মহান প্রভুর উপাসনা করিবে, যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। কাজেই এই মহা ধর্ম্মগ্রন্থ বিশ্বের মানব জাতির ধর্ম্ম-কোষ হইবে—সম্প্রদায় বিশেষের নহে। এক কথায় আমরা একই ধর্ম্ম-গ্রন্থের অধীন এবং একই সর্ব্ব শক্তিমানে বিশ্বাসী।

অতএব আমাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবে এমন মকছুর কাহারও নাই। পার্শী স্বভাব কবি হাফেজ সিরাজীর দেওয়ান হাফেজ দ্রষ্টব্য—যাহার অনুবাদ আজ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় হয় নাই। তা'হলেও আমাদের বাংলাদেশের স্বনাম ধন্য কবি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার উহারই শতেক কবিতার সদ্ভাব শতক নাম করিয়া যথা :—

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

—এমি মধুর ভাষায় ভাবানুবাদ করিয়া এ মর জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিনীত—

(মওলানা) মোঃ শামছুল হুদা
(পাঁচবাগ)

কারুকী প্রেস, মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক হিন্দু-মুছলমান ভাইদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইবে, দেশকে রক্ষা করা—

হারাইয়া ফেলা নহে।

বলিতে কি, বাংলাদেশটা আমাদের বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে আমাদের নিজেদের দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে নিশ্চয়ই। ইহার পরও আমাদের শৈথিল্য ও অবহেলাতে আমাদের বন্ধুরাই বাংলাদেশটাকে তাহাদের কুক্ষিগত করিয়া নিবে, ইহা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিব না—পারিব না। তাই বলি; আমরা মুছলমান কেহই শত্রুদের পরোচনায় এক গুয়েমীর বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কাহারও ধর্মে অযথা হস্তক্ষেপ করিব না—করিব না। অর্থাৎ, আমরা মুছলমান, কখনও হিন্দু ভাইদিগকে পূজা পার্বনে বা মঠ-মন্দিরে উপাসনায় বাধা দিবনা। এমন কি তাহাদের উপাসনা স্থলে আমরা কিছুতেই ভিড় করিব না—যাহাতে তাহারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করিতে পারে। তেমনি তাহারা আমাদিগকে মসজিদে বা উপাসনা স্থলে নির্ব্বিঘ্নে আমাদের ধর্ম পালন করিতে বাধা দিবেন না। যাহার অর্থ এই যে; তাহারা মসজিদ বা নামাজের সম্মুখ দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবেন না বা তদরূপ কিছু করিবেন না—যাহা মু ছ ল মা ন দে র উপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে। যথা :—শোভাযাত্রা, কলরব ও হৈ চৈ ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, বিদেশী বৃটিশ সরকারও তৎকালে মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই ইহা আজ নুতন কথা নহে। আর আজ আমাদের স্বদেশ সরকার—এমতাবস্থায় আমাদের একথা সরকারকে বলাই নিস্প্রয়োজন ছিল। তা'হলেও উভয় পক্ষের কিছু সংখ্যক অর্ব্বাচীনদের জন্যই একথা বলিতে হইতেছে।

উপসংহারে একথা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, কলি যুগেও আমরা হিন্দু মুছলমান অন্যান্য জাতির সহিত তুলনামুলকভাবে স্ব স্ব ধর্মে অধিকতর আস্থাবান এবং ধর্ম প্রবন ইহা বিশ্বের সকলেরই স্বীকার্য্য বটে। বলা বাহুল্য যে এজন্য বাংলার [illegible] ধর্ম [illegible] বল [illegible]। ইতি—

Dhaka University Institutional Repository

হে বিজয়ী মাতাল দামাল ভাইয়েরা আমার !

...মরা সীমা লঙ্ঘন করিবে না, তোমরা কিছুতেই ক্ষমতার অপ-প্রয়োগ করিবে ... তোমরা প্রাচীন ভারতের কথা স্মরণ কর—কেমন করিয়া সিপাহীরা নিখিল ...য় করিয়াছিল এবং নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছিল। তারপর কি হইয়া ...বং কেন কি হইয়াছিল ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, তাহারা দেশ ...র উন্মাদনায় উন্মাদ হইয়া আত্মসমর্পণকারী নিরীহ ইংরেজদের আম-কাতল ...ভাবে ব্যাপক নরহত্যা) এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সকলের ... লুটপাট আরম্ভ করিয়াছিল—এক কথায় তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল ...ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়াছিল। তাতেই শেষ পর্য্যন্ত এদের পরাজয় হয়। ...তীতের কথা—তোমরা তোমাদের বর্তমান ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ কর, কিসে কি ... তোমরা কেমন করিয়া গণভোট হাসিল করিলে ? বলি, এটা তোমাদের ...সিক গণ আন্দোলন নহে কি ? আর এটা তোমাদের জয়ের-জয়-মহাজয় নহে ... অতএব তোমরা দিক-বিজয়ের উন্মাদনায় বেসামাল না হইয়া তথা অধীর না ...রং স্থিরধীরভাবে গণভোটে সর্ববাদী সম্মত আদর্শ গবর্ণমেন্ট গঠনপূর্বক পৃথিবীর ...তোমাদের অক্ষয়কীর্তি সৌধ স্থাপন কর—যাহার বিজয় পতাকা আবহমানকাল ... থাকিবে এবং এই সঙ্গে চিরদিন তোমাদের যশ ও খ্যাতি বিঘোষিত হইতে ...। এর বাড়া আমাদের আর কি চাই ?

উপসংহারে তোমাদিগকে আমার সতর্কবাণী, তোমরা সীমার ভিতরে থাকিয়া ...দের মিশন চালাইয়া যাইবে। কারণ, আল্লাহতা'লা সীমা লঙ্ঘনকারীদিগকে ...াসেন না। ইহা আমার কথা নয়— আল্লারই বাণী।

...ই সঙ্গে উত্তরোত্তর তোমাদের জয় কামনা করি। ইতি—

তোমাদের একজন ইষ্টকামী

বিনীত—

(মাওলানা) মোঃ শামছুল হুদা (পাঁচবাগ)

প্রেসিডেন্ট, ইমারত পার্টি।

...ী প্রেস, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

যে কোন বক্তব্যের ব্যাপ্তি মূলতঃ প্রচারের উপর নির্ভরশীল । আর এ প্রচার কে ত্বরান্বিত করতে প্রকাশনা মাধ্যম সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে । ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ হয় লেখায় । এ লেখাই ছাপার অক্ষরে কাগজের বুকে ভর করে চলে যায় দূর - দূরান্তরে , দেশ-দেশান্তরে ; লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানুষের ভাবনায় তোলে ব্যাপক আলোড়ন । তবে গণচিত্তকে আলোড়িত করতে পত্র পত্রিকার যে অবদান , এর শক্তি-সম্ভার কিংবা অনবদ্যতার সত্যিকার কোন বিকল্প নেই । সম্ভবতঃ এই সমযু অর্থবহতাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জননেতা মেধাবী সাধক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীকে পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছিল ।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী সেই তিরিশ দশকের উষালগ্নে নিজ গ্রাম পাঁচবাগে " শামসী প্রেস " নামে একটি ছাপাখানা চালু করেন । আপাত দৃষ্টিতে জটিল, সময়সাপেক্ষী ও বিরক্তিকর মনে হলেও এই প্রেস স্থাপনের অনেক আগে থেকেই তিনি শাসক-গোষ্ঠী দৃষ্ট তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন বৈরীতার বিরুদ্ধে নিজ হাতে ইশতেহার লিখে মসজিদে মসজিদে বিলি করতেন । সে সব হাতে লিখা ইশতেহারে জমিদারী জুলুম নির্যাতনের খবর সহ দেশবাসীর বিবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ থাকতো । এভাবেই শুরু হয়েছিল প্রতিবাদী মাওলানার বিতর্কিত সাংবাদিক জীবন । এর সঙ্গে ছাপার যান্ত্রিক সুবিধা তাঁর কর্মকান্ডে উৎসাহের জোয়ার আনে । ব্যাপকহারে ইশতেহার প্রকাশ করে তিনি দেশময় ছড়াতে লাগলেন । কিছুদিনের মধ্যে একটি পূর্নাঙ্গ পত্রিকাও বের করে ফেললেন । থানা সদর থেকে সাত মাইল দূরবর্তী পল্লীগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশ পেতে লাগল

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা মাসিক ' দ্বীন দুনিয়া' । অবাক হলো দেশবাসি: । বিস্ময়াভিভূত হলো শাসক গোষ্ঠী । অল্প কিছু দিন পরেই চালু করলেন উর্দু মাসিক ' তার্জুমানে – দ্বীন ' । প্রবল প্রতাপে চলতে লাগলো দু'টি পত্রিকা সেই সাথে অব্যাহত থাকলো ইশতেহার প্রকাশ সহ অন্যান্য প্রতিবাদী কর্মসূচী । আজ থেকে সাতান্ন বছর আগে গফর গাঁয়ের পাঁচবাগা থেকে প্রকাশিত মাসিক "দ্বীন –দুনিয়া " পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী আমার আলোচনার বিষয় । তিনি একধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং একজন জাদরেল রাজনীতিক ছিলেন।[২৫]

জনমানুষের সত্যিকার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এ সব পত্রিকা ও ইশতেহার সে যুগে অত্যান্ত গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রেখেছিল । ধর্মীয় বিধি বিধানের উপর লেখা মূল্যবান প্রবন্ধগুলো পাঠকদের আকর্ষণ করতো বেশী । আরবী জানা লোক তখন হাতে গোনা যেতো । কাজেই আরবী কিতাব থেকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের ভাবার্থ মাসিক দ্বীন-দুনিয়ার পাতায় পড়ার সুযোগ পেয়ে পত্রিকারটি পাঠক সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে । জমিদার মহাজন সাধারন জোতদারদের জীবন ও সম্পত্তির উপর অহেতুক অবিচার চালিয়ে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতো সে সব লোমহর্ষক বীভৎস কাহিনীও দ্বীন – দুনিয়ার পাতায় স্থান পেতো। মাসের বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন যায়গায় শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর বৃটিশ সরকারের মদদপুষ্ট জমিদারদের বেতন ভোগী হায়েনারা যে সব নির্দয় আচরণ করতো ' দ্বীন- দুনিয়ার ' বদৌলতে মাসান্তে তা অতি সহজেই মানুষের চোখে পড়তো । বোধ হয় এভাবেই জমিদার-বিরোধী আন্দোলনটি ব্যাপকতা লাভ করেছিল ।

বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগীর কলম ছিল সদা সোচ্চার। বৃটিশ উপনিবেশবাদের নিপাত কামনা করে প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই তিনি জ্বালাময়ী

২৫: মহব্বত হোসেন সিদ্দিকী : ' একজন পথিকৃৎ সাংবাদিক মাওলানা শামছুল হুদা পাচবাগী ", ' কালের কলম', (সাপ্তাহিক পত্রিকা) ইউনিয়ন পাবলিক্য) ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধ লিখতেন । প্রতিটি নিবন্ধে প্রতিবাদের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠতো । সুরধার এসব লেখা তখনকার সেই অবগুন্ঠিত সমাজে দারুন প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল । অশিক্ষিত লোকজন দলবেঁধে শিক্ষিত লোকের কাছে গিয়ে পত্রিকার খবর শুনে আসতো । এসব খবরা খবর তাদের মধ্যে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটাতো । আর এ জিজ্ঞাসা গুলোই পরে দানা বাধঁতে বাধঁতে চরম প্রতিবাদের ঢেউ তুলে । সাধারন মানুষ বুঝতে পারে তাদের অধিকারের কথা , দাবীর কথা । চেতনার এই পরিবর্তনে দেশময় গড়ে উঠে প্রতিবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আরবী মাসিক "মুজ্জাতুল ইসলামের "বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধ নিবন্ধ পড়ে মিশরের ঐতিহ্যবাহী আল- আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী মাওলানা পীরবক্সকে আরবী ভাষায় পন্ডিত বলে অভিহিত করেন । প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই দেশ বিদেশের গুরুত্ব পূর্ন খবরাদি ছাপা হতো । আমেরিকা, ইউরোপ , আরব, আফ্রিকা সহ পৃথিবীর মোটা মোটী সব অঞ্চলেরই উল্লেখ যোগ্য খবর পত্রিকা গুলোতে পাওয়া যেতো । বিজ্ঞ মাওলানা নিজের দেশের সমস্যার পাশাপাশি সারা বিশ্বের অপরাপর দেশ গুলোর সমস্যার কথাও চিন্তা করতেন । সবগুলো পত্রিকারই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজে । সম্পাদকীয় কলামে তাবৎ বিশ্বের জরুরী বিষয়াদির উপর তিনি খুব সূক্ষ্ম অথচ অর্থপূর্ন মতামত ব্যক্ত করতেন । " তর্জুমানে — দ্বীন " পত্রিকাটির উর্দূ উপস্থাপনা বহু উর্দূ-ভাষী পাঠক কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল । দেশ - বিদেশের আর্থ- সামাজিক রাজনীতির খবরাখবর ছাড়াও পত্রিকাটিতে ইসলামী দর্শনের উপর তাৎপর্যময় নিবন্ধ ছাপা হতো । উর্দূ শিক্ষিত বহু পাঠক পত্রিকাটির নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই মাওলানা পাঁচবাগীর অন্যায়-বিরোধী আপোষহীন প্রতিবাদী চেতনার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে । মানুষ কে তিনি ন্যায় -নীতি ও শান্তির স্বপক্ষে থাকার প্রেরণা দিয়ে আজীবন অসত্য , অ-নীতি ও অশান্তির বিরুদ্ধে লড়েছেন । গণ মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রশ্নে সারাজীবনই ভোগ করেছেন নির্যাতন- নিপীড়ন । পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বিরোধীতা করায় রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে মাওলানা পাঁচবাগীকে গ্রেফতার করা হয় এবং সাথে সাথে তাঁর প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করে প্রেসের যন্ত্রাংশ সহ যাবতীয় পত্র-পত্রিকা ও বইএর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কপি নিয়ে যাওয়া হয় । এর পর থেকে পত্রিকা প্রকাশে অনিয়ম দেখা দেয় । তবে দীর্ঘ মামলা মোকদ্দমার পর বন্দী জীবনের অবসান হলে পত্রিকা গুলো নিয়মিত প্রকাশ করতে না পারলেও সরকারের বিতর্কিত প্রত্যেকটি নীতির সমালোচনা করে দেশময় অসংখ্য প্রচারপত্র বিলি করেছেন আজীবন ।

বৃটিশ রাজত্বের নিগড় থেকে বাংলার স্বাধীনতা দাবীর সংগ্রাম মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর এই প্রেসটি এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক অবদান রেখেছে । পরবর্তীকালে " ফানুকী প্রেস " নামে পরিচিত সেই ঐতিহাসিক প্রেসটি এখন ময়মনসিংহ শহরের ১৮ নং মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোডে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে । আমাদের ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী বহু কীর্তিরই অবলুপ্তি ঘটেছে উপেক্ষা আর অবহেলায় । বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ এই প্রতিবাদী প্রেসটির ভবিষ্যৎও যেনো সেই অপধারায় গত হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে না যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদী এই দিব্যজ্ঞানী দরবেশ নেতা তাঁর জীবনের পুরো অংশকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মানবতার সংকট মোচনের আন্দোলনে। সেই আন্দোলনকে গতিময় করতে কামান -বন্দুকের বদলে তার হাতে ছিল অগ্নি-কলম। আজীবন লিখে গেছেন। প্রতিবাদ করে গেছেন। প্রতিপক্ষের আক্রমনের ভয় তাকে বিরত বা বিব্রত করতে পারেনি। লেখনির জোরে অবলীলায় মুক্ত হয়ে গেছে সব অনাচার-অবিচার। " কালির মূল্য রক্ত দিয়ে হয় না " সাংবাদিক পাঁচবাগীর কলমের আঁচড় এ সত্যটিকে পূর্ণবার প্রতিষ্ঠা করে তার জীবনকে ত্যাগের মহীমায় ভাস্বরতা দিল -যার উপমা জগতে বিরল। বর্তমান আপোষকামী সমাজে মাওলানা শামছুল হুদার মতো আপোষহীন, সংগ্রামী এবং সাহসী সাংবাদিকের বড় বেশী প্রয়োজন।[২৬]

২৬: মহব্বত হোসেন সিদ্দিকী :" একজন পথিকৃৎ সাংবাদিক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী " , ' কালের কলম, (সাপ্তাহিক পত্রিকা ইউনিয়ন স্মরনিকা) ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইশতেহার সাহিত্যের জনক

সাহিত্য সমাজ দর্পণ । এতে সামাজিক বাস্তবতার ঘাত -প্রতিঘাত প্রতিফলিত হয় । চলমান সমাজ ব্যবস্থার এই সূক্ষ্ম প্রতিফলন ধীরে ধীরে জনচিত্তে আলোড়ণ তুলে ব্যাপক গণ জাগরনের সূচনা করে । যুগে যুগে সাহিত্যের সকটি মাধ্যম গণ মানুষের চেতনা সঞ্চারে বিশেষ অবদান রেখেছে । এদিক থেকে ইশতেহার সাহিত্যের প্রতিবাদী সুর রাজনৈতিক প্রচারনায় একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য ।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীই প্রথম ইসতেহার সাহিত্য রচনায় হাত দেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৫টি ভাষায় ১০ হাজারেরও অধিক ইসতেহার প্রকাশ করেন ।[২৭]

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী ইসতেহার সাহিত্যের জনক । বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে তিনিই প্রথম প্রচারনার এই বেশেষ পদ্ধতিটির প্রচলন করেন । বৃটিশ শাসন আর জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য । সংক্ষিপ্ত ও তীর্যক ভাষায় লেখা সে সব ইসতেহারে মানুষ তাদের নিজেদের সমস্যার কথা দেখতে পেতো । ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এর কদর বাড়তে থাকে ।

তাঁর রাজনৈতিক হাতিয়ার ছিল ছোট ছোট মুদ্রিত ইসতেহার । এগুলি সংক্ষিপ্ত এবং তীর্যক ভাষায় রচিত হতো যে, প্রতিটি বিজ্ঞাপনই জনচিত্ত আলোড়িত করে তুলতো।[২৮]

সামাজিক অসাম্য আর অ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবদা করতেন ইশতেহারের মাধ্যমে । মানুষ এসব প্রচার পত্র থেকে ঘটমান বিষয়াদি সম্মন্ধে মাওলানা পাঁচবাগীর

২৭ঃ ইশতেহার প্রসঙ্গে 'দৈনিক মিল্লাতের'২৪-১-৮১ তারিখের মনুত।
২৮ঃ মুহিউদ্দীন খানঃ" মাওলানা শামছুল হুদা",অগ্রপথিক',৬ই অক্টোবর,১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যান ধারনা উপলব্ধি করতে পারতো । ঐ পরিস্থিতিতে এটা সাধারনত বিভ্রান্ত মানুষের মতামত গঠনে সাহায্য করতো ।

সে যুগে মাইকের ব্যবস্থা ছিল না । কাজেই হাজার হাজার লোককে একত্রিত করে বক্তৃতার মাধ্যমে মতামত গঠন ছিল পুরোপুরি দুঃসাধ্য ব্যাপার । কাজেই জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়াদি ইসতেহারের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া হতো । এ থেকে মানুষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাদের করনীয় নির্দেশ বুঝতে পারতো । ইসতেহার সৃষ্টির এটা বোধ হয় যুগোপযুগি এক কারন । পরবর্তীকালে মাইকের আমদানী হলেও মাওলানার ইসতেহার চর্চা অব্যাহত থাকে ।

মাওলানা পাঁচবাগী তাঁর দীর্ঘ জীবনে সকল সরকারের পক্ষপাত মুলক স্বার্থ - হাসিলকারী গণ বিরোধী ভ্রান্ত নীতির সাহসী সমালোচনা করেছেন । ইসতেহারের মাধ্যমে সরকারকে সড়াসড়ি চ্যালেঞ্জ গ্রহনের আহ্বানও জানিয়েছেন । সরকারের সমালোচনার জন্য রাজদ্রোহীতার অভিযোগে তাঁকে বহুবার জেল-হাজতে আটক করা হয়েছে । মাওলানা পাঁচবাগী এই ইশতেহার প্রকাশ ও প্রচারনার দায়ে জীবনে অনেক জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন ।

আত্মকেন্দ্রিক কোন কথা বা দাবী নয়, সাধারন মানুষের দাবী এবং অধিকারের কথাই তিনি ইসতেহারের পাতায় তুলে ধরতেন । যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে আপোষহীন এই দরদী সাধক নেতা সাধারন খেটে খাওয়া অভাবী দুঃস্থ মানুষের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন । প্রতিটি ইশতেহারের পাতায় পাতায় সেই একাকারের দৃশ্যই মূর্ত হয়ে আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক সব অবস্থার দিকেই তিনি নজর রাখতেন । কোন ব্যাপারে কোন গরমিল দেখাদিলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করতেন । মানব প্রেমিক মাওলানার সে সব প্রতিবাদ ইশতেহারে প্রকাশ পেয়ে মানুষের হাতে পৌঁছা মাত্রই গণজোয়ার শুরু হয়ে যেতো । দেশের মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার , রেলওয়ে ষ্টেশন, ফেরীঘাট প্রভৃতি স্থান সমূহে হাতে হাতে ইশতেহার প্রচার করা হতো । এসব ইশতেহার মানুষ খুব সমীহ করে সংরক্ষন করতো । মাওলানা সাহেবের প্রত্যেকটি কথাই মানুষের কাছে ছিল অমূল্য এবং অমীয় বাণী - যেনো সে সব কথার মধ্যেই লুপ্ত ছিল মুক্তির মূল মন্ত্র । পরবর্তী কালে এ অমোঘ সত্যটি অভ্রান্ত প্রমানিত হয়েছে । একুশ লাইনের একবাক্যে শেষকরা মাওলানা পাঁচবাগীর একটি ইংরেজী ইসতেহার ' ডেভিল এন্ড ইভিল পলিসি ইন পাকিস্তান ' দেখে তখনকার অনেক ইংরেজী শিক্ষক তাঁকে ইংরেজীর মাষ্টার বলে আখ্যায়িত করেছেন । তাঁর প্রকাশিত এবং প্রচারিত ইসতেহারের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার । বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ইসতেহার সাহিত্যের রচয়িতা ।[২১]

মাওলানা পাঁচবাগীর জীবনের কোন অংশই যেনো আরাম আয়েশের জন্য বরাদ্দ ছিল না । মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন সর্বদা । সাধারণ সরল অনাহারী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তাঁদের কাছাকাছি থেকে তিনি দ্বিধাহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন । অবহেলিত,অত্যাচারিত , নিঃস্ব মানুষের সার্বিক কল্যান সাধনই ছিল তাঁর জীবনের পরম কর্ম । এ মহতী কর্মের সুষ্ঠু সমাধানে তাঁর হাতে ছিল বাণীর মন্ত্র-ইস্তেহার ।

২১ঃ দুলাল বিশ্বাস, কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী,'
'এখনই সময়', ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যুৎসাহী পাঁচবাগী

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও জনাব পাঁচবাগী শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখতেন । দেশের বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করেছেন । দেশে বর্তমান শীর্ষস্থানীয় আলেম গনের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর শিষ্য । শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরনীয় । তাঁর প্রচেষ্টায় দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ।[৩০]

মাওলানা পাঁচবাগীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক গুলো প্রতিষ্ঠান জন্ম নিতে পেরেছে । তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত ১৯২১ সালের মাদ্রাসাটিকে " পাঁচবাগ ইস - লামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করেন । এই ভাবে অন্যান্য স্থান ছাড়াও খোদ পাঁচবাগেই তিনি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন । এখানে প্রতিষ্ঠান গুলোর নামোল্লেখ করা হলো ।

* পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
* পাঁচবাগ ইসলামিয়া হাই স্কুল
* পাঁচবাগ গার্লস হাই স্কুল
* পাঁচবাগ সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়
* পাঁচবাগ সরকারী প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়

এ ছাড়া তাঁর প্রচেষ্টায় অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে ।

---

৩০ : মাওলানা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : " মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী ", 'দৈনিক সংগ্রাম ', ২৩ শে অক্টোবর, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন -

* পাঁচবাগ পোষ্ট অফিস
* পাঁচবাগ জামে মসজিদ
* পাঁচবাগ ইসলামিয়া লাইব্রেরী
* পাঁচবাগ এতিমখানা ।

মাওলানা পাঁচবাগী মাদ্রাসা সংলগ্ন যায়গায় একটা প্রকান্ড ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছিলেন । সে যুগে মাদ্রাসা হিসেবে " পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার " গুরুত্ব ছিল আলাদা । সুদূর আসাম থেকেও ছাত্রিরা এখানে ভর্তি হতো ।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো । অনিয়ম কিংবা বিশৃঙ্খলার কোন সুযোগ এখানে ছিল না । ছাত্র-ছাত্রীদের কে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যদিয়ে চলতে হতো ।

মাওলানা পাঁচবাগী মূলতঃ জ্ঞান সাধক । তিনি যে 'ইসলামিয়া লাইব্রেরী ' গড়ে তুলেছিলেন তাতে প্রচুর সংখ্যক বই ছিল । মাওলানা পাঁচবাগীর ব্যক্তিগত পাঠাগারটীতে যে সব মূল্যবান বই ছিল , তা দেখে বিস্ময় জাগতো । প্রায় প্রতিদিনই তার নামে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে পুস্তকের পার্শেল আসতো।[৩১]

মাওলানা পাঁচবাগী সব গুলি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতার সঙ্গেই নিজেকে জড়িত রাখতেন । ছাত্র-ছাত্রীরা তন্ময় হয়ে তার পাঠ দানের কায়দা লক্ষ্য করতো ।

৩১: মুহিউদ্দিন খান : " মাওলানা শামছুল হুদা ", ' অগ্রপথিক ', ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারন প্রতিভাদীপ্ত এই মহান শিক্ষক তাঁর বক্তব্য কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন । তাঁর বুঝানো প্রতিটি পাঠ খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যেতো । এই ভাবে পাঁচবাগ থেকে বিরাট শিক্ষিত কর্মী বাহিনীর সৃষ্টি হয় । এ সব উদ্যমী কর্মীরাই পরবর্তীকালে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও জাতীয় উন্নয়নে অশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে ।

মাওলানা পাঁচবাগী সর্বদা শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলতেন । জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে সুশিক্ষার কোন বিকল্প নেই, মাওলানার বক্তব্য ছিল এ সত্যের পক্ষে ।তাই তিনি শিক্ষার প্রসার কল্পে শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত থেকেছেন । তাঁর এ আদর্শ দেশে বহু শিক্ষকের জন্ম দিয়েছে । মাওলানার আদর্শ ছিল সেবা । শিক্ষকতা কে তিনি সামাজিক সেবা হিসেবেই গ্রহন করেছিলেন ।

মাওলানা পাঁচবাগী জীবনে কোন সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন নি ।আজীবন সরকারের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করেছেন । নিজেকে সর্বাদাই নিয়োজিত রেখেছেন সামাজিক কর্মকান্ডের গুরু দায়িত্বের মধ্যে ।

মাওলানা পাঁচবাগী তাঁর ময়মনসিংহ শহরস্থ বাসা সংলগ্ন "রিয়াজুল জেনান " নামে একটি মহিলা মাদ্রাসা চালু করে ময়মনসিংহ শহর বাসী মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার পথ সুগম করে দেন । জীবনে তিনি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেন সবচেয়ে বেশী । আর সেক্ষেত্রে নারী শিক্ষাকে তিনি অধিকতর প্রয়োজন বলে মনে করতেন ।

বিদ্যুৎসাহী পাঁচবাগী আজীবন নিজকে নিয়োজিত রেখেছেন বিদ্যাচর্চায় । " তালাবুল এলমা ফারিজাতুন আলাকুল্লে মুসলেমিনা ওয়া মুসলেমাতি" (বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নারী এবং পুরুষের অবশ্য কর্তব্য) , " উৎলুবুল এলমা মিনাল মাহদে ইলাল লাহদে ওলাও কানা বিছচীন " (সুদুরচীন দেশে গিয়ে ও তোমরা বিদ্যা শিক্ষাকর) এ সব গুরুত্বপূর্ন হাদীসের অমীয় বানীকে মাওলানা পাঁচবাগী তার কর্মদিয়ে উজ্জ্বল করে গেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা পাঁচবাগীর অবদান ঃ

শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর শ্রদ্ধাভাজন সহযোদ্ধা মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ-গ্রহণ করেন ।[৫৮]

নিজ ভাষার প্রতি মাওলানা পাঁচবাগীর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। জীবনের প্রতিটিকাজে তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে গুরুত্ব দিতেন । অন্যান্য বেশ কয়েক-টি তাঁর পারদর্শিতা ছিল । বহুল প্রচারিত মাওলানা পাঁচবাগীর বাংলা ইসতেহার-গুলোতে বিষয়সমূহের অভিনব উপস্থাপনা তাঁর মাতৃভাষা-প্রীতিরই স্বাক্ষ্য বহন করে ।

মাওলানা পাঁচবাগী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই বৃটিশ শাসিত 'ভারত বর্ষ' থাকা কালেই । পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার আন্দোলনও তখন থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন । শত বাধার পাহাড় তাঁর দুর্বার গতিকে প্রতিরোধ করতে পারেনি । ত্যাগের আদর্শকে সামনে রেখে তিনি পথ চলেছেন অসংকুচে । ক্ষমতা-সানদের দাপটের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন আজীবন । অন্যায় আর অসত্যের কাছে নতি স্বীকার করেননি কোনদিন । প্রতিবাদ করে গেছেন সাহসের সাথে । বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্রান্তিকালেই এ নিঃস্বার্থ সেবকের যথার্থ অবদানে সমৃদ্ধ। আমাদের স্বাধীকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলনে মাওলানা পাঁচবাগীর ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট । একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকা ইতিহাসের এক অক্ষয় দলিল।

৫৮ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী সম্পর্কে দৈনিক মিল্লাতের' ২৪-১-৮১ তারিখের মন্তব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্ঠাবান মাতৃভাষা প্রেমিক :

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর পারিবারিক পরিবেশ ছিল ইসলামী আদর্শে গড়া । তাঁর পূর্বসূরীগণ সেযুগে আরবী, উর্দূ ও ফারসীর চর্চা করতেন। এ তিন ভাষায় লেখা প্রচুর বইপত্র তাঁদের সংগ্রহে ছিল । সম্ভবতঃ এ দৃশ্যই শিশু শামছুল হুদার কোমল চিত্তে জ্ঞানস্পৃহার বীজ রোপনে সহায়তা করেছিল । অন্য পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই কৈশোরেই তিনি প্রকান্ড সব কিতাবের গূঢ়ার্থের সাথে পরিচিতি লাভ করেন । কিন্তু তবুও আজীবন ইসলামী মূল্যবোধের ধারক মূলতঃ আরবী, উর্দূ , ফারসী শিক্ষিত এ জ্ঞান সাধক তাঁর মাতৃভাষা বাংলার অপরি - সীম গুরুত্ব, আকর্ষণ এবং আবেদনকে উপেক্ষা করতে পারেন নি ।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন । সেই সময় ঢাকার ঐতিহাসিক কার্জন হলে আয়োজিত এক সভায় তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করার মনোভাব প্রকাশ করলে সভাস্থলে হৈ চৈ শুরু হয় । ধীরে ধীরে সর্বস্তরের জনতা প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠে ।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী তখন রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ময়-মনসিংহে 'শহর জামানে' বন্দী । ঐ অবস্থাতেই তিনি গোপনে ইসতেহার ছেড়ে মাতৃভাষার উপর ক্ষমতাসীন সরকারের ঘৃণ্য চক্রান্তকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করার জন্য জনগণকে ডাক দেন । বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ময়মনসিংহের মানুষ । তাঁর ঐ সময়কার একটা ইসতেহারের শিরোণাম ছিল 'মোদের কপালে ছাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ।[৫৯]

৫৯ঃ দুলাল বিশ্বাসঃ কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী", 'এখনই সময়', ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

একজন মাদ্রাসা শিক্ষিত সুনামধন্য আলেম হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভাষা বাংলার সপক্ষে তিনি ময়মনসিংহের লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর লেখা বহু প্রচারপত্র সারা দেশ জুড়েই বিলি করা হয়েছিল। তখনকার মাদ্রাসাশিক্ষারমাধ্যম উর্দু হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত (পরে পাঁচবাগ সিনিয়র মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়) মাদ্রাসায় আগে থেকে বাংলা পড়ানো অব্যাহত রেখেছিলেন। এই মাদ্রাসায় সুদূর আসাম থেকেও শিক্ষার্থীর আগমন ঘটতো। বিদেশী ছাত্রদের থাকার সুবিধার জন্য তিনি একটি ছাত্রাবাস তৈরী করেছিলেন।

জিন্নাহ'র ঘোষণা প্রতিবাদী জনতার প্রতিবাদের মুখে স্তিমিত হয়ে পড়লেও '৫২ সালে সমস্যাটি আবার দানাবেঁধে উঠে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন পল্টনের প্রকাশ্য জনসভার উন্মুক্ত মঞ্চে পুনরায় ঐ ঘোষণার অবতারণা করলে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এবারেও শীর্ষ মাওলানা ইসতেহার ছেড়ে জনমনে অধিকারের নিষ্প্রভ প্রশ্নকে জীবন্ত করে তুলেন। দেশের ছাত্র-জনতা কাতারবন্দী হয় প্রতিরোধের দুর্জয় দুঃসাহসে। আর পরিশেষে দুঃসাহসই বিজয় লাভ করে।[৬০]

মাতৃভাষার প্রতি অনিমেষ শ্রদ্ধাশীল প্রতিবাদী পুরুষ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী শুরু থেকেই দূরাচার শাসক গোষ্ঠীর এদেশে উর্দু প্রচলনের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির যথার্থ বিরোধিতা করে এসেছিলেন।

৬০। মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জামাতা এডভোকেট আনোয়ার উল্লাহর দেয়া সাক্ষাৎকার। ১লা জুন, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের মুক্ত সেনা ঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী ছিলেন সাধারণ খেটে খাওয়া অবহেলিত, অবদলিত, নিরন্ন মানুষের প্রাণের প্রতিনিধি - আশা-ভরসার ধন। তাঁর আজীবনের নিঃস্বার্থ, নিরলস সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে অবিচার, অনাচার, দুর্নীতি আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। গাঁওগেরামের সরল মতি দরিদ্র-জনের সাথেই ছিল মাওলানার আত্মার সম্পর্ক। জীবনের কোন পর্যায়েই তিনি এইসব অনাহারক্লিষ্ট হতাশাচ্ছন্ন করুণ মুখচ্ছবির আবেদনকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

বিড়ম্বিত বাংলার উপদ্রুত জীবনে ৭১-এর মুক্তি সংগ্রাম এক বিষম অধ্যায়। পাষন্ড ক্ষমতালোভী অহংকারী ঘাতকের নির্মম পদচ্ছাপে বিদগ্ধ হয়েছিল এই বংগভূমের শাশ্বত শ্যামলিমা। খুন-রাহাজানি-জুলুম-নির্যাতনে জীবনের ভিত খসে গিয়ে এক চরম দুর্যোগের কালো মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছিল শহর- বন্দর-গ্রাম-গন্জ। রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ অনেকেই মারা পড়লেন, কেউ কেউ সংঘবদ্ধ হওয়ার নামে দেশান্তরী হলেন, কেউ কেউ আবার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার নীতি নিয়ে ঘাতকের সরল সহযোগী হয়ে গেলেন। চলতে লাগলো দমন, নিষ্পেষণ। গর্জে উঠলো মাওলানা পাঁচবাগী। ডাক দিলেন প্রতিবাদের, প্রতিরোধের। আতংকিত মানবতা যেন খুঁজে পেল আপন ঠিকানা।

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর অক্লান্ত পরিশ্রম নিশ্চিত মৃত্যু আর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে লক্ষ লক্ষ নিগৃহীত নিরপরাধ মানুষকে। তাঁর বাড়ীর বিরাট আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু-মুসলমান নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। এ বিশাল জনতার যুদ্ধকালীন নয় মাসের যাবতীয় পরিচর্যার গুরুভার তিনি নিজ হাতে তুলে নেন। ময়মনসিংহের খ্যাতনামা উকিল সুধাংশু বাবুর স্ত্রী ও কন্যাকে হানাদারদের ক্যাম্পে নিয়ে গেলে মাওলানা পাঁচবাগী তাদেরকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন। মাওলানার হস্তক্ষেপে বহু হিন্দু পরিবার যুদ্ধকালীন দুঃসময়ের দুরবস্থা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। গফরগাঁয়ের প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবার মাওলানা পাঁচবাগীর সেই দুঃসাহসী উদারতার কথা আজো ভুলতে পারেনি। গফরগাঁয়ের হিন্দু নেতা বাবু প্রভাত চন্দ্র পাল মাওলানা পাঁচবাগীর এসব কর্মকান্ডে অভিভূত হয়ে যথার্থই মন্তব্য করেছেন "তিনি মানুষ নন, দেবতা।"[৬১]

মাওলানা পাঁচবাগী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এক নিরাপদ আশ্রয়-উপযোগী পরামর্শদাতা। দলে দলে মুক্তিযোদ্ধারা চলে আসতো তাঁর দোয়ার আশায়। আর এ জন্য সারাক্ষণই বাড়ীতে কমপক্ষে চিড়া-মুড়ি তৈরী থাকতো। তিনি খেয়াল রাখতেন কোন মুক্তিযোদ্ধাই যেন অভুক্ত না যায়। দেখা যেতো গভীর রাতে বাড়ীর উঠানে বৃদ্ধ মাওলানা ভাত খাওয়াচ্ছেন ক্ষুধার্থ মুক্তিসেনাদেরকে।[৬২]

৬১ঃ গফরগাঁও বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সন্তুষ কুমার সাহার দেয়া সাক্ষাৎকারঃ ১০ই মে, ১৯৯০।

৬২ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা অধ্যাপক নাজমুল হুদার দেয়া সাক্ষাৎকারঃ ১১ই মে, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি-যুদ্ধের নয়টি মাস মাওলানা পাঁচবাগীকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। সারা এলাকা জুড়ে তিনি উল্কার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন । যেখানেই হাঙ্গামা , ধরপাকর, অত্যাচার সেখানেই মাওলানা । প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ভাষায় । অবাক বিস্ময়ে সাধু মাওলানার অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তানী পাষণ্ডরা ।[৬৩] শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর শ্রদ্ধাভাজন সহযোদ্ধা ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী বিগত দিনগুলোর মত স্বাধীনতার চূড়ান্ত যুদ্ধেও অভাবনীয় এবং দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখেছেন । গফর গাঁয়ের তদানীন্তন এম. পি.এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতা ও সংগঠকদের মত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সে সময় হাজার হাজার হিন্দুদের একমাত্র আশ্রয় দাতা ছিলেন মাওলানা পাঁচবাগী । তিনি সক্রিয়ভূমিকা না রাখলে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা এবং অসংখ্য অসহায় মানুষের জীবন বিপন্ন হতো । মাওলানা পাঁচবাগী নিজের জীবন বিপন্ন করে দুর্যোগের নয়টি মাস অসহায় মানুষদের সাহায্য করেছেন ।[৬৪]

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর রাজনৈতিক দর্শনছিল অধিকার-বঞ্চিত নিপীড়িত দরিদ্রজনের সার্বিক মুক্তি অর্জন । আর এ লক্ষ্যকেই তিনি করেছিলেন তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত । তিনি তাঁর বীরত্বপূর্ন দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে এই ব্রত পালনের মহান অঙ্গীকারকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ন করে গেছেন । কোন দুর্যোগ দুরুক্ষা ,দুঃশাসন কিংবা লোভ , লালসা, প্রলোভন তাঁকে কোন দিনই জন-মানুষের প্রত্যক্ষ সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি । বয়োবৃদ্ধ এই মহান সৈনিক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দুর্বিষহ

---

৬৩ : পূর্বোক্ত

৬৪ : আতাউর রহমান খান : " আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী ", ' বন্ধন ' (বিশেষ স্মরনিকা), ১৯৮১ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহূর্তে সাধারন নিরপরাধ ভয়ার্ত মানুষের পাশে থেকে গাঢ় তমসার মধ্যে দেখিয়েছেন আলোর সুস্পষ্ট রেখা ; নিরাশার দুয়ার ভেঙে এনেছেন আশার ডালি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সৌভাগ্য যে, জাতির চরম দুঃসময়ে এমনি একজন প্রতিভাময় প্রবাদ-পুরুষ কে তারা পেয়েছিলেন অভিভাবক-রূপে , নেতারূপে।আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা এই বিশাল-হৃদয় দরদীবীর পন্ডিত আমাদের আশীর্বাদ । মানুষের ভগ্ন চৈতন্যে তিনি এনেছিলেন আলোর বান আর এ আলোক-রশ্মির অকৃপণ বিচ্ছুরনে আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম হলো সার্থক , সফল - আমরা পেলাম স্বাধীনতার কাঙ্খিত আস্বাদ ।

Dhaka University Institutional Repository

শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে মাওলানা পাঁচবাগী

রাজনীতিতে মাওলানা শামছুল হুদা ছিলেন এক নিঃসঙ্গ পথিক। জীবনে তিনি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন বলে শুনি নি। নীতির প্রশ্নে বিশেষতঃ কৃষক সমাজের কল্যাণের খাতিরে তিনি গভীর সম্পর্ক রাখতেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল মাওলানা ভাসানীর সাথেও।[৬৫]

শেরে বাংলার সাথে মাওলানা পাঁচবাগীর সম্পর্ক এমন গভীর ছিল যে, অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাওলানা পাঁচবাগীর কোন অনুরোধ কখনো ফিরিয়ে দেন নি। এই সুবাদে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অনেকে বড় নেতা, প্রশাসক ও কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম তদানীন্তন পূর্ব পাক গভর্ণর মোনায়েম খান। শেরে বাংলা যখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মোনায়েম খান তখন ময়মনসিংহ শহরের একজন সাধারন উকিল। তিনি মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবগী সাহেবের একজন ভক্ত হিসেবে প্রায়শই তাঁর গ্রামের বাড়ী পাঁচবাগে আসতেন এবং আট গম্বুজ মসজিদের সামনের লিচুতলায় শুয়ে বসে থাকতেন। ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সভাপতি পদে প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন নিয়ে দেওয়ার জন্য মোনয়েম খান মাওলানা পাঁচবাগীকে বহুবার অনুরোধ করার পর তিনি শেরে বাংলাকে বলে খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেবের পরিবর্তে তাকে সভাপতি বানান। পরবর্তীতে গভর্ণর হয়ে এই মোনায়েম খান মাওলানা পাঁচবাগী-প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্র্যান্ট বন্ধ করে দেন এবং মাওলানা পাঁচবাগীর সকল কাজের বিরোধীতা করেন।[৬৬]

---

৬৫ : মুহিউদ্দীন খান " মাওলানা শামছুল হুদা", 'অগ্রপথিক' ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮।
৬৬ : দুলাল বিশ্বাস', " কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাচঁবাগী" 'এখনই সময়' ১৭ ই জানুয়ারী, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী নুরুল আমীন ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সভাপতি থাকা কালীন সময়ে বোর্ডের তহবিল সংক্রান্ত গোলযোগ প্রত্যক্ষ করার জন্য অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেব ময়মনসিংহে আসতে চাইলে "জেলা বোর্ডের পক্ষ থেকে, সমস্যার সমাধান আমিই করবো" বলে মাওলানা পাঁচবাগীর নামে তাঁর অজান্তে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয় । ফলে শেরে বাংলা তাঁর ময়মনসিংহ সফর বাতিল করেন ।[৬৭]

মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতার সময়ে হক সাহেব মাওলানা পাঁচবাগীকে দেখতে চাওয়ায় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ইয়াকুব মিয়া এবং আজিজুল হক নান্না মিয়া মাওলানা পাঁচবাগীকে তাঁর বাসা থেকে নিয়ে যান । শেরে বাংলা বিছানা থেকে উঠে মাওলানা সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বলেন ," আমার বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে। আপনি আমার জন্য এবং আমার সন্তানের জন্য দোয়া করুন । আপনার দাবী অনুযায়ী পূর্ব বাংলার মন্ত্রী সভায় শরীয়ত মন্ত্রীর পদটি সৃষ্টি করার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ।[৬৮]

শেরেবাংলা একে ফজলুল হক বহুবার মাওলানা পাঁচবাগীর গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন । নিচু তলায় বসে মাটির পাত্র কিংবা কলা পাতায় পরিবেশিত খিচুড়ীও খেয়েছেন । মাওলানা পাঁচবাগীর কোলকাতার বাসাতেও মাঝে মধ্যে হক সাহেবের আগমন ঘটতো । জরুরী পরামর্শ কোনটাই মাওলানা পাঁচবাগকে বাদ দিয়ে তিনি করতে চাইতেন না । তাই যখন তখন গাড়ি পাঠিয়ে মাওলানা সাহেবকে আনানোর ব্যবস্থা করতেন । হক সাহেব বহুবার মাওলানা পাঁচবাগীর ময়মনসিংহের

---

৬৭ : " ডাঃ উলফত রাণার লেখা মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর অপ্রকাশিত জীবনী " ,১৯৮৫ , পৃঃ -১৮ ।
৬৮ : পূর্বোক্ত ; পৃ - ১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাসায় ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন । হক সাহেব এ মাওলানা পাঁচবাগীর একান্ত আলাপ দীর্ঘক্ষন ধরে চলতো । হক সাহেব মাওলানা পাঁচবাগীকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন । হক সাহেবের সঙ্গে মাওলানা পাঁচবাগীর এই বন্ধুত্ব আজীবন অক্ষুন ছিল ।[৬৯]

মাওলানা পাঁচবাগীর প্রতি মাওলানা ভাসানীর অপরিসীম ভক্তি ছিল । ন্যায়- নীতি - সততার প্রসঙ্গ উঠলেই মাওলানা ভাসানী গফর গাঁয়ের মাওলানা পাঁচবাগীর উদাহরণ দিতেন ।[৭০]

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথেও মাওলানা পাঁচবাগীর অনুরঙ্গতা ছিল । মাওলানা ভাসানী পাঁচবাগী সাহেবের জীবনাচরণ কে ভালবাসতেন । উভয়ের মধ্যে বহু যায়গায় বহুবার মতবিনিময় হয়েছে । মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পল্টনের বিশাল জনসভায় নানা প্রসঙ্গে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর উপমা দিয়েছেন এবং গফর গাঁয়ে পার্টির মিটিং করতে এসে মাওলানা পাঁচবাগীকে লাল সালাম বলে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছেন । একবার ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস ময়দানের জনসভা শেষ করে শতাধিক রিক্সায় লাল পতাকার মিছিল সহ মাওলানা ভাসানী পাঁচবাগী সাহেবের ১০ নং ব্রাহ্মপল্লীস্থ বাসায় আসেন (তম্মধ্যে বর্তমান সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রিও ছিলেন ।) বিরাট কর্মী বাহিনীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ সহ পাঁচবাগী সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেন ," আমার ইসলামি বিশ্বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাকে দোয়া পরিচালনা করতে হবে ।

---

৬৯ : সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়ার দেয়ার সাক্ষাৎকার : ১৮ ই এপ্রিল, ১৯৯০।

৭০ : সাবেক প্রধান মন্ত্রী আতাউর রহমান খানের দেয়া সাক্ষাৎকর:২০শে মে,১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আশা করি আমার দাওয়াত কবুল করবেন । বয়সে আমি হয়ত বড় হতে পারি কিন্তু অন্য দিকে আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় ।[৭১]

মাওলানা ভাসানী পাঁচবাগী সাহেবকে অনুকরণ করতেন । পাঁচবাগী সাহেব কে কোন দিন কেউ লুঙ্গি-পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কোন জম-কালো পোষাকে দেখে নি । বড় বড় সভা সমিতি তো দুরের কথা এসেম্বলির অধিবেশনেও তিনি লুঙ্গি-পাঞ্জাবীই ব্যবহার করতেন । মাওলানা ভাসানী কেও আজীবন এই পোষাকে দেখা গেছে । উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল । হক সাহেব, মাওলানা পাঁচবাগী এবং মাওলানা ভাসানীকে এসঙ্গে বসে মিটিং করতে দেখা গেছে বহুবার ।তাঁদের মধ্যে মমত্ববোধ ছিল -হৃদ্যতা ছিল।[৭২]

জীবনে জিন্নাহ , জামদার ও আইয়ুব বিরোধী একহাজার একুশটি মামলায় বিজয়ী মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীকে দলমত নির্বিশেষে দেশের প্রয়াত শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ,শেখ মুজিবর রহমান, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ ,বিচার পতি আব্দুস সাত্তার, খান এ সবুর, নূরুল আমীন, মশিউর রহমান বিচার প্রতি আবু সাঈদ চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান, আর মালেক উকিল এবং বিচার প্রতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, শামছুল হুদা চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, জিল্লুর রহমান , কোরবান আলী, সৈয়দ আলতাব হোসেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, মির্জা গোলাম হাফিজ ,মৌঃআব্দুর রহীম , কাজী জাফর আহমদসহ সকল রাজনীতিবিদ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ।[৭৩]

৭২ঃ " সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক নান্না বরয়ার দেয়া সাক্ষাৎকারঃ ১৮ ই এপ্রিল, ১৯৯০ ।

৭৩ ঃ মহব্বত মোসেন সিদ্দিকী ঃ" একজন পথিকৃত সাংবাদিক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী" ' কালের কলম ', (সাপ্তাহিক পত্রিকা ইউনিয়ন স্মরনিকা), ১৯৮৭ ।

৭১ঃ উলফত রানার লেখা মাওলানা পাঁচবাগীর অপ্রকাশিত জীবনীঃ ১৯৮৫, পৃ, ১১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর ব্যক্তিগত জীবন ঃ

স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মনীষীগণের যথার্থ বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিচিতির বাইরেও একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে । সেই জীবনে তাঁর প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান মিলে । মাওলানা পাঁচবাগী বিরামহীন কর্ম, ত্যাগ ও সাধনার গুণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে প্রস্ফুটিত করে গেছেন ।

অভাবনীয় জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতা থাকার পরেও মাওলানা পাঁচবাগী অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন । চলাফেরা, খাওয়া-পরা এবং আচার-আচরণে তিনি সাধারণ মানুষের সত্যিকার নেতা ছিলেন । [৭৪] মাওলানা পাঁচবাগী জাকঁজমক পছন্দ করতেন না । কথা, কাজ, আচার-আচরণ সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন এক নির্ভেজাল সারল্যের প্রতীক । মাওলানা পাঁচবাগী বড় সাদা-মাটা জীবন যাপন করতেন এবং বিলাসী জীবন তাঁর অপছন্দ ছিল । [৭৫] মাওলানা পাঁচবাগীর জীবনে বিলাসিতার ধার ধারতেন না । তাঁর চাহিদা ছিল খুবই সামান্য । তিনি অল্পে তুষ্ট থাকতেন । জীবন ধারণের নিমিত্তে তাঁর কোন বাড়বাড়ি ছিল না । সর্বদা তিনি নিরবতা পছন্দ করতেন ।

---

৭৪ ঃ মুহিউদ্দিন খাঁন ঃ "মাওলানা শামছুল হুদা", 'অগ্রপথিক', ৬ই অক্টোঃ, ১৯৮৮।

৭৫ ঃ ২৮-১০-৮৮ইং তারিখের 'দৈনিক খবরে' প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের বক্তৃতার অংশ বিশেষ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হুদা রাজনৈতিক হজ্জ্ব-হাঙ্গামায় জড়িত হওয়ার পরও একজন আবেদ দরবেশের মতই জীবন যাপন করতেন । তাঁর জীবন যাত্রার মান একজন দরিদ্র কৃষকের চাইতে একটুও উপরে ছিল না । সাধারণ লুঙ্গি, খাটো কুর্তা এবং আধ-ময়লা একটা টুপি ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক পোষাক । কাঁধে একটা গামছা এবং শীতকালে একটা মোটা চাদর থাকতো । আচকান-পায়জামা কিংবা জমকালো কোন পোষাক পরিহিত অবস্থায় তাঁকে আমরা কোন দিন দেখিনি ।[৭৬] পোষাকপাতির প্রতি মাওলানা পাঁচবাগীর কোন বিশেষ পছন্দ ছিল না । অনেক সময় দেখা যেতো যে জামা উল্টা করেই পরে ফেলেছেন ।[৭৭]

মাওলানা পাঁচবাগী খাওয়া-খাদ্যের প্রতিও ছিলেন পুরোপুরি উদাসীন । বিশেষ কোন খাবারের প্রতি তাঁর আগ্রহ তেমন ছিল না । যা দেয়া যেতো হাসি-মুখে তিনি সকলকে নিয়ে তাই খেয়ে যেতেন । ভেতর বাড়ীতে বসে একা একা খাওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল না । সারাক্ষণই সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকার দরুণ কিছু না কিছু লোক সর্বদাই তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত থাকতো । খাওয়ার সময় হলে সকলকে-সহ তিনি খেতে বসতেন । কদাচিৎ ভেতর বাড়ীতে খেতে বসলেও সব বাচ্চাদের নিয়ে বসতেন ।[৭৮] তিনি মালাই চা এবং পুরি খেতে পছন্দ করতেন ।[৭৯]

৭৬ঃ মহিউদ্দিন খাঁন ঃ'মাওলানা 'শামছুল হুদা'', 'অগ্রপথিক', ৬ই অক্টোঃ, ১৯৮৮

৭৭ঃ গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ ফজলুল করিমের দেয়া সাক্ষাৎকার ; ১২ই মে, ১৯৯০

৭৮ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর কন্যা খালেদা খানমের দেয়া সাক্ষাৎকার ; ১ই জুন, ১৯৯০

৭৯ঃ গফরগাঁয়ের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক জনাব আঃ ছাত্তারের দেয়া সাক্ষাৎকার ; ১০ই মে, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চাদের নিয়ে পড়াতে বসতেন। তাঁর পড়ানোর কায়দা ছিল গল্প বলার মতো। প্রতিটি বিষয়কেই তিনি গল্পের মতো করে উপস্থাপনা করতেন। ফলে দুর্বোধ্য বলতে কিছু অল্প থাকতো না। একটা বাংলা শব্দের পাশাপাশি তিনি ইংরেজী, উর্দু, আরবী, ফারসী শব্দ লিখে দিতেন। এতে করে একই শব্দের বিভিন্ন ভাষাভাষি শব্দসমূহ সহজেই জান হয়ে যেতো। অসাধারণ মেধা সম্পন্ন এই মনীষী নির্দ্বিধায় বি, এস, সি, ক্লাসের জটিল গাণিতিক সমস্যারও সমাধান করে দিতে পারতেন। [৮০]

মাওলানা পাঁচবাগী কথায় কথায় রসিকতা করতেন। বাচ্চাদের সংগেই তাঁর ভাব ছিল বেশী। কখনো তিনি শুয়ে থাকলে বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে তাঁর মাথায় বিশেষ কায়দায় শরিষার তেল মেখে দিতে বলতেন। তাঁর প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে তিনি অসম্ভব আদর করতেন। নাতী-নাতনীদের প্রতিও ছিল তাঁর নিবিড় টান। বাচ্চাদের শাসন করতে গিয়ে ধমক দিলেও পরক্ষণে আবার রসিকতার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফেলতেন। [৮১]

নানা বিপদে পড়ে হাজার হাজার মানুষ আসতো মাওলানা সাহেবের বাড়ীতে। শুক্রবার দিনই ভীড়টা হতো সব চাইতে বেশী। এই সব আগন্তুকের জন্য ছিল মুসাফিরখানা। ছিল লঙ্গর। মাটির পাত্রে পরিবেশন করা হতো খানা। হয়তো বা সামান্য একটু খিচুড়ী অথবা শুধু ভাতডাত। মাওলানা নিজেও আগন্তুকদের সাথে এ খাদ্যই গ্রহণ করতেন। বাড়ীর ভেতরে তাঁরজন্য আলাদা কোন খাদ্য পাক করা হতো না। [৮২]

৮০ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী-তনয়া মাজেদা খাতুনের দেয়া সাক্ষাৎকার; ১লা জুন, ১৯৯০

৮১ঃ মাওলানা পাঁচবাগী-তনয়া সাজেদা সুলতানার দেয়া সাক্ষাৎকার; ১৭ই জুলাই, ১৯৯০

৮২ঃ মুহিউদ্দিন খাঁনঃ "মাওলানা শামছুল হুদা", 'অগ্রপথিক', ৬ই অক্টোঃ, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বৈষম্যকে তিনি জয় করতে পেরেছিলেন । তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বধর্মে ধার্মিক । অনেক হিন্দু বাড়ীর চিড়া-মুড়িও তাঁকে নিঃসংকোচেখেতে দেখা গেছে ।[৮৩]

মাওলানা পাঁচবাগীর তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সব কাজ নিজে করতে চাইতেন । তাঁর এসব কাজে কেউ সাহায্যের হাত বাড়ালে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি সব সময় চাইতেন যে, তাঁর কোন আচরণে কেউ যেন কষ্ট বা বিরক্ত বোধ না করে । তিনি খুব অল্প খেতেন, কম ঘুমাতেন । ইবাদতই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । তাঁর চরিত্র ছিল সুন্নতি আখলাকে পরিপূর্ণ।[৮৪]

মাওলানা পাঁচবাগী বলেছিলেন, "যারা আমাকে নির্বাচিত করেছে তাদের সাথে লুঙ্গি পরে ভোট প্রদান করেছে । তাদের প্রতিনিধি হয়ে অন্য পোষাকে আমি সংসদে বসতে পারিনা ।" এধারে প্রায় ত্রিশ বছর বৃটিশ ভারতের সংসদে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী পরে সত্যিকার বাঙ্গালীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৮৫] তাঁর ব্যক্তিত্বের তুলনায় একটা এম্. এল. এ., এম. এন. এ. বা এম. পি. এ.'র পদ ছিল নিতান্তই সাধারণ । তিনি ছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষের পরম শ্রদ্ধেয় বিপদের বন্ধু, প্রাণপ্রিয় মুর্শেদ—এক অসাধারণ নেতৃপুরুষ।অতি সাধারণ মানুষও তাঁর প্রতি আস্থা রাখতো। তিনিও সাধ্য মতো সে আস্থা বজায়ে সচেষ্ট ছিলেন আজীবন ।[৮৬]

৮৩ঃ গফরগাঁও বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সন্তোষ কুমার সাহার দেয়া সাক্ষাৎকার; ১০ই মে, ১৯৯০

৮৪ঃ গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী শিক্ষক জনাব মহিউদ্দিন আহমদের দেয়া সাক্ষাৎকার; ১১ই মে, ১৯৯০

৮৫ঃ উলফত রানাঃ"হৃদয়ে রণাঙ্গন"১৯৮৮, পৃঃ ৬৮-৬৯

৮৬ঃ মুহিউদ্দিন খানঃ"মাওলানা শামছুল হুদা", 'অগ্রপথিক', ৬ই অক্টোঃ, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপই অনুকরণ এবং অনুস্মরণযোগ্য । তিনি ছিলেন মানবীয় জ্ঞান ও গুণের উর্ধ্বে সত্যনিষ্ঠ এই সাধক-পুরুষের দায়িত্ববোধ আর কর্তব্যজ্ঞান ছিল খুবই প্রখর । জীবনকে তিনি সকল বৈষয়িক আবিলতা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন । অসাধারণ স্মরণ শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি । তাঁর অনুরাত্মার সর্বাংশ জুড়েই ছিল মমত্ব আর মহত্বের নির্যাস। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদজনিত সংকীর্ণ প্রতিবন্ধকতা তাঁর ব্যক্তি জীবনের কোন পর্যায়কেই প্রভাবিত করতে পারেনি । তাঁর চলার পথ পুরোপুরি কন্টকমুক্ত ছিল না, কিন্তু সে সব কন্টক কোনদিনই এই আত্ম-প্রত্যয়ী সাধুর গতিরোধে যথেষ্ট ছিল না । অসাধারণ হয়ে সাধারণের সংগে এইভাবে মনে-প্রাণে মিশে থাকার নজীর খুব কমই আছে।

মাওলানা পাঁচবাগীর সন্তান-সন্ততি ঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সকলেই বাংলা-ইংরেজী ও আরবী-উর্দু মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত । এখানে জন্মের ধারাক্রমে তাঁদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো ঃ-

১। মোঃ আবুবকর সিদ্দিকঃ ১৯৪৬ সালে কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামেল (মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন) পাশ করেন । দীর্ঘদিন ধরে তিনি পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন । প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এই আলেম পিতার অবর্তমানে মসজিদ ও প্রতিষ্ঠানাদি সংরক্ষণ, দূর-দূরান্ত থেকে আগত রোগীর ব্যবস্থা বিধান এবং নামাজের ইমামতীসহ অন্যান্য সামাজিক কর্মাদি নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

২। মোছাম্মাৎ রাশেদা বেগমঃ তিনি আলেম পর্যন্ত পড়ালেখার পর সাংসারিক দায়-দায়িত্বের চাপে আর এগুতে পারেন নি ।

৩। মোছাম্মাৎ মাজেদা খাতুন ঃ বি.এস.সি. পাশ করে বহুদিন দেশের একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠ 'ভারতেশ্বরী হোমস'-এ শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে জামালপুর জেলা সদরের একটি প্রসিদ্ধ কিন্ডারগার্টেন-এর সংগে জড়িত আছেন ।

৪। মোঃ ছালাউদ্দিনঃ বি.এ.বি-এড.; ময়মনসিংহ শহরস্থ চরপাড়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন ।

৫। মোছাম্মাৎ খালেদা খানমঃ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মাওলানা যিনি ১৯৬৫ সনে কামেল পাশ করেন । তখন মহিলাদের কামেল পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ ছিল না । মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী সরকারের সংগে মামলার মাধ্যমে এই অধিকার আদায় করেছিলেন । পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে এম.এ. পাশ করেন । এই কৃতি মহিলা দীর্ঘদিন কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুলের 'হেড মাওলানা' হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে উপ-পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত আছেন ।

৬। মোছাম্মাৎ সাজেদা সুলতানা ঃ বি.এ.বি-এড.; ঢাকা শহরে বেশ ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন । বর্তমানে কামরুন্নেছা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষিকা ।

৭। মোহাম্মাদ আসাদ-উদ-দৌলা ঃ ১৬-১৭ বছর বয়সে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন-কালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান ।

৮। মোঃ আবুল হাছ ঃ ফাজেল পাশ করে বর্তমানে পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহ শহরের ব্রাহ্মপল্লীস্থ বাসা সংলগ্ন 'রিয়াজুল-জেনান মহিলা মাদ্রাসা'র অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ।

৯। মোছাম্মাৎ সামছুন্নাহার বেগমঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. এবং ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স পাশ করে গফরগাঁও মহিলা মহাবিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন । বর্তমানে তিনি আমেরিকায় কর্মরত ।

১০। মোঃ শামছুল আলম ঃ কামেল, ইংরেজীতে এম. এ. প্রথম পর্ব সমাপ্ত করে-ছিলেন । বর্তমানে পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন।

১১। মোছাম্মাৎ রাজিয়া সুলতানা ঃ আলেম, আই. এ. ময়মনসিংহ শহরস্থ 'রিয়াজুল -জেনান মহিলা মাদ্রাসা'র সাথে জড়িত ।

১২। মোছাম্মাৎ রায়হানা বেগম ঃ বি. এ. ফাজেল; ময়মনসিংহ শহরস্থ 'রিয়াজুল-জেনান মহিলা মাদ্রাসা'র সাথে জড়িত ।

১৩। মোছাম্মাৎ মার্জিনা খাতুনঃ এম. এ. বি - এড. ফাজেল; ময়মনসিংহ শহরস্থ 'রিয়াজুল-জেনান মহিলা মাদ্রাসা'র সাথে জড়িত ।

১৪। মোঃ সিরাজ-উদ-দৌলা ঃ বি. এ.; বর্তমানে কৃষি ব্যাংকে কর্মরত ।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর আর এক উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরী ডাঃ উলফত রানা । অতি অল্প বয়সেই সমূহ সাফল্যতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক তাঁর লেখা উপন্যাস 'হৃদয়ে রণাঙ্গন ' জাতীয় সংসদেও আলোচিত হয়েছে । সমাজ সেবা, সাহিত্য ও সাংগঠনিক সৃজনশীলতার জন্য বাদশাহ ফয়সল পুরস্কারসহ পাঁচ পাঁচটি জাতীয় পুরস্কার তাঁর অসাধারণ মেধা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকৃতি বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর আধ্যাত্মিক জীবন

আল্লাহ ও রাসুলের আজীবন আশেক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী ইহ জাগতিক বন্ধনের ক্ষুদ্রসীমার সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে অসীমে বিলীন হওয়ার বিস্ময়-কর অবিনাশী ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন । এই ক্ষমতাগুণে অতি সহজেই তিনি বহু অসাধ্য সাধন করে গেছেন । রহস্যকে সহজ করার এক অদ্ভুত শক্তি ছিল তাঁর । আর এ জন্যেই তিনি মর্তলোকে থেকেও স্বর্গলোকের অভিজ্ঞতাকে অবলীলায় গোপন রাখতে পেরেছেন । সারা জীবন তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের আবরণে তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গীয় অবস্থানকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছেন । প্রচার বিমুখ এই নেপথ্য নায়কের জীবনে দুঃসাধ্য বলে কিছু ছিল না । হাত-পা শেকলে বাঁধা মস্তিষ্ক বিকৃত বহু পাগলকে তাঁর সামান্য দুধপড়া ও তাবিজের গুণে খুব কম সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দেখা গেছে । মানুষের ব্যক্তিগত জটিল ব্যাধির সহজ নিরাময়ও ছিল তাঁর হাতে। তাঁর এই অসাধারণ অপার্থিব ক্ষমতা সামাজিক অসন্তোষ দমনেও ব্যবহার হয়েছে।[৮৭]

ভক্তসহ সাধারণ মানুষ তাঁকে হুজুর বলে সম্বোধন করতেন । মাওলানা পাঁচবাগীর মনে ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি ।[৮৮]

৮৭ঃ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ৪র্থ স্ত্রী জাহানারা বেগমের দেয়া সাক্ষাৎকারঃ ৭ই আগস্ট, ১৯৯০ ।

৮৮ঃ ২৮-১০-৮৮ তারিখের দৈনিক খবরে প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বক্তৃতার অংশ বিশেষ ।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচবাগের মাওলানা শামছুল হুদা ছিলেন এমন একজন দরবেশ আলেম এবং রাজনীতিক যাঁকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস তত্ত্ববিদ ইবনে খালদুনের মতে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার পরই মানুষ কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়।[৮৯]

মাওলানা সাহেব হাজারের উপর মামলা করেছেন। কিন্তু কোন মামলাতেই তিনি পরাজিত হননি। এটাও ছিল এক আজব রহস্য। এ বিষয়-টাকে সবাই মাওলানার একটা কারামত বলে গণ্য করে। আমরা যখন তাঁর মাদরাসায় পড়াশুনা করি সে সময়টাও ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। দেখতাম কয়েক জন লোক সব সময় মসজিদে বসে থাকতো। এরা তেতুল বাঁচি, সিমের বাঁচি এসব নিয়ে সারাদিন আল্লাহর নাম জপ করতো। অধিকাংশ সময়ই আসর বাদ মোনাজাত হতো। আমাদের তরল মনে সে মোনাজাত ছিল একটা আতংকের বিষয়। কারণ দীর্ঘ এ মোনাজাতে মাওলানা সাহেবের হৃদয় নিংড়ানো আহাজারীর মর্ম উপলব্ধি করার মতো বয়স তখনও আমাদের হয়নি। আমরা তখন হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ক্লেশটুকুই বুঝতাম। পরে বুঝেছি, দুর্দান্ত প্রতাপ আবরাহা বাহিনীকে যেমন আবাবীল পাখির ঠোঁটে বহন করে এক একটা ছোট্ট পাথর কণা মারাত্মক বোমা হয়ে ধ্বংস করেছিল, মাওলানা শামছুল হুদার সেই তেতুল বাঁচির, সীম বাঁচির বোমাগুলিও বুঝি তেমনি জীবন্ত ছিল।[৯০]

৮৯ঃ মুহিউদ্দিন খান ঃ"মাওলানা শামছুল হুদা", 'অগ্রপথিক', ৬ই অক্টোঃ, ১৯৮৮।
৯০ঃ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশের জ্যোতি এই নিরলস সংগ্রামী আধ্যাত্মিক প্রতিভার প্রতিবেশী ,অনুসারী, গুণগ্রাহী, আত্মীয়-পরিজন, ভক্ত এবং পত্নীগণ তাঁর বহু রহস্যপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন । মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ব্যবহারিক জীবনের সেইসব ঘটনা আজ কিংবদন্তী , যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সত্য সাধনার এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার জোর দাবী রাখে ।

মাওলানা পাঁচবাগীর জীবনের অলৌকিক সে সব কাহিনীর বিশাল ভান্ডার থেকে হাতে গোণা কিছু ঘটনার বিবরণ এখানে পত্রস্থ হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

এক সাধু পুরুষের সাক্ষাৎলাভ :

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ৮/৯ বছরের বয়সের এক অভিজ্ঞতা। একদিন তিনি বাড়ীর উঠানে তাঁর পিতার সাদা ঘোড়াটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় পাকাদাঁড়ি সমেত সাদা পোষাক পরিহিত পাগরীওয়ালা যষ্ঠিধারী এক উজ্জ্বল ব্যক্তি দন্ডায়মান বালক শামছুল হুদার কাছে সরাসরি ঘোড়াটি চেয়ে বসলেন। বালক শামছুল হুদা ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিয়ে সবিনয়ে জবাব দিলেন, "ঘোড়াটি যেহেতু আব্বার, কাজেই আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসি।" আগন্তুক ব্যক্তিটি তখন বালকের গতি রোধ করে স্মিতহাস্যে বললেন, "তা'হলে কি তোমার হলে ঘোড়াটি আমাকে দিতে ?" শান্ত বালক শামছুল হুদা তখন দ্বিধাহীনচিত্তে জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই"। কিছুক্ষণের মধ্যেই উজ্জ্বল পুরুষটি বালক পাঁচবাগীকে ভেতর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তিটির সাথে পাঁচবাগী সাহেবের অনেক বারই দেখা হয়েছে। শুনা যায় ইনিই পুণ্যাত্মা জিন্দাপীর খিজির (আঃ)।

(মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জামাতা
এডভোকেট আনোয়ার উল্লাহর সৌজন্যে)

Dhaka University Institutional Repository

মশাখালী রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন থেমে থাকার ঘটনা ঃ

জমিদারী বিরোধী এক জরুরী মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু লোক জন সহ মাওলানা পাঁচবাগী সাহেব "মশাখালি" রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন । কিন্তু পথে সেদিন কোন যানবাহন না থাকায় তাঁদের "মশাখালি" পৌছুঁতে বেশ দেরী হয়ে গেল । অনেকে ভাবলেন এতক্ষণে ট্রেন হয়তো চলেই গিয়েছে । হুজুর কথা বলতে বলতে নিঃসঙ্কুচে চলতে লাগলেন । শেষে স্টেশনে দেখা গেল ইঞ্জিন সচল থাকা সত্ত্বেও কি এক অজ্ঞাত কারণে ট্রেন চলতে পারছে না । কিন্তু হুজুর টিকিট নিয়ে লোকজন সহ ট্রেনে উঠা মাত্রই ধীরে ধীরে ইঞ্জিনের গতিবেগ বাড়াতে লাগলো এবং তাঁরা ময়মনসিংহে পৌঁছে মামলার কাজ সারতে পারলেন ।

(মাওলানা পাঁচবাগীর ভক্ত দিগলবাঁক গ্রামের মোঃ মাজম আলীর সৌজন্যে)

সুপারী গাছে চোর আটকে থাকার আজব ঘটনা ঃ

পাঁচবাগী সাহেবের বাড়ীর চারপাশ ঘিরে বেশ কিছু সুপারী গাছ রয়েছে। একদিন ভোর রাতে বাইরে বেরুতেই তাঁর নজর গেল গাছের দিকে । তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে গাছের উপর একটি লোক বসে আছে । নির্বাক স্থির হয়ে বসে থাকা লোকটি হুজুরের ইঙ্গিত পেয়ে ধীরে নেমে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হল । কোন কটুক্তি না করে তাড়াতাড়ি তিনি লোকটিকে বিদায় করে দেন ।

Dhaka University Institutional Repository

(মাওলানা পাঁচবাগীর ভণ্ড এবং পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ডিএলভূমি গ্রামের আহাম্মদ আলী মৃধার সৌজন্যে)

লাউ থেকে হাত ছুটাতে না পারা এক চোরের কাহিনী ঃ

পাঁচবাগী সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব কোণায় একটি পাগারের উপর মাচা করে লাউ গাছ লাগানো হয়েছিল । একদিন ফজরের নামাজান্তে লাউ গাছের কাছে এসে হুজুর এক ব্যক্তিকে একটি লাউ স্পর্শকর অবস্থায় পানিতে দন্ডায়মান দেখতে পেলেন । তৎক্ষণাৎ তিনিও পানিতে নেমে লোকটিকে উপরে নিয়ে আসেন । লোকটি লজ্জিত হয়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাইলে হুজুর তাকে ক্ষমা করে দেন । (মাওলানা পাঁচবাগীর ভণ্ড গফরগাঁও চর এলাকার কান্দু শেখের সৌজন্যে)।

হুজুরের ঘরের সামনে সদাই ভর্তি খাচাসহ এক চোরের আগমন ঃ

পাঁচবাগী সাহেব তাঁর এক ছোট ভাইকে বাজারে পাঠালেন । কিন্তু বাজার থেকে খালি হাতে ফিরতে দেখে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন । তখন তাঁর ছোট ভাই বললেন যে, সদাইয়ের খাচাটি পাশে রেখে অন্য আর একটি সদাই নিয়ে পাশ ফিরে আর খাচাটি খুঁজে পাওয়া গেল না । যা হোক ঐদিনই ভোর রাত্রে সদাই ভর্তি খাচা মাথায় এক লোক পাঁচবাগী সাহেবের থাকার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির । হুজুর ঘর থেকে বের হলে লোকটি পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল । তিনিও লোকটিকে ক্ষমা করে বিদায় দিলেন । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভণ্ড এবং পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক আহাম্মদ আলী মৃধার সৌজন্যে)।

Dhaka University Institutional Repository

পিঠা খাওয়ার ঘটনা ঃ

নূরুল আমীন, মোনায়েম খান ময়মনসিংহের প্রমুখ নেতা তাঁদের বিভিন্ন তদবীর নিয়ে প্রায়শঃই পাঁচবাগী সাহেবের গ্রামের বাড়ীতে চলে আসতেন । একদিন আরও কিছু লোকজন সহ তারা পাঁচবাগী সাহেবের "লিচুতলায়" কথাবার্তা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন এমন সময় কে একজন কিছু খাওয়া -দাওয়ার জরুরতপ্রকাশ করে বসলেন । পাঁচবাগীসাহেব বাড়ী থেকে কিছু পিঠা এনে দিয়ে তাঁদেরকে তা খেতে বললেন । সামান্য ক'টা পিঠা দেখে অনেকেই ক্রোধ চাপতে না পেরে বলে উঠলেন "গফরগাঁও গিয়েই খাওয়া-দাওয়া করা যাবে ; হুজুরকে আর খামাখা কষ্ট দেয়া কেন ; তা'ছাড়া এ অল্প পিঠাতে এত লোকের খিদে . বারণ হওয়াও অসম্ভব।" কিন্তু পরে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়ার পরও দেখা গেল যে পিঠা শেষ করা যাচ্ছে না । উপস্থিত সকলেই অবস্থা দর্শনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন । এক পর্যায়ে পিঠার উপর দিয়ে হুজুর হাত ঘুরিয়ে দেন । এর পর ধীরে ধীরে পিঠা শেষ হয় । (গফরগাঁয়ের বিশিষ্ট প্রবীন সাংস্কৃতিক সংগঠক আঃ ছাত্তারের সৌজন্যে)

কেরামাত পরীক্ষা ঃ

একবার গফরগাঁও রেওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এক হোটেলে ট্রেনের অপেক্ষায় বেশ কিছু ভক্তজনসহ পাঁচবাগী সাহেব বসে আছেন । এঁদের মধ্যে একজন ভক্ত পূর্ণ খবর জানতে পেরেছিলেন যে, হুজুরের পকেট আজ একেবারে খালি,

Dhaka University Institutional Repository

যে জামা পরে তিনি এসেছেন তার পকেটে কোন টাকা কড়ি নেই । ভক্তের মনে হুজুরের কেরামতি দেখার ইচ্ছা জাগলো । অন্য সকলকে রাজী করে ভক্তটি তাদেরকে কিছু খাওয়ানোর জন্য হুজুরের প্রতি অনুরোধ রাখলেন । কথামত হুজুরও খাবারের অর্ডার দিলেন । খাওয়া শেষ হলে হুজুর পকেটে হাত দিয়ে ম্যানেজারকে কিছু টাকা দিলেন । ম্যানেজার গুণে দেখলো হুজুরের দেয়া টাকার সাথে বিলের পরিমাণ মিলে গেছে । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁ চবাগীর ভাতুষ্পুত্র ও জামাতা অধ্যাপক নাজমুল হুদার সৌজন্যে)।

গফরগাঁও বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাবু সন্তোষ কুমার, যাহার সাথে মাওলানা পাঁচবাগী সাহেবের দীর্ঘকালের সুসম্পর্ক ছিল । এই সন্তোষ বাবুর স্মৃতিত পাঁচবাগী সাহেবের অনেক কাহিনী জমা আছে । এখানে মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো। --

স্বাধীনতার ভবিষ্যদ্বাণী ও সন্তোষবাবুর বিপদ মুক্তির ঘটনা ঃ

মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে সন্তোষ বাবু একদিন হুজুরকে কিছু না জানিয়ে গোপনে ভারতে চলে যাবার উদ্যোগ নিয়ে নৌকা ভাড়া করলেন । ঠিক হলো সন্ধ্যার পর একটু অন্ধকার হলেই তারা রওয়ানা দিবেন । কিন্তু হুজুরও সেদিন মাগরেবের নামাজের পরে পরেই সন্তোষ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির । এ সময়ে হুজুরকে দেখে সন্তোষ বাবু রীতিমত লজ্জিত এবং অবাক হয়ে গেলেন । হুজুর সন্তোষবাবু-

Dhaka University Institutional Repository

কে কোথাও চলে যাওয়া হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করলে বাবু সংগে সংগে সব কথা খুলে বলেন । সেদিন সন্তোষ বাবুকে সহ ঘর থেকে বাইরে গিয়ে পূর্বদিকে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদের দিকে চেয়ে হুজুর বলেছিলেন, "আপনারা এত অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন - দেশ কি স্বাধীন হবে না ? ইনশাল্লাহ স্বাধীনতা এবার আসবেই ।" এরপর নিজের মুখোমুখি দাড়ঁ করিয়ে সন্তোষ বাবু মুখে দুইপাশে তিনটি করে মোট ছ'টি ফুঁক দিয়ে বললেন "আর কোন বিপদাপদ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে না ।" কথাটি একাট্য প্রমাণিত হয়েছিল । এরপর দেশ স্বাধীনের আগ পর্যন্ত বহু কারণে দেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়ালেও পাকিস্তানী সেনারা সন্তোষ বাবুর কোন ক্ষতি করতে পারেনি । আজও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সুস্থ জীবন যাপন করছেন ।

লাইগেশনের পরেও গর্ভসঞ্চারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ :

সন্তোষ বাবুর অজান্তে তারই ভাগ্নী ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী "সন্ধ্যার' পরামর্শে সন্তোষ বাবুর স্ত্রীর লাইগেশন করানো হলে মাওলানা পাঁচবাগী চ্যালেঞ্জ করেন যে, তিনি আইয়ুব সরকারের বার্থ-কন্ট্রোল কে ব্যর্থ প্রমাণ করবেন । কিছুদিন পরেই পাঁচবাগী সাহেব সন্তোষবাবুকে তার লাইগেশন করা স্ত্রীর গর্ভে আর একটি কন্যা সন্তানের জন্মের খবর দিলেন । অবশেষে জনসংখ্যা বিজ্ঞান এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে সন্তোষবাবুর স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন । উল্লেখ্য অন্যদের চাইতে 'কনা ' নামের এই মেয়েটিই এখন সন্তোষবাবুর সব চেয়ে আদরের।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তোষ বাবুর উপর হুজুরের নির্ভরতার গল্প ঃ

একদিন ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে আরো কয়েকজন মাওলানা সাহেবসহ হুজুর বসে আছেন । এমন সময় সন্তোষ বাবুকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন । "আজকে সন্তোষ বাবুকে ছাড়া গফরগাঁও যাওয়া সম্ভব না।" কিন্তু সন্তোষ বাবু এত বড় কামেল ওলীর এই কথার কোন অর্থই খুঁজে পেলেন না । শেষ পর্যন্ত ট্রেন এলো । প্রচন্ড ভীড় । হঠাৎ সন্তোষ বাবু লক্ষ্য করলেন যে, এ গাড়ীর গার্ড তাঁরই এক বন্ধুর ছোট ভাই প্রাণেশ । তাড়াতাড়ি তিনি প্রাণেশ বাবুকে একটি কামরা সংরক্ষিত করতে বললেন । এরপর সন্তোষ বাবু হুজুরের দিকে চোখ ফেরাতেই মুচকি হাসি দিয়ে কথা ঠিক হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলেন । তখন সন্তোষ বাবু হুজুরের ঐ কথার অর্থ বুঝতে পারলেন । (গফরগাঁও বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সন্তোষ কুমার সাহার সৌজন্যে)।

হুজুরের স্পর্শে মাতাল হাতী শান্ত হওয়ার কাহিনী ঃ

হুজুর তাঁর সর্বশেষ বিবাহের কিছুদিন পর কয়েকজন ভক্তসহ হাতীতে চড়ে শ্বশুর বাড়ী রওয়ানা দিলেন । কিন্তু রাস্তার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ হুজুরের হাতীটি পাগলামি শুরু করলে ভক্তগণ হুজুরকে অন্য হাতীর পৃষ্ঠে চড়িয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটেই ঐ বাড়ীতে পৌছুঁলেন । সেখানে পৌঁছে সামান্য বিশ্রামের পর খাওয়া দাওয়া শুরু করবেন ঠিক এমন সময় ঐ মাতাল হাতীটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রচন্ড বেগে হুজুরের দিকে আসতে লাগলো । আশে পাশের লোকজন ভয়ে অস্থির । হুজুর তড়িৎ গতিতে নীচে নেমে এসে হাতীর গতিপথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালে হাতীটিও সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁটু ভেংগে মাটিতে ভর দিয়ে শুঁড়ের সাহায্যে হুজুরের দুই পা পেঁচিয়ে ধরে ছটফট করতে থাকে । সে সময় হাতীটির অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষন উপস্থিত জনতার দৃস্টি আকর্ষণ করে । হুজুর অস্থির প্রাণীটির মাথায় হাত বুলাতে থাকলে ধীরে ধীরে সে শুঁড়ের প্যাচ ছাড়ে এবং কিছুক্ষণ পর সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায় । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভাবশিষ্য ভালুকার অনর্গত ধীতপুর গ্রামের মৌলভী আঃ মতিনের সৌজন্যে)।

হুজুরের দোয়ায় কাঁঠালের বাঁকা ডাল সোজা হওয়ার কাহিনী ঃ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নিকলী অঞ্চলের এক ভক্ত একটি কাঁঠাল নিয়ে হুজুরের বাড়ীতে আসেন । উপস্থিত সকলকে সহ কাঁঠাল খাওয়ার সময় হুজুর এর স্বাদের খুব তারিফ করতে করতে এক পর্যায়ে বললেন যে যেহেতু কাঁঠালটি সুস্বাদু কাজেই গাছটি যেন কাটা না হয় । কিন্তু মাটির সমানুরাল হয়ে বেড়ে উঠা কাঁঠাল গাছের বড় একটি ডাল প্রতিবেশীর অসুবিধার কারণ হওয়ায় মালিক গাছটি কেটে ফেলারসিদ্ধান্তই হুজুরকে জানালেন । হুজুর পূণরায় গাছটি না কাটার কথাই বললেন । কিছুদিন পর দেখা গেল ঐ সমানুরাল ডালটি প্রতিবেশির সীমানা থেকে সরে এসে একেবারে সোজা হয়ে গেছে । এই গাছটি এখনো অক্ষত অবস্থায় জীবন্ত আছে । (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ৩য় বর্ষ সম্মানের মেধাবী ছাত্র কিশোরগন্জের অনুর্গত নিকলী এলাকার ফরহাদ আহমদের সৌজন্যে)।

Dhaka University Institutional Repository

অসময়ে পাকা কলাসহ এক ব্যক্তির আগমন ঃ

একদিন প্রচন্ড বেগে ঝড় এলো । ঝড় থামার পর ভক্তদের সহ হুজুর বাইরে গিয়ে দেখলেন ঝড়ের দাপটে বেশ কিছু কলা গাছ মাটিতে পড়ে আছে । এদের মধ্যে আবারকিছু গাছে কলার কাঁদিও দেখা যাচ্ছিল । দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন "কলাগুলো পাকা হলে সকলে মিলে খাওয়া যেতো" । হুজুরের কলা খাওয়ার ইচ্ছা ভক্তগণকে বিচলিত করে তুললো কারণ ঐ দিন কাছাকাছি কোন বাজার ছিল না । ভক্তগণের অস্বস্তি লক্ষ্য করে হুজুর আবার বললেন , " আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে হাটবার ছাড়াও কলার ব্যবস্থা হতে পারে "। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল পাকা কলা ভর্তি প্রকান্ড ঝুড়ি মাথায় এক লোক হুজুরের সামনে এসে হাজির । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভক্ত ও পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক আহাম্মদ আলী মৃধার সৌজন্যে)।

বর্ষণমুখর গভীর রাতে এক ব্যক্তির দধির পাত্র দিয়ে যাওয়ার ঘটনাঃ

ময়মনসিংহ শহরের এক ভক্তের বাড়ীতে বেশ কিছু লোকজন সহ হুজুর রাতের খাবার খাচ্ছিলেন । আয়োজন ছিল প্রচুর । কিন্তু ছিল শুধু দধির অনুপস্থিতি । এক পর্যায়ে হুজুর সরল রসিকতায় দধির প্রসংগ তুললে আয়োজকরা লজ্জায় পড়ে গেলেন । বাইরে বৃষ্টি । তার উপর রাতও হয়েছে অনেক । ময়মনসিংহ শহরে এত রাতে মিষ্টির দোকান সাধারণতঃ খোলা থাকে না । কাজেই তারা দধি জোগাড়ের কোন ব্যবস্থাই খুঁজে পেলেন না । এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতেই দেখা গেল দধির পাত্র হাতে এক লোক বাইরে দাঁড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আছেন । শেষে খাওয়া চলা অবস্থাতেই এ দধি সবাইকে পরিবেশন করা হলো । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জামাতা এডভোকেট আনোয়ার উল্লাহর সৌজন্যে)।

বাচ্চার হাতে রসগোল্লা ঃ

হুজুর একদিন তাঁর এক ক্রন্দনরতা মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন । বাইরের লোকজন লক্ষ্য করলো বাচ্চার কান্না সংগে সংগেই থেমে গেছে । কিছুক্ষণ পর দরজা খুলতেই দেখা গেল বাচ্চাটি হাসছে এবং তার দুই হাতে দু'টি বড় আকারের সুগন্ধি-যুক্ত রসগোল্লা শোভা পাচ্ছে । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর কন্যা সাজেদা সুলতানার সৌজন্যে)।

শ্বেত-বসনা সম-বয়সীদের দোয়া চাওয়ার ঘটনা ঃ

মজিদ নামের এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে নিয়ে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে খুব ভোরে হুজুর বাড়ী ত্যাগ করলেন । বাড়ী থেকে সামান্য দূরে যেতেই মজিদ লক্ষ্য করলো অনেকগুলো সমবয়সী সাদা পোষাকধারী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে । হুজুরের সামেনে পড়তেই তারা ছালাম দিয়ে তাদের আগামী পরীক্ষার জন্য হুজুরকে দোয়া করতে বললো । হুজুর দোয়া করে পথ চলতে লাগলেন । এক পর্যায়ে মজিদ পেছনে ফিরে আর কোন লোক দেখতে পেলো না । (মাওলানা পাঁচবাগীর আজীবন বিশ্বাসী ভৃত্য এবং উক্ত নিগুয়ারী গ্রামের হাফেজ আঃ মজিদের সৌজন্যে)।

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলের এক ঘটনা ঃ

হুজুর একবার ভৃত্য মজিদ সহ গ্রামের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ রেওয়ে স্টেশনে এসে কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার বাসায় ফিরে যাবার উদ্যোগ নিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ফিরেই গেলেন। মজিদ ঘটনার রহস্য বুঝতে পারলো না কিছুই। কিন্তু বাসায় গিয়ে দেখা গেল কোথা থেকে এক গরীব যুবতী মহিলা বিপদগ্রস্থ হয়ে হুজুরের জন্য এখানে আগ্রহে অপেক্ষা করছে। (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর আজীবন বিশ্বাসী ভৃত্য ও ৩৩ নিগুয়ারী গ্রামের হাফেজ আঃ মজিদের সৌজন্যে)।

সাত'শ টাকার ঘটনা ঃ

হুজুরের হাতে কোনদিনই টাকা পয়সা ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকতো না। একবার কি এক জরুরী কারণে উনার সাত'শ টাকার দরকার হয়। তিনি চিন্তা করতে করতে নদীর ধারে গিয়ে বসেছেন। এমন সময় কে একজন নৌকা ভিড়িয়ে হুজুরের সামনে এল এবং হুজুরকে ছালাম দিয়ে তাঁর হাতে সাত'শ টাকা তুলে দিল। লোকটি বিদায়ের সময় উল্লেখ করল যে যেখানে সে যাচ্ছে সেখানে এত টাকা নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই সে এখানে টাকাগুলো রেখে গেল। (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর তাবশিষ্য তালুকার অন্তর্গত ধীতপুর গ্রামের মৌলভী আঃ মতিনের সৌজন্যে)।

Dhaka University Institutional Repository

মতিন সাহেবের ভাইঝি, তাঁর জামাই এবং কলসীর ঘটনা ঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর সাথে তালুকার অন্তর্গত ধীতপুরের মৌলভী আঃ মতিন সাহেবের গাঢ় আন্তরিকতার বহু নজীর আছে। এই মতিন সাহেবের বড় ভাইয়ের মেয়ের জামাই হঠাৎ করে একবার স্বপ্নে দেখতে লাগল যে, তাদের সদ্যজাত ছেলের বদলে কারা যেন তাদেরকে কলসী ভর্তি প্রচুর ধন সম্পদ দিতে চাইছে। কিছুদিন পরে দেখা গেল ঘরের চার কোণায় কলসীর উপরিভাগের মতো কি যেন মাটি ভেদ করে উঠছে। ঘটনা দর্শনে পাগল প্রায় জামাই স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার মিল দেখে ছেলের বদলে ধন-সম্পদ হস্তগত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু ছেলের মা কিছুতেই ছেলেকে হাতছাড়া করতে রাজী হলো না। এক পর্যায়ে উপায়ান্তর না দেখে অপ্রকৃতিস্থ জামাই ছেলের মাকেতালাকের হুমকী দিল।

মতিন সাহেব ঘটনা শুনে তাড়াতাড়ি হুজুরের সংগে দেখা করলেন। শেষে হুজুরের পরামর্শ মত কাজ করায় কলসীর উপরিভাগ ক্রমান্বয়ে মাটির নীচের দিকে চলে যায়। আর জামাইও পূর্বে দেখা স্বপ্নের সব স্মৃতি ভুলে গিয়ে তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে পায়। (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভাবশিষ্য তালুকার অন্তর্গত ধীতপুর গ্রামের মৌলভী আঃ মতিনের সৌজন্যে)।

Dhaka University Institutional Repository

সেজদার ঘটনা :

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাঁচবাগেরই এক ব্যক্তিকে গফরগাঁও পাঠানো হলে তার ফিরতে অনেক দেরী দেখে অনেকে শংকিত হয়ে পড়ে । তখন হুজুর এক দীর্ঘ সেজদায় পড়ে যান । সেজদা থেকে উঠার পরে দেখা গেল যে, ঐ লোকটি হুজুরের পেছনে দাঁড়ানো । (মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভগ্ন এবং প্রতিবেশী ঢাকাস্থ নতুন পল্টন লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মাওলানা শামছুল ইসলামের সৌজন্যে)।

অন্তিম শয়ান: চির বিদায়ের মরমী ঘন্টা :

মানুষ মৃত্যুর অধীন । এ সত্যের কোন ব্যতিক্রম কিংবা বিকল্প নাই। তবুও মোহন সংসারের শত প্রয়োজন সহসা চরম আক্রোশে উদ্যত হয় সর্বগ্রাসী কঠিন মৃত্যুকে মোকাবেলা করতে । কিন্তু মৃত্যুর পরাক্রমতা কোন ঔদ্ধত্যের কাছেই নতি স্বীকার করে না । সে তার আপন নিয়মের দাসত্ব করে যায় । আর তাই সব শেষেই মানুষকেই হতে হয় পরাস্ত -সর্বশান্ত । জীবনের সকল স্বপ্ন, সকল আয়োজন অগত্যা নিস্তব্ধ হয়ে যায় ; মৃত্যু ঘন্টার মর্মভেদী আর্তনাদ অকস্যাৎ ছিন্ন করে জাগতিক বন্ধনের সব মায়াবী রজ্জু—মূর্তমান একজন সসঙ্গ মানুষ নিঃশব্দে নিরবে হারিয়ে যায় মৃত্যুর অচেনা , অতল গহ্বরে ।

জগতের বহুগুণে গুণান্বিত , বিস্ময়কর প্রতিভায় দীপ্ত আচার্য মনীষীগণের একটা মূখ্য পরিচয়—তারা মানুষ ; কাজেই সময়ের পালা বদলে মানবীয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতির এ অনিবার্য লয়ে তাঁদেরকেও লীন হতে হয়। মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দীর্ঘ বয়সজনীত শারিরীক দুর্ব - লতায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন জটিল ব্যাধি ধরা না পড়লেও তাঁর বেশ ক'টি বছর এ শয্যাগত অবস্থাতেই কাটে। বৃদ্ধ মাওলানার জীবনের এ প্রান্তিকাল বক্তৃতা মঞ্চের সরাসরি রাজনৈতিক কর্ম-চাঞ্চল্য থেকে বিছিন্ন থাকলেও মূলতঃ কোন দিনই তিনি জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন না। প্রায় প্রতি দিনই/বহু লোকের সংগে তাঁর মতবিনিময় হতো। মোটামুটি বেশ একটা সময় ধরে এভাবেই চলছিল এককালের সাহসী প্রতিবাদী সাধু রাজনীতিকের শয্যালগ্ন দুর্বল জীবন। জীবন গতিময়। মানুষ এ গতির কাছ থেকেই পথ চলার মন্ত্র পায়। তাই সে চলতে থাকে। কিন্তু পথের শেষ না থাকলেও চলার শেষ আছে। চলতে চলতে ক্লান্তি আর অবসন্নতা দেহকে ভারাক্রান্ত করে -- সচ্ছন্দ পদচারণের সশব্দ দৌরাত্ম নিমেষে হয় নিস্প্রাণ, নিস্পন্দ। মহাকালের এই অমোঘ বিধান কালজয়ী প্রতিভা, অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদী সত্তা, স্বাধীন সোনার বাংলার নিবিস্ট স্বাপ্নিক আধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধপ্রাণ, ন্যায়-নীতি- উদারতার জীবন্ দলিল, মানুষের হৃদয়ের প্রতিনিধি মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীকেও মেনে নিতে হয়েছে। সুদীর্ঘ নিশ্চল জীবন যাপনের পর ময়মনসিংহ শহরে ৯০ নং ব্রাহ্মপল্লীস্থ বাসায় ১৯৮৮ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর মানবতার সেবায় উৎসর্গীত এই মহান পুরুষের বিশাল কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। (ইন্না লিল্লাহ ·········· রাজেউন)।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' এবং 'দিল্লী দুরদর্শন' সহ বাংলাদেশের রেডিও -টেলিভিশন ও পার্শ্বস্থানায় সবক'টি দৈনিকে আজীবন সংগ্রামী সত্যসাধক এই দরদী নেতার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় । সারা দেশে নেমে আসে শোকের কালো ছায়া । আসাম সহ দেশের আনাচে কানাচের ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়ের ধন, প্রাণের পুরুষকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ছুটে আসেন ময়মনসিংহে । দলমত নির্বিশেষে ভক্তদের প্রাণের আকুতি নিবেদনে পাঁচবাগ পরিণত হয় এক শোক-পুরিতে । মানুষের জন্য মানুষের কত মায়া , মানুষের তরে মানুষের কত আশা-সুপ্ত বাসনার এই সব সোনালী প্রকাশ সেদিন অভিভূত করেছিল নির্বাক প্রকৃতিকেও । মানুষের কী ধন কী গুণ তার সত্তাকে চিহ্নিত করে আলাদা পরিমাপের পরিমন্ডলে জগতের এই গূঢ় রহস্যের জটিল গ্রন্থি যেনো সেদিন হয়েছিল উন্মোচিত,উৎসারিত । ময়মনসিংহ থেকে পাঁচবাগের পথে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি জানাযায় অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটে ।সবশেষে ভক্তবৃন্দ এবং আত্মীয়পরিজন সহ আপামর মানুষের হৃদয়বিদারী আকুল আহা-জারীর দুঃসহ মর্মপীড়নের মধ্যদিয়ে বাংলার এই দুলর্ভ সন্তানকে চির শয্যা দেয়া হয় তাঁর জন্মস্থান এবং দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি ও প্রীতিধন্য ঐতি-হাসিক পাঁচবাগের নির্জন কোলে ।

ময়মনসিংহ শহরের ' দারুল উলুম মাদ্রাসা মাঠে ' পরে 'গফরগাঁয়ের রোস্তম আলী গোলন্দাজ হাই স্কুল মাঠ', ' ইসলামিয়া সরকারী হাই স্কুল মাঠ' ' দুগাছিয়া দারুছ ছুন্নত মাদ্রাসা মাঠ ', ' শাকছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ',এবং মিত্র গ্রাম ২টি ' জানাযায়' দেড় লক্ষাধিক লোক শরিক হন ।[১১] মাওলানা পাঁচবাগী

১১ ২৮-১-৮৮ তাং প্রকাশিত মাওলানা পাঁচবাগীর দাফন সম্পন্ন' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্ট ।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে ভালবাসতেন বলেই সকল মানুষের ভালবাসা আছে তাঁর প্রতি।[১২] মৃত্যুর পরেও একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে । মাওলানা পাঁচবাগী ইসলাম কায়েমের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন ।[১৩] অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে পাঁচবাগীর সংগ্রাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে । তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সৎ নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ।[১৪] মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ।[১৫]

১৯৮৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর মৃত্যুর পর আবারও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাধারণ মানুষের কত আপন ছিলেন । তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ময়মনসিংহ ও গফরগাঁয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । সকল স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায় । সারা দেশের প্রবীনদের সংবাদটি দারুণভাবে মর্মাহত করে । আমার মনে হয়েছে শতাব্দীর সব চেয়ে সংগ্রামী এবং

১২ঃ ২৮-১০-৮৮ তাং 'দৈনিক খবরে' প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া দৈনিক জনতা সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরীর বক্তৃতার অংশবিশেষ ।

১৩ঃ ২৮-১০-৮৮তাং দৈনিক খবরে প্রকাশিত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া দৈনিক খবর সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানের বক্তৃতার অংশবিশেষ ।

১৪ঃ ৭-১১-৮৯তাং 'দৈনিক ইনকিলাব'এ প্রকাশিত মাওলানা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় দেয়া জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সাইফুল বারীর বক্তৃতার অংশবিশেষ।

১৫ঃ ৭-১১-৮৯তাং 'দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত মাওলানা পাচবাগীর স্মরণসভায় দেয়া সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের বক্তৃতার অংশবিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

আপোষহীন ইতিহাসের পতন হয়েছে । জীবনে মূহুর্তের জন্যও নীতিভ্রষ্ট-হীন মানুষটির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য গফরগাঁও এবং পাঁচবাগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কয়েক লাখ লোক উপস্থিত হয় তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে । অর্ধলক্ষ লোকের বিশাল জনতা মাওলানা পাঁচবাগীর কফিন কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় মাইলের পর মাইল।[১৬]

মৃত্যু জীবনকে মহিমা দেয় - অক্ষয় করে কর্মের স্বীকৃতিকে । মানুষের নেতা , মানুষের আশ্রয়, সততার অনুসারী মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর জীবনাবসান যেনো এ সত্যেরই এক দীপ্তিমান প্রতিফলন।

১৬ঃ আতাউর রহমান খান, "আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী" বন্ধন (বিশেষ স্মরণীকা), ১৯৮৯ ।

অষ্টম অধ্যায়

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর তিরোধানে বিভিন্ন মহলের শোকঃ

জাতীয় দৈনিকসমূহের প্রতিক্রিয়া —

মওলানা পাচবাগীর ইন্তেকালে বিভিন্ন মহলের শোক

প্রখ্যাত আলেম এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর ইন্তেকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট আহসানউদ্দিন চৌধরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ খান, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, আজিজুল হক নান্না মিয়া এমপি ও সাবেক মন্ত্রী ডঃ সাফিয়া খাতুন মওলানা শামসুল হুদার ইন্তেকালে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তদীয় পুত্র মওলানা আবু বকর সিদ্দিকের নিকট শোকবাণী পাঠাইয়াছেন। তাহারা রাজনীতি ও সমাজসেবায় মরহুমের অবদানের কথা উল্লেখ এবং তাহার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি। ইত্তেফাক:৬.১০.৮৮

মওলানা পাঁচবাগীর মৃত্যুতে শোক

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

বর্ষীয়ান জননেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান গতে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে প্রখ্যাত আলেম সংগ্রামী নেতা মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর ইন্তেকালে তার আত্মীয়-স্বজন ও লাখ লাখ ভক্তের শোকার্ত বেদনার সঙ্গে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এই মহান নেতা ও বুজুর্গের পবিত্র রুহের মাগফেরাতের জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রাব্বিল আলামীনের দরবারে তিনি মোনাজাতও করেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরী এক বিবৃতিতে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, আপোষহীন জননেতা মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তার মৃত্যুতে শতাব্দীর একটি সংগ্রামী এবং আপোষহীন ইতিহাসের পতন হলো যা কোন দিন পূরণ হবার নয়। খবর:২৭.৯.৮৮

মওলানা পাঁচবাগীর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ খান ময়মনসিংহ জেলার তদানীন্তন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হক পাচবাগীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

জনাব খান বলেন, মওলানা পাচবাগীর মৃত্যুতে ইসলাম হারিয়েছে একজন চিন্তাবিদ, দেশ ও জনগণ হারিয়েছে একজন কামেল দরবেশ।

জনাব খান মওলানা পাচবাগীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা ও শোক বহন করার এবং মওলানার রুহের মাগফেরাতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

খবর:৩০.১০.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে
সংসদ নেতা ও প্রধান মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কর্তৃক আনীত
শোক প্রস্তাব —

২

২। সাবেক প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর মৃত্যুর উপর শোক-প্রস্তাব।

মাননীয় স্পীকার,

আমি এবার জাতীয় সংসদের সামনে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাবেক প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর মৃত্যুর উপর একটি শোক-প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আশা করি সংসদ তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন। মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগী ১৯৮৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বাংলা ১৩৯৫ সালের ৯ই আশ্বিন শনিবার বিকালে ময়মনসিংহ শহরস্থ তাঁর নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... ..রাজেউন)।

শেরে বাংলা ও মওলানা ভাষানীর ঘনিষ্ঠ সহচর ও বিশিষ্ট আলেম মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসাবে গফরগাঁও-ভালুকা নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রথমবার বংগীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি একাধারে অনেক বৎসর পর্যন্ত সদস্য নির্বাচিত হন। বৃটিশ ও জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

যুক্ত ও মুক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী ও জমিদার বিরোধী এক হাজার একশটি মামলায় তিনি জয়লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ইমারত পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে আরবী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।

জনাব স্পীকার,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রস্তাব করছে যে "মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর মৃত্যুতে দেশ একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট আলেমকে হারালো। এই সংসদ তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিই গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা।"

এই প্রস্তাবের একটি অনুলিপি মওলানা পাচবাগীর শোকার্ত পরিবারকে পাঠান হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আতাউর রহমান খান

৫০০এ, ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা
সড়ক নং - ৭, ঢাকা।
দূরালাপনী : ৫০৫১৫১

শোক-বার্তা

প্রখ্যাত আলেম ও সংগ্রামী নেতা মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ইন্তেকাল সংবাদ শুনিয়া আমি দারুণ মর্মাহত হইয়াছি। শতাধিক বৎসর জীবন যাপন করার পর তাঁহার এই মৃত্যুতে আমরা অকাল মৃত্যু বলিতে পারিব না। এই অতিদীর্ঘ জীবনে তিনি মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করার পক্ষে ব্যাপক সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত আলেম নেতা ও পীর বর্তমান শতাব্দীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সংগে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। অন্যায়ের সংগে তিনি কখনও আপোষ করেন নাই। সারা জীবনে এক মূহুর্তের জন্যও তিনি নীতি ভ্রষ্ট হন নাই। এই প্রতিভাশালী মহাপুরুষ সর্বাবস্থায় কোন প্রকার বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। সাধারণ লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরেই তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছেন।

বার্ধক্যজনিত কারণে বিগত কিছুকাল যাবৎ তাঁহার তেমন একটা সাড়া শব্দ না থাকা সত্বেও মৃত্যুর পরে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা রোধ করিয়া প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ লোক জানাযায় শামীল হইয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। ইসলামের একজন সত্যিকার আবেদ হিসাবে সমাজের কুসংস্কার, কুপ্রথা ইত্যাদি নিবারণে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। দরগা পূজাকে তিনি দুর্গা পূজা বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি নিজের কবর সম্বন্ধেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন যে, কেহ যেন উহাকে পাকা করিয়া দরগা না বানান।

আমি এই মহান নেতা ও বুজুর্গের পবিত্র রূহের মাগফেরাতের জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করিতেছি সেই সংগে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও লক্ষ লক্ষ ভক্তের শোকার্ত বেদনার সংগে সম-বেদনা জানাইতেছি।

আল্লাহুম্মা আমীন।

স্বাক্ষরঃ

(আতাউর রহমান খান)
সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
৩/১০/৮৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

BANGLADESH PARLIAMENT

টেলিগ্রাম ঃ "পার্লামেন্ট"
Gram : "PARLIAMENT"

স্পীকার

সংসদ্-ভবন, ঢাকা—৭
PARLIAMENT HOUSE,
DHAKA—7

তারিখ ২৯-৯-৮৮ ইং। ১৯৮ ।
১৪-৬-৯৫ বাং।

শোক-বার্তা

দেশের প্রবীণতম রাজনীতিবিদ, মাওলানা ভাসানী ও পেরে বাংলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জমিদার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সমর্থক মাওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে শতাব্দীর একটি সংগ্রামী এবং আপোষহীন ইতিহাসের পতন হলো, যা কোনদিন পূরন হবার নয়।

জমিদার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং 'ইমারত পার্টি' প্রধান মাওলানা শামসুল হুদা পাচবাগী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করে হাজার হাজার হিন্দুর জীবন বাঁচিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। তিনি একাধিক ৩০ বছর নির্বাচিত এমএনএ ও এমএনএ ছিলেন।

এই মহান নেতা, পীর ও প্রখ্যাত আলেমের পবিত্র রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও লক্ষ লক্ষ শোকার্ত ভক্তদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

(শামসুল হুদা চৌধুরী)
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঃ সঃ পত্র নং- প্র.ম. ২৪/৮৮

তারিখ-- ৪-১০- ---১৯৮৮

শ্রদ্ধেয় খালাম্মা,

ছালাম নিবেন। আমার খালুজী ও আপনার স্বামী সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য, বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হুদা পাচবাগী'র ইন্তেকালে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভূত।

মওলানা পাচবাগী ছিলেন একজন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, কামেল দরবেশ ও দ্বীন ইসলামের পথে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ। তাঁর মৃত্যুতে আপনি হারিয়েছেন স্বামী, আপনার সন্তানরা হারিয়েছে পিতা কিন্তু ইসলাম হারিয়েছে একজন বিখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ, দেশ ও জনগণ হারিয়েছে একজন কামেল দরবেশকে। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি।

আমি দোয়া করি মহান রাব্বুল আলামিন যেন আপনাকে ও আপনার সন্তানদের এ শোক বহন করার ক্ষমতা ও তৌফিক দান করেন।

ইতি-

আপনার স্নেহের,

৪/১০/৮৮
(নূর মোহাম্মদ খান)

মিসেস জাহানারা বেগম
গ্রামঃ- পাচবাগ, সাহেব বাড়ী
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ পরিষদ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ২৬, ফরাশগঞ্জ রোড,
সূত্রাপুর, ঢাকা, ১১০০

স্মারক :

তারিখ : ৩০-১-৮৮ইং।

শোক-বার্তা

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত সত্তা মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর মহা প্রয়াণে আমরা অতিশয় শোকাচ্ছন্ন। অমিত ত্যাগী এই তাপস নেতার মৃত্যুতে এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক আপোষহীন ধারার পতন ঘটলো।

জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সব আন্দোলনের সংগেই মাওলানা পাঁচবাগীর ছিল নিবিড় সংযোগ। তিনি মাওলানা হয়েও কাজে-কর্মে পুরোপুরি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মুক্তিযুদ্ধের বিষময় দিনগুলোতে মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও তাঁর কাছে সমান ঠাঁই পেয়েছিল। আমাদের জানামতে গফরগাঁয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় কোন হিন্দু পরিবার পাকিস্তানী হানাদারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়নি। মাওলানা সাহেবের এই রকম আন্তরিক অনুগ্রহে বহু হিন্দুর জান, মাল ও ইজ্জত অক্ষত থাকে। ধর্মের ব্যারিকেট ভেংগে মানুষের প্রতি সুবিচারের যে মহান দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা তাঁকে মানবীয় আদর্শের উর্ধ্বে তুলে দেবতার আসনে আসীন করেছে।

এই সাধক পন্ডিত ও নিষ্ঠাবান মানব প্রেমিকের বিশুদ্ধ আত্মার শুভ পরিণতি কামনা করছি এবং সেই সংগে তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজন ও ভক্তগণের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

শ্রী নকুল চন্দ্র সাহা
সভাপতি,
বাংলাদেশ হিন্দুকল্যাণ পরিষদ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর উপর গুণীজনের মন্তব্য ঃ

গফরগাঁয়ের শামছুল হুদা সৎ লোক ছিলেন । জীবনে সততার এই রকম উদাহরণ আর দেখিনি । অন্যায়কে তিনি একেবারেই সহ্য করতেন না। ঘুষ,তোষামোদ বিরোধী এই ব্যক্তিটি জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। জনগণের অধিকার আদায়ের অগ্রদূত নিঃস্বার্থ,নির্ভিক,দৃঢ়কল্প ও সমাজ-সচেতন এই অনন্য মানুষটি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন ।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
সম্পাদক,
মাসিক সওগাত।

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী সারা জীবন ইসলামি আদর্শের কথা বলে গেছেন । ক্ষমতার মোহমুক্ত এই সাধক নেতা আজীবন জনগণের কাছাকাছি থেকে রাজনীতি করেছেন । তাঁর রাজনীতি ছিল প্রতিবাদের । যে কোন অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি অনায়াসে প্রতিবাদ করতেন । বাংলার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত সবকটি আন্দোলনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন ।

আতাউর রহমান খান
সাবেক প্রধানমন্ত্রী

Moulana Shamsul Huda Panch Bagi was a man of great influence.

বিচার-পতি আবু সাঈদ চৌধুরী,
সাবেক রাষ্ট্রপতি।

Dhaka University Institutional Repository

He was a perfect gentle man. এ রকম মহৎ প্রাণের নিরহংকারী সরল মানুষ আমার জীবনে আর দেখিনি । তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি — জনগণের কাতারের লোক । সমাজের উচু সুরের সাথে তিনি কোন দিন আপোষ করেননি । He was tremendously popular.

সৈয়দ আজিজুল হক(নান্না মিয়া)
সাবেক মন্ত্রী ।

তখনকার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে মাওলানা পাঁচবাগীর ভূমিকা ছিল অসামান্য । মানবতার সেবায় নিবেদিত এই তাপস মাওলানার সারা জীবন একটা প্রতিবাদের সুচ্ছ প্রতিচ্ছবি ।

— ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ।

এদেশের সবক'টি আন্দোলনের সংগে নিজের কর্ম, ধ্যান ও সুপ্তকে যুক্ত রেখে মাওলানা পাঁচবাগী এক অনবদ্য ইতিহাস হয়ে আছেন । সদালাপী এই প্রতিবাদী রসিক সাধক সর্বদাই সর্বহারা মানুষের সার্বিক সুব্যবস্থার চিন্তা করতেন ।

বিচারপতি এ, এফ, এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী
সাবেক রাষ্ট্রপতি ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী ছিলেন আর্তপীড়িত মানবতার প্রাণের প্রতিনিধি। সাধারণ দরিদ্র-জনের সার্বিক কল্যাণই ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ।

বেগম সুফিয়া কামাল।
বিশিষ্ট কবি ও লেখিকা।

মাওলানা পাঁচবাগীকে আমি চিনি। আব্বা (আব্বাস হাসিম, মহাসচিব, মুসলিম লীগ)'র সাথে ঘনিষ্টতা ছিল। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে এই রকমের প্রতিবাদী সত্তার প্রয়োজন আজ খুবই প্রবল।

— বদরুদ্দিন উমর
সভাপতি,
বাংলাদেশ লেখক শিবির।

মাওলানা পাঁচবাগী আমাদের রাজনীতির এক আপোষহীন তারকা। সারা জীবনই তিনি আধ্যাত্মসাধনার পাশাপাশি যে কোন অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলে গেছেন।

মিজানুর রহমান মিজান,
সম্পাদক,
দৈনিক খবর ও সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা।

আমাদের এদেশের আন্দোলনের এক অগ্রণী পুরুষ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী। তাঁর জীবন ছিল অন্যায় আর অসংগতির বিরুদ্ধে উৎসর্গ করা। সাধারণ ঘেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এরকমের রাজনীতিক সত্যিই বিরল।

গিয়াস কামাল চৌধুরী,
সভাপতি,
জাতীয় প্রেসক্লাব।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের দুর্দশা মোচনে মাওলানা পাঁচবাগীর আত্মত্যাগ কালজয়ী হয়ে থাকবে । এই দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ । এই মহান ত্যাগী সাধু রাজনীতিকের জীবন কাহিনী পাঠ্য-পুস্তকে অনুর্ভুক্তির মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রাখার উদ্যোগ নেয়া উচিৎ ।

ডঃ আঃ মান্নান,
প্রাক্তন ভিসি, ঢাঃ বিঃ

মাওলানা পাঁচবাগীর শক্তিশালী সাংগঠনিক ক্ষমতার কাছে সেকালের জমিদারী প্রথা পরাস্ত হয়েছিল । বিশাল হৃদয় এই মনীষী তাঁর সারা জীবনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়েছেন ।

সাইফুল বারী,
চেয়ারম্যান,
জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ।

মাওলানা পাঁচবাগীর জীবন ছিল সাধারণ মানুষের সংগে সম্পৃক্ত । জনদরদের এই রকম নমুনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । ভাগ্যাহত মানুষকে কাছে টেনে তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে তিনি এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন।

সানাউল্লাহ নুরী,
সম্পাদক,
দৈনিক জনতা।

মাওলানা পাঁচবাগী তাঁর বিশ্বাস আর বিবেককে স্বতন্ত্র রেখে সর্বদা ন্যায় ও সত্যকে ধারণ করে শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আজীবন নিরবচ্ছিন্ন আপোষ-মুক্ত সংগ্রামে নির্ভয়ে-নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন ।

উলফত রানা,
মহাসচিব,
বাংলাদেশ মাতৃভাষা পরিষদ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর পান্ডিত্য সকল বিতর্কের উর্ধ্বে।

মুহিউদ্দিন খাঁন
সম্পাদক, মাসিক মদিনা।

গণমানুষের একনিষ্ঠ সেবক মাওলানা পাঁচবাগী আজীবন প্রতিবাদ করে গেছেন। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি লড়ে উঠতেন। স্থান-কাল-পাত্রের তোয়াক্কা করতেন না। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অত্যন্ত সহজ, সরল সদা-প্রফুল্ল এই নিরহংকারী মানুষটি তাঁর জীবনের শেষ শক্তিটুকু অবহেলিত মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে গেছেন।

আবুল হাশেম
প্রাক্তন এম, পি, এ
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

মাওলানা পাঁচবাগী একটা আন্দোলনের নাম।

মাওলানা পাঁচবাগী একটা প্রতিবাদী চেতনার নাম। আমরা তাঁর জীবনে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আপোষহীন সংগ্রামের এক শক্তিমান ধারার বহমানতাই লক্ষ্য করেছি।

ফজলুর রহমান সুলতান,
প্রাক্তন এম, পি, এ
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন মানুষের নেতা। গরীব দুঃখী মানুষের দুরবস্থা-রোধে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাওঃ পাঁচবাগী সোচ্চার না হলে সহজে এ প্রথার বিলোপ ঘটতো না। এদেশের রাজনীতিতে তাঁর অবদান কোন রকম মন্তব্য বা মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে না।

আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ,
চেয়ারম্যান,
গফরগাঁও উপজেলা,
ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জীবন বাজি রেখে মাওলানা পাঁচবাগী যে আন্দোলন করে গেছেন তার নজীর ইতিহাসে খুব কমই আছে ।

সৈয়দ আব্দুস সুলতান,
বিশিষ্ট লেখক ও
যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের
সাবেক রাষ্ট্রদূত ।

মাওলানা পাঁচবাগী আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন — অনাচারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন । দারিদ্রপীড়িত দুঃখীজনই ছিল তাঁর আপনজন। আর এখানেই তিনি সকলের চাইতে আলাদা — স্বতন্ত্র ।

আরিফুল হক,
বিশিষ্ট অভিনেতা।

ইসলামি আদর্শের সার্থক অনুসারী হয়েও গফরগাঁয়ের মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর মতো এইরকম অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার । দেবতুল্য এ মানুষটি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পেরেছিলেন ।

শ্রী নকুল চন্দ্র সাহা,
সভাপতি,
বাংলাদেশ হিন্দুকল্যাণ পরিষদ।

ভয়, হতাশা ও মোহমুক্ত এই মানব-দরদী পন্ডিত নেতা জনগণের কাছাকাছি থেকে রাজনীতি করেছেন। পাঁচবাগী হুজুর ইশতেহারের মাধ্যমে মানুষকে সংগঠিত করে একটা ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন । মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অসামান্য ।

মোঃ আঃ সালাম,
মুজিব বাহিনী প্রধান,
গফরগাঁও উপজেলা, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পাঁচবাগীর হুজুরের প্রতি ভরসা রাখতো । এই বিদ্রোহী নেতা বহু জেল-জুলুম ,অত্যাচার-অনাচার, সহ্য করেও সাধারণ দরিদ্র জনের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সারা জীবন স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন চালিয়ে গেছেন ।

আলাল আহম্মদ
বিশিষ্ট রাজনীতিক,
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

পাঁচবাগী হুজুরের প্রতিটি পদক্ষেপই জাতির উত্থানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বিপর্যস্ত মানবতার মৌলিক চাহিদার সুষ্ঠু যোগান নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর সকল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ।

মীর আবু তালেব খোকা
চেয়ারম্যান,
গফরগাঁও ইউপি,
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

পাঁচবাগী হুজুরের দুঃসাহসিক কর্মকান্ডের খবর আমরা ভারতে বসেই শুনেছি । তিনি উদ্যোগ না নিলে মুক্তিযুদ্ধের দুঃসময়ে অসংখ্য মানুষ দুর্দশায় নিপতিত হয়ে শেষে হয়তো মারাই পড়তো । তাঁর বাড়ীতে বহু হিন্দু আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস নিরাপদে কাটাতে পেরেছিলেন । আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর অবদানের কথা উল্লেখ না থাকলে ইতিহাসের ঐতিহাসিক মূল্য সমূলে খর্ব হবে ।

মোহাম্মদ কামাল
১১ নং ময়মনসিংহ
সেক্টরের ১০ নং ইকবাল-ই-
আলম কোম্পানীর সাবেক
কোং কমান্ডার,
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভা ও
ওয়াজ মাহ্ফিলের কার্যক্রম' ১৯৮৮

بسم الله الرحمن الرحيم

সুধী,

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, প্রবীনতম রাজনীতিবিদ ও কিংবদন্তীর মহানায়ক পীরে কামেল হযরত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী স্মরণে আসছে ২৭শে অক্টোবর, '৮৮ ইং মোতাবেক ১০ই কার্তিক, ১৩৯৫ বাংলা, রোজ বৃহস্পতিবার, বেলা আড়াইটায় গফরগাঁও ইসলামীয়া হাইস্কুল ময়দানে এক ঐতিহাসিক স্মরণ সভা ও দোওয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। স্মরন সভায় মাওলানা পাঁচবাগীর ঐতিহাসিক ও সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কূটনীতিক ও বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম।

আলোচক

শিক্ষাবিদ	রাজনীতিবিদ	সাংবাদিক
অধ্যাপক এম, এ, মান্নান	জনাব আতাউর রহমান খান	জনাব সানাউল্লা নূরী
ভাইস চ্যান্সেলর	সাবেক প্রধান মন্ত্রী	সম্পাদক দৈনিক জনতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	জনাব জিল্লুর রহমান	জনাব মিজানুর রহমান মিজান
কূটনীতিক	প্রেসিডিয়াম সদস্য	সম্পাদক দৈনিক খবর
সৈয়দ আব্দুস সুলতান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
সাবেক রাষ্ট্রদূত	মাওলানা মুহিউদ্দিন খান	ভয়েস অব আমেরিকা, ঢাকা,
		সভাপতি জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

স্মরণ সভা ও দোওয়া মাহ্ফিলে উপস্থিত হয়ে মরহুমের রুহের মাগ্ফেরাত কামনায় শরীক হোন।

এম, এ, সাত্তার
অধ্যক্ষ, গফরগাঁও সরকারী ডিগ্রী কলেজ / আহবায়ক, স্মরণ সভা প্রস্তুতি কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত রিপোর্টসমূহের ফটোকপিঃ

মওলানা পাঁচবাগীর স্মরণে আজ সভা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

প্রখ্যাত আলেম ও রাজনীতিবিদ পীরে কামেল হযরত মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণে আজ বৃহস্পতিবার গফরগাঁও ইসলামীয়া হাইস্কুল ময়দানে এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

স্মরণ সভায় বক্তৃতা করবেন শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান, কূটনীতিক সাবেক রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আবদুস সুলতান, রাজনীতিবিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য জিল্লুর রহমান, মওলানা মুহিউদ্দিন খান এবং সাংবাদিকদের মধ্যে দৈনিক 'খবর' সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, দৈনিক 'জনতা' সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী। খবর: ২৭.১০.৮৮

মওলানা শামসুল হুদা স্মরণে সভা

গফরগাঁও, ২৮শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--এখানকার ইসলামিয়া সরকারী হাইস্কুল ময়দানে বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান শামসুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। গফরগাঁও সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন--রাজনীতিবিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর আবদুল মান্নান, বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, দৈনিক খবর সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, দৈনিক জনতা সম্পাদক সানাউল্লা নূরী, মাসিক মদিনা সম্পাদক মওলানা মহিউদ্দিন খান, জাতীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি নেতা এনামুল হক মজ মিয়া, প্রাক্তন সংসদ সদস্য আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান সুলতান, মোস্তফা এম, এ মতিন প্রমুখ। সংবাদ: ৩০.১১.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

গত শুক্রবার মাওলানা পাঁচবাগী স্মরণে গফরগাঁওয়ে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান

মাওলানা পাচবাগীর স্মরণ সভায় বক্তৃতা করেন দৈনিক জনতা সম্পাদক জনাব সানাউল্লাহ নূরী

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাচবাগীর স্মরণ সভায় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নান —ইত্তেফাক

'পাঁচবাগী আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে চিরঞ্জীব হইয়া আছেন'

গফরগাঁও, ২৮শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)—প্রখ্যাত আলেম ও রাজনীতিবিদ মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহার আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে চিরঞ্জীব হইয়া আছেন।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গফরগাঁও সরকারী ইসলামিয়া হাই স্কুল ময়দানে মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তাগণ উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। গফরগাঁও সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুসসত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নান, দৈনিক জনতা'র সম্পাদক সানাউল্লা নূরী, দৈনিক খবর সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী, স্থানীয় এম পি এনামুল হক, সাবেক এম, পি আবুল হাসেম ও ফজলুর রহমান এবং ডাঃ উলফত রানা প্রমুখ।

আতাউর রহমান খান বলেন, মাওলানা পাঁচবাগী দরিদ্র শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে কলম দিয়া আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি আইনের আশ্রয় নিয়াছেন। শক্তির অধিকারী হইয়াও আজকালকার ভণ্ডপীরদের ন্যায় পীর পূজা পছন্দ করিতেন না।

ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, মাওলানা পাঁচবাগী ছিলেন মহাপণ্ডিত, জ্ঞানতাপস এবং কিংবদন্তীর নায়ক। তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষকে টানিয়া না তুলিলে আজ তাদের ঠাঁই হইত না। পাঁচবাগী আদর্শিক ভাবে রাজনীতি করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক মান্নান পাঠ্য পুস্তকে পাঁচবাগীর জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার আহ্বান জানান।

সানাউল্লা নূরী বলেন, পাঁচবাগী গরীব নিঃস্ব সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে এক হাজার ২১টি মামলায় জয়লাভ করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, পাঁচবাগী সামন্তবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন।

মিজানুর রহমান মিজান বলেন, পাচবাগী ইসলাম কায়েমের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, তবে গোড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। আলোচনা সভা শেষে রাতব্যাপী ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল গফরগাঁও ইসলামিয়া হাই স্কুল ময়দানে হযরত মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় বক্তৃতা করেন বর্ষীয়ান জননেতা আতাউর রহমান খান

গত বৃহস্পতিবার গফরগাঁও সরকারী ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠে প্রখ্যাত আলেম, রাজনীতিবিদ মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি অধ্যাপক আবদুল মান্নান, দৈনিক জনতা'র সম্পাদক জনাব নানাউল্লা নূরী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী—সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব ২৪-৯-৮৯

মাওলানা পাঁচবাগীর আজ মৃত্যুবার্ষিকী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী (জাতীয় সংসদে স্বীকৃত) ও একাধারে তিন দশক ধরে নির্বাচিত এমএলএ ও এমএনএ হযরত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ)-এর আজ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর শতাধিক বছর বয়সে ময়মনসিংহের ৯০ নং ব্রাহ্মপল্লীস্থ নিজস্ব বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন। আদর্শবাদী মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী আজীবন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জমিদারদের অত্যাচার ও সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে জমিদার, জিন্না ও আইয়ুবের বিরুদ্ধে এক হাজার একুশটি (১০২১) মোকদ্দমায় বিজয়ী হয়ে কিংবদন্তীর মহানায়কে পরিণত হন।

প্রখ্যাত রাজনীতিক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ পাঁচবাগ, গফরগাঁও ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে মাইকবিহীন কোরানখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গতবারের মত এবারেও গফরগাঁও-এর পাঁচবাগে বিশাল স্মরণসভার ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া মাতৃভাষা পরিষদ, আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ সমিতি, সাবেক গ্রাম সরকার (আকরাম-নকুল), কেন্দ্রীয় সংসদ ও জাতীয় হোমিও মেডিকেল পরিষদ মাওলানা পাঁচবাগী স্মরণে পৃথক পৃথক স্মরণসভার আয়োজন করেছে। সংবাদ,

দৈনিক ইত্তেফাক ২৪-৯-৮৯

আজ মাওলানা পাঁচবাগীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী ও একাধারে তিন দশক ধরিয়া নির্বাচিত এম, এল, এ ও এম, এন, এ হযরত মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী (রহ:)-এর আজ (রবিবার) প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী।

এই উপলক্ষে আজ পাঁচবাগ, গফরগাঁও ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে মাইকবিহীন কোরানখানি ও দোওয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হইবে। মাতৃভাষা পরিষদ, আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ সমিতি, সাবেক গ্রাম সরকার (আকরাম-মুকুল) কেন্দ্রীয় সংসদ ও জাতীয় হোমিও মেডিকেল পরিষদ মাওলানা পাঁচবাগীর স্মরণে পৃথক পৃথক স্মরণ সভার আয়োজন করিয়াছে।

দৈনিক [illegible]

আজ মওলানা শামসুলহুদার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আজ রবিবার মওলানা শামসুল হুদ পাচবাগীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী। এ উপলক্ষে গফরগাঁওয়ের পাচবাগে বিশাল স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া মাতৃভাষা পরিষদ, আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পারিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ সমিতি, জাতীয় হোমিও মেডিকেল পরিষদ পৃথক পৃথক স্মরণ সভার আয়োজন করেছে।

উল্লেখ্য, মওলানা পাচবাগী শেরে বাংলা ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীর সহযোদ্ধা ছিলেন। সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে ১ হাজার ২১টি মোকদ্দমায় বিজয়ী হন।

দৈনিক জনতা ২৪/৯/৮৯

মওলানা পাঁচবাগীর মৃত্যুবার্ষিকী আজ

।।বিশ্ববিদ্যালয়রিপোর্টার।।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর আজ পহেলা মৃত্যুবার্ষিকী। '৮৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এই দিনে শতাধিক বছর বয়সে তিনি ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণপল্লীতে তার বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ পাঁচবাগ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে কুরআনখানি এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া মাতৃভাষা পরিষদ, আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যান সমিতি, জাতীয় হোমিও মেডিক্যাল কল্যাণ পরিষদ মওলানার স্মরণে পৃথক পৃথক কর্মসূচি নিয়েছে।

দৈনিক মিল্লাত ২৪/৯/৮৯

মওলানা পাঁচবাগীর মৃত্যুবার্ষিকী আজ

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী ও একাধারে তিন দশক ধরে নির্বাচিত এমএলএ ও এমএনএ হযরত মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ) প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। গত বছরের এ দিনে শতাধিক বছর বয়সে ময়মনসিংহের নিজস্ব বাসভবনে তিনি ইন্তেকালকরেন।

মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী আজীবন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জমিদারদের অত্যাচার ও সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এক হাজার একুশটি মোকদ্দমায় বিজয়ী হয়ে কিংবদন্তীর মহানায়কে পরিণত হন।

শেরে বাংলা ও মওলানা ভাসানীর শ্রদ্ধাভাজন সহযোদ্ধা মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ইসতেহার সাহিত্য রচনায় হাত দেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৫টি ভাষায় ১০ হাজারেরও অধিক ইসতেহার প্রকাশ করেন।

মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ পাঁচবাগী গফরগাঁও ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গতবারেও গফরগাঁও-এর পাঁচবাগে বিশাল স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। -প্রেসবিজ্ঞপ্তি।

বাংলার বাণী ২৪-৯-৮৯

আজ শামসুলহুদা পাঁচবাগীর মৃত্যু বার্ষিকী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলম, সাবেক এমএলএ ও এমএনএ হযরত মাওলানা শামসুল হুদা পাচবাগীর (রহঃ) আজ রোববার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর শতাধিক বছর বয়সে ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণপল্লীস্থ নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রখ্যাত রাজনীতিক মাওলানা শামসুল হুদা পাচ বাগীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আজ গফরগাও ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে কোরআনখানী দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গফরগাঁও-এর পাচবাগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

দৈনিক আজাদ ২৪/৯/৮৯

হজরত মওলানা শা. সুল হুদা পাচবাগী

আজ শামসুল হুদা পাঁচবাগীর মৃত্যুবার্ষিকী

।। নিজস্ব প্রতিবেদক ।।

আজ রবিবার উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হুদ পাঁচবাগীর (রহঃ) ১ম মৃত্যু বার্ষিকী। শেরে বাংলা ও মওলানা ভাসানীর শ্রদ্ধাভাজন শামসুল হুদা পাঁচবাগী ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জমিদারদের অত্যাচার, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ১ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে পাঁচবাগ, গফরগা ও মোমেনশাহীর বিভিন্ন সংগঠন আজ কোরআন খানি ও দোয়া মহফিলের আয়োজন করিয়াছে।

দৈনিক সংগ্রাম ২৪/৯/৮৯

আজ মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আজ রোববার উপ মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী (জাতীয় সংসদে স্বীকৃত) ও একাধিকবার নির্বাচিত এম, এল, এ, ও এম, এন, এ, মাওলানা শামছুল হুদা পাচবাগী (রহঃ)-এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী।

মওলানা শামছুল হুদা পাচবাগী আজীবন শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জমিদারের অত্যাচার ও সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে জমিদার, জিন্না ও আইয়ুবের বিরুদ্ধে এক হাজার একুশটি মোকদ্দমায় বিজয়ী হয়ে কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন।

মওলানা শামছুল হুদা পাচবাগীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ পাচবাগ, গফরগাঁও ও মোমেনশাহীর বিভিন্ন স্থানে মাইকবিহীন কোরআন খানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গতবারের মত এবারেও গফরগাঁও-এর পাচবাগে বিশাল স্মরণ সভার ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া মাতৃভাষা পরিষদ, আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ সমিতি, সাবেক গ্রাম সরকার (আকরাম-নূরুল) কেন্দ্রীয় সংসদ ও জাতীয় হোমিও মেডিকেল পরিষদ মওলানা পাচবাগীর স্মরণে পৃথক

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভা ও ওয়াজ মাহফিলের কার্যক্রম '১৯৮৯

بسم الله الرحمن الرحيم

সুধী,

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, প্রবীণতম রাজনীতিবিদ ও কিংবদন্তীর মহানায়ক পীরে কামেল হযরত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ) স্মরণে আসছে ১লা নভেম্বর '৮৯ ইং মোতাবেক ১৬ই কার্তিক, ১৩৯৬ বাংলা, রোজ বুধবার, বেলা একটায় পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা ময়দানে এক ঐতিহাসিক স্মরণ সভা ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব শেখ শহিদুল ইসলাম ও মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব নাজিম উদ্দীন আল আজাদ যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতে সহৃদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। স্মরণ সভায় মাওলানা পাঁচবাগীর ঐতিহাসিক ও সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম।

আলোচক ঃ

শিক্ষাবিদ

অধ্যাপক এম, এ, মান্নান
ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব আবদুর রশিদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

অধ্যাপক, আঃ মান্নান
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক

জনাব সাইফুল বারী, চেয়ারম্যান
(রেডিও-টেলিভিশন), জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী,
চেয়ারম্যান, (বা, স, স) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা এবং শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের একমাত্র পুত্র ও সাবেক মন্ত্রী জনাব ফয়জুল হক

স্মরণ সভায় ও ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে বিশেষ দোয়ায় শামিল হউন ও মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করুন।

মাওঃ আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যক্ষ, পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা / আহবায়ক, স্মরণ সভা প্রস্তুতি কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টসমূহের ফটোকপিঃ

মওলানা পাঁচবাগীর স্মৃতিতে স্মরণসভা

(সংবাদদাতা)

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) ৪ঠা নবেম্বর।—সম্প্রতি এখানে পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ময়দানে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতা মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট আলেম মওলানা আবু বকর সিদ্দিক এতে সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ মান্নান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল বারী প্রমুখ জাতীয় জীবনে মওলানা পাঁচবাগীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দৈঃ বাংলাঃ ৫.১১.৮৯

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণসভা

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ), ৯ নভেম্বর (সংবাদদাতা)।— উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী, একাধারে তিন দশক ধরে নির্বাচিত সাবেক এম এল এ এবং প্রবীণতম রাজনৈতিক হযরত মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ) স্মরণ সভায় শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তির জন্য মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা।

সম্প্রতি গফরগাঁও উপজেলার পাঁচবাগ ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী একথা বলেন। বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ মান্নান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সাইফুল বারী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মাতৃভাষা পরিষদের মহাসচিব ডাঃ উলফত রানা, বাংলাদেশ হিন্দুকল্যাণ পরিষদের সভাপতি শ্রীনকুল চন্দ্র সাহা, স্থানীয় এমপি এনামুল হক উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম মুর্শেদ, সাবেক এমপি আবুল হাশেম ও ফজলুর রহমান সুলতান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পাঁচবাগীর চরিত্র গুণাবলী ও আদর্শ বিশ্লেষণ করতে হবে। তার স্মৃতিচারণ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম। এজন্য পাঁচবাগীর আজীবন সাধনা ও কর্মের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী একটি পুস্তক প্রকাশনা এবং ১৯২১ সালে মাওলানা পাঁচবাগী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঁচবাগী ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণাকরেন।

এছাড়া ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ মান্নান বলেন, পাঁচবাগীর কথা ও কাজে সব সময় মিল পাওয়া যেতো। কিন্তু আমাদের মধ্যে তার প্রতিফলন না ঘটায় দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, বৃটিশ আমলে যখন মুসলিম সমাজ নিগৃহীত হতেন পাঁচবাগী তখন জোর প্রতিবাদ করতেন। এ জন্যে তিনি বহুবার তৎকালীন সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। স্মরণসভার দু'টি অধিবেশনের পর রাতব্যাপী ওয়াজ মাহফিল এবং ফজরবাদ আখেরী মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াজ মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মহিউদ্দিনখান। সিন্নাত: ১২.১১.৮৯

মওলানা পাঁচবাগী স্মরণে আলোচনা সভা

... ব্যক্ত করেন। স্থানীয় সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে উক্ত স্মরণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখিয়াছেন, প্রবীণ রাজনীতিবিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান, দৈনিক জনতার সম্পাদক জনাব সানাউল্লাহ নূরী, খবর সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান মীজান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, স্থানীয় এম পি জনাব এনামুল হক, সাবেক এম পি জনাব আবুল হাশেম, ফজলুর রহমান, ডাঃ উলফত রানা প্রমুখ। আজাদ: ৩০.১০.৮৯

Dhaka University Institutional Repository

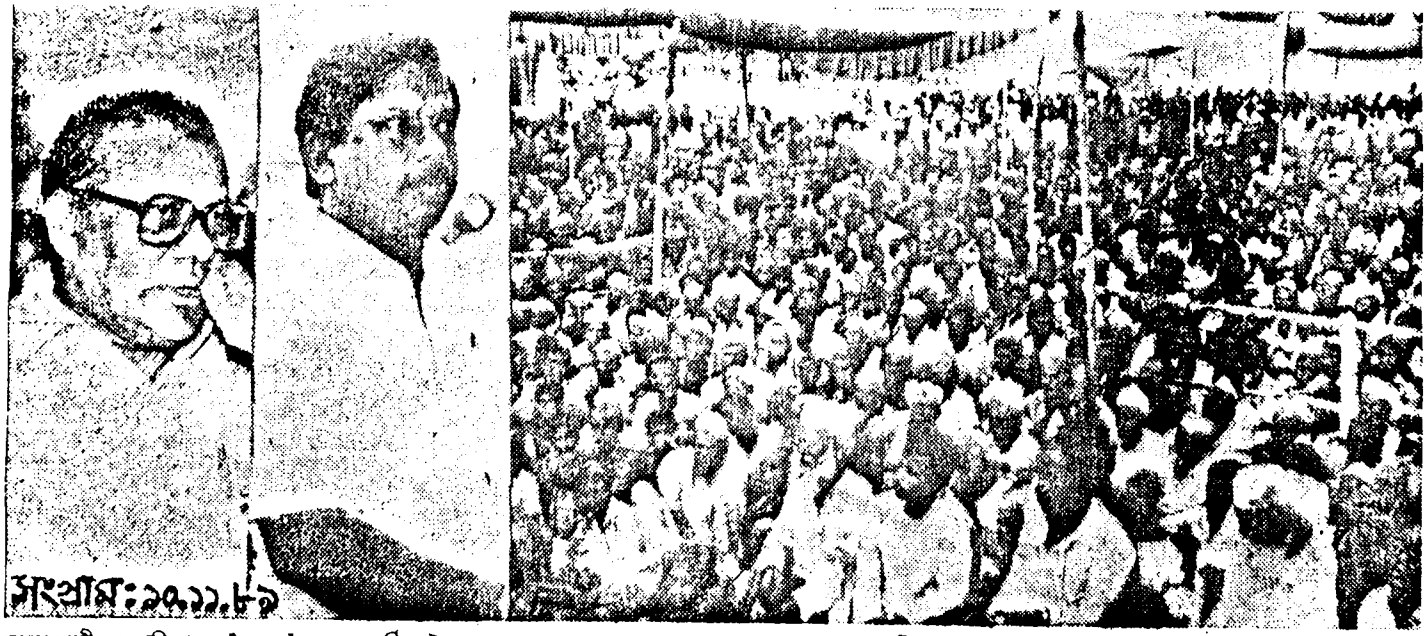

রাজশাহীঃ সম্প্রতি গফরগাঁয়ের পাঁচবাগে অনুষ্ঠিত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা পাঁচবাগীর স্মরণে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করছেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদ, ডিসি আবদুল মান্নান, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও মাতৃভাষা পরিষদের মহাসচিব ডাঃ উলফত রানা

'জনগণের মুক্তির জন্যে পাঁচবাগী আজীবন সংগ্রাম করেছেন'

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ), ৪ঠা নভেম্বর সংবাদদাতা।- উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী, একাধারে তিন দশক ধরে নির্বাচিত সাবেক এম এল এ এবং প্রবীণতম রাজনীতিক মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ) স্মরণসভায় শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তির জন্য পাঁচবাগী আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা।

গত বুধবার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচবাগ ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এই স্মরণসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম এ মান্নান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সাইফুল বারী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মাতৃভাষা পরিষদের মহাসচিব ডাঃ উলফত রানা, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ পরিষদের সভাপতি নকুল চন্দ্র সাহা, স্থানীয় এম পি এনামুল হক, উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম মুর্শেদ, সাবেক এস পি আবুল হাশেম ও ফজলুর রহমানসুলতান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ আমাদের পাঁচবাগীর চরিত্র গুণাবলী ও আদর্শ বিশ্লেষণ করতে হবে। তাঁর স্মৃতিচারণ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম। এজন্য পাঁচবাগীর আজীবন সাধনা ও কর্মের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। মন্ত্রী একটি পুস্তক প্রকাশনা এবং ১৯২১ সালে মাওলানা পাঁচবাগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঁচবাগ ইসলামীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণাকরেন।

অধ্যাপক এম এ মান্নান বলেন, পাঁচবাগীর কথা ও কাজে সব সময় মিল পাওয়া যেতো কিন্তু আমাদের মধ্যে তার প্রতিফলন না ঘটায় দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। তিনি বলেন, মাওলানা পাঁচবাগীর আদর্শভিত্তিক জীবন ও কর্মের উপর স্কুল-কলেজ ভিত্তিক পাঠ্য পুস্তক রচনা করে জাতিকে আলোর দিকে ধাবিত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ডাঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, বৃটিশ আমলে যখন মুসলিম সমাজ নিগৃহীত হত পাঁচবাগী তখন জোর প্রতিবাদ করতেন। এ জন্য তিনি বহুবার তৎকালীন সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, পাঁচবাগীর আন্দোলনের আদর্শে জাতিকে গড়ে তুলতেহবে।

সাইফুল বারী বলেন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে পাঁচবাগীর সংগ্রাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সৎ নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। তিনি পাঁচবাগীর অমর স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্যে রেডিও-টেলিভিশনের সম্ভাব্য সব কিছু করারআশ্বাস দেন।

স্মরণসভার দু'টি অধিবেশনের পর সারারাতব্যাপী ওয়াজ মাহফিল এবং ফজরবাদ আখেরী মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াজ মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহিউদ্দিনখান

Dhaka University Institutional Repository

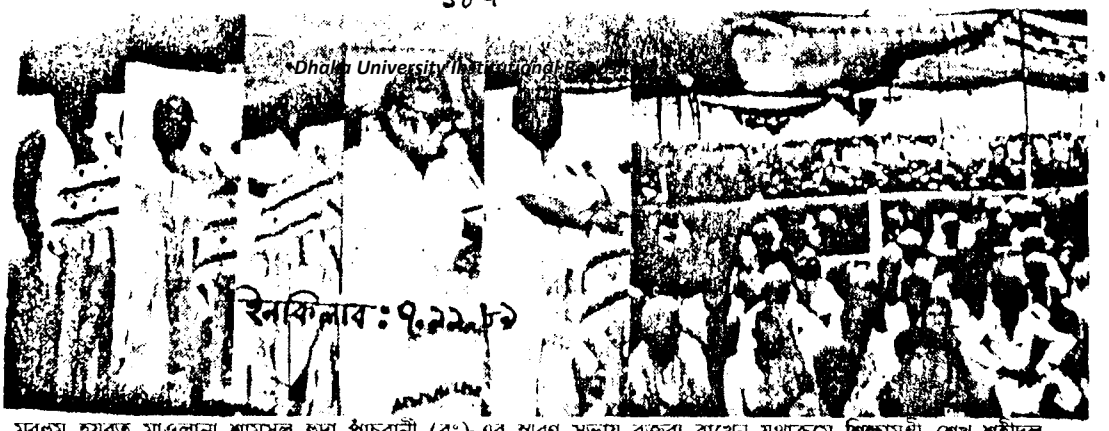

মরহুম হযরত মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী (রঃ)-এর স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, ভিসি অধ্যাপক এম এ মান্নান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল বারী, বাসস চেয়ারম্যান ডঃ আশরাফ দিদ্দিকী ও মাতৃভাষা পরিষদের মহাসচিব ডাঃ উলফত রানা।

গফরগাঁও-এ স্মরণ সভা

মাওলানা পাঁচবাগীর আদর্শ জাতিকে দিক-নির্দেশনাদেবে

।। সংবাদদাতা ।।

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ), ৬ নভেম্বর।— উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মরহুম হযরত মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী (রহঃ) স্মরণে সম্প্রতি গফরগাঁও'র পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ময়দানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান দূর দৃষ্টিসম্পন্ন নেতা।

বিশিষ্ট আলেম হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই স্মরণ সভায় অন্যান্যের বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম, এ, মান্নান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল বারী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মাতৃভাষা পরিষদের মহাসচিব ডাঃ উলফত রানা, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ পরিষদের সভাপতি নকুল চন্দ্র সাহা, স্থানীয় এমপি এনামুল হক, উপজেলা চেয়ারম্যান এস, এম, মুর্শেদ, সাবেক এসপি জনাব আবুল হাশেম ও ফজলুর রহমান সুলতান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পাঁচবাগীর চরিত্র গুণাবলী ও আদর্শ বিশ্লেষণ করতে হবে। তার স্মৃতিচারণ ভবিষ্যত নাগরিকদের দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম। এ জন্য পাঁচবাগীর আজীবন সাধনা ও কর্মের ওপর গ্রন্থ প্রণয়ন করে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী একটি পুস্তক প্রকাশনা এবং ১৯২১ সালে মাওলানা পাঁচবাগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম, এ, মান্নান বলেন, পাঁচবাগীর কথা ও কাজে সব সময় মিল পাওয়া যেতো। কিন্তু আমাদের মধ্যে তার প্রতিফলন না ঘটায় দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। তিনি বলেন, মাওলানা পাঁচবাগীর আদর্শভিত্তিক জীবন ও কর্মের উপর স্কুল-কলেজভিত্তিক পাঠ্য পুস্তক রচনা করে জাতিকে আলোর দিকে ধাবিত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, বৃটিশ আমলে যখন মুসলিম সমাজ নিগৃহীত হতেন পাঁচবাগী তখন জোর প্রতিবাদ করতেন। এ জন্যে তিনি বহুবার তৎকালীন সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, মাওলানা পাঁচবাগীর আন্দোলনের আদর্শে জাতিকে গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল বারী বলেন, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে পাঁচবাগীর সংগ্রাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সৎ নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। তিনি মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর অমর স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্যে রেডিও-টেলিভিশনে সম্ভাব্য সব কিছু করার আশ্বাস দেন।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর লিখিত বইয়ের তালিকাঃ

১। গ্রামে জুমুয়া

২। ইল্‌ম

৩। বাকী বেচা কেনা

৪। বাহাসের সভা

৫। কাদিয়ানী তত্ত্ব

৬। মোবাদিউল মানতেক

৭। জেলখানার সওগাত

৮। ক্বারী জীবনের উপঢৌকন

৯। কিতাবুল আদইয়া

১০। আল হুকুমুল ওরফী

১১। ইয়া বুশরা লিল মুজাহেদীন

১২। সরকারী খুৎবা কি হাকিকত

১৩। বার্থকন্ট্রোল নয় ব্যর্থ কন্ট্রোল ।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

সহায়ক তথ্যপঞ্জী :

হারুন-অর-রশিদ - দ্যা ফরশেডোইং অব বাংলাদেশ, ১৯৮৭

আবুল মনসুর আহমদ - আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

ফজলুল হক, এ,কে,(শেরে বাংলা) বেঙ্গল টু-ডে

বিশ্বাস,দুলাল - "কিংবদন্তীর নায়ক শামছুল হুদা পাঁচবাগী"

এখনই সময় , ১ম বর্ষ,১০ম সংখ্যা, ১৭ই জানুয়ারী,১৯৮৮

সিদ্দিকী, মহবুত হোসেন - "একজন পথিকৃত সাংবাদিক মাওলানা

শামছুল হুদা পাঁচবাগী"

কালের কলম,সাপ্তাহিক পত্রিকা সাংবাদিক ইউনিয়ন স্মরণিকা '৮৭

লুৎফর রহমান,মাওলানা মোহাম্মদ - "মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী,

দৈনিক সংগ্রাম', ২৩শে অক্টোবর, '৮৮

খান আতাউর রহমান - "আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা পাঁচবাগী "

বন্ধন, বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা রেকসিন প্লাস্টিক সু -

মেটোরিয়াল বনিক সমিতির বিশেষ স্মরণিকা '৮৯

রাণা, উলফত - 'হৃদয়ে রণাঙ্গন', ১৯৮৮

খান, মুহিউদ্দিন - "মাওলানা শামছুল হুদা ", অগ্রপথিক',

৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়াছেন ঃ

৬ঃ আশরাফ সিদ্দিকীঃ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লোক গবেষক ও লেখক । দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বর্তমানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)'র চেয়ারম্যান।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৯০

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনঃ

শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস, বাঙালী লেখক সৃষ্টির মহান কারিগর ও সৃজনশীল অগ্রণী সাহিত্য পত্রিকা অধুনালুপ্ত 'সওগাত' সম্পাদক ।

১৮ই এপ্রিল,১৯৯০

আতাউর রহমান খানঃ

প্রবীণ রাজনীতিবিদ । তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, বিশিষ্ট আইনজীবি ও বর্তমান সরকারের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ।

২০শে মে, ১৯৯০

সৈয়দ আজিজুল হক মান্না মিয়া ঃ

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ,শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের ভাগিনা ও ব্যক্তিগত সচিব এবং সাবেক মন্ত্রী ।

৬ই মে, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম সুফিয়া কামাল

বিশিষ্ট কবি ও লেখিকা;

২৫শে জুন, ১৯৯০ ।

সৈয়দ আব্দুস সুলতান

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

১৮ই জুলাই, ১৯৯০ ।

সাইফুল বারী

চেয়ারম্যান,

জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ;

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ।

বদরুদ্দিন উমর

সভাপতি,

বাংলাদেশ লেখক শিবির,

১৮ই জুলাই, ১৯৯০ ।

আরিফুল হক,

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব;

১৪ই জুলাই, ১৯৯০ ।

শ্রী নকুল চন্দ্র সাহা

সভাপতি, বাংলাদেশ হিন্দুকল্যাণ পরিষদ,

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী মোঃ আব্দুল মতিনঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর তাঁর শিষ্য ।

১৯৩৭, ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সব ক'টি নির্বাচনে মাওলানা পাঁচবাগীর হয়ে ইমারতের পতাকা হাতে মিছিলের নেতৃত্বসহ আন্দোলনের অন্যান্য দায়িত্বও পরম নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন ।

১৬ই মে, ১৯৯০ ।

মোঃ নাজমুল হুদা ঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ।

গফরগাঁও সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক; কবি ও প্রবন্ধিক।

১১ই মে, ১৯৯০ ।

মহিউদ্দিন আহমেদ ঃ

বিশিষ্ট ভেষজ বিজ্ঞানী ও গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সিনিয়র সহকারী শিক্ষক ।

১১ই মে, ১৯৯০ ।

মোঃ ফজলুল করিমঃ

বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক ।

১১ই মে, ১৯৯০ ।

মুহিউদ্দিন খাঁন ঃ

মাওলানা পাঁচবাগীর ছাত্র, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ।

সম্পাদক, মাসিক মদিনা,

৬ই আগষ্ট, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আঃ ছাত্তারঃ

গফরগাঁয়ের প্রবীন সাংস্কৃতিক সংগঠক;

অগ্নিশীলা নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক।

১০ই মে, ১৯৯০ ।

সন্তোষ কুমার সাহাঃ

গফরগাঁও বাজারের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ;

সামাজিক কর্মকান্ডে নিবেদিত প্রাণ ।

১০ই মে, ১৯৯০ ।

মোছাম্মাৎ জাহানারা বেগমঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাচঁবাগীর ৪র্থ পত্নী ।

বিদ্যানুরাগী, উদার ও সংস্কারবদ্ধ লেখিকা ।

৫ই আগস্ট, ১৯৯০ ।

মোছাম্মাৎ সাজেদা সুলতানাঃ

মাওলানা পাঁচবাগী ; সিনিয়র সহকারী শিক্ষিকা, কামরুন্নেছা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা ।

১৫ই জুলাই, ১৯৯০ ।

এ, আর, এম রশিদুজ্জামানঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর পুত্রতুল্য বিশিষ্ট গবেষক, বহুভাষাবিদ লেখক । ভূতপূর্ব রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর, পাকিস্তান ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। বর্তমানে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুসন্ধায়ক পদে কর্মরত।

৫ই জুলাই, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

উলফত রানা ঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর প্রপৌত্র ; দেশময় সাড়া জাগানো জাতীয় সংসদে আলোচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস "হৃদয়ে রণাঙ্গন" খ্যাত বাদশাহ ফয়সল সাহিত্য পুরস্কারসহ বেশ ক'টি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত তরুন সাহিত্যিক, বিরল ও দুর্লভ প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগ্রাহক এবং উদারমনা সমাজ সংগঠক ।

৩রা এপ্রিল, ১৯৯০ ।

হাফেজ মোঃ আঃ মজিদ ঃ

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর আজীবন বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সঙ্গী ; ছয় বছর বয়স থেকে শুরু করে পাঁচবাগী সাহেবের মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য অর্জনকারী ।

৩রা জুন, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশেম

প্রাক্তন এম,পি,এ, গফরগাঁও,ময়মনসিংহ।

১৬ই মে, ১৯৯০ ।

ফজলুর রহমান সুলতান

প্রাক্তন এম,পি,এ, গফরগাঁও,ময়মনসিংহ ;

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ।

আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ

চেয়ারম্যান, গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ ;

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ;

১৬ই মে, ১৯৯০ ।

আলাল আহম্মদ

বিশিষ্ট রাজনীতিক,

গফরগাঁও,ময়মনসিংহ ;

১২ই মে, ১৯৯০ ।

মীর আবু তালেব খোকা

চেয়ারম্যান,

গফরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ ;

১৬ই মে, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ পরিশিষ্ট ঃ-

মাওলানা পাঁচবাগী সুহৃদে লিখিত একটি চিঠির ফটোকপিঃ

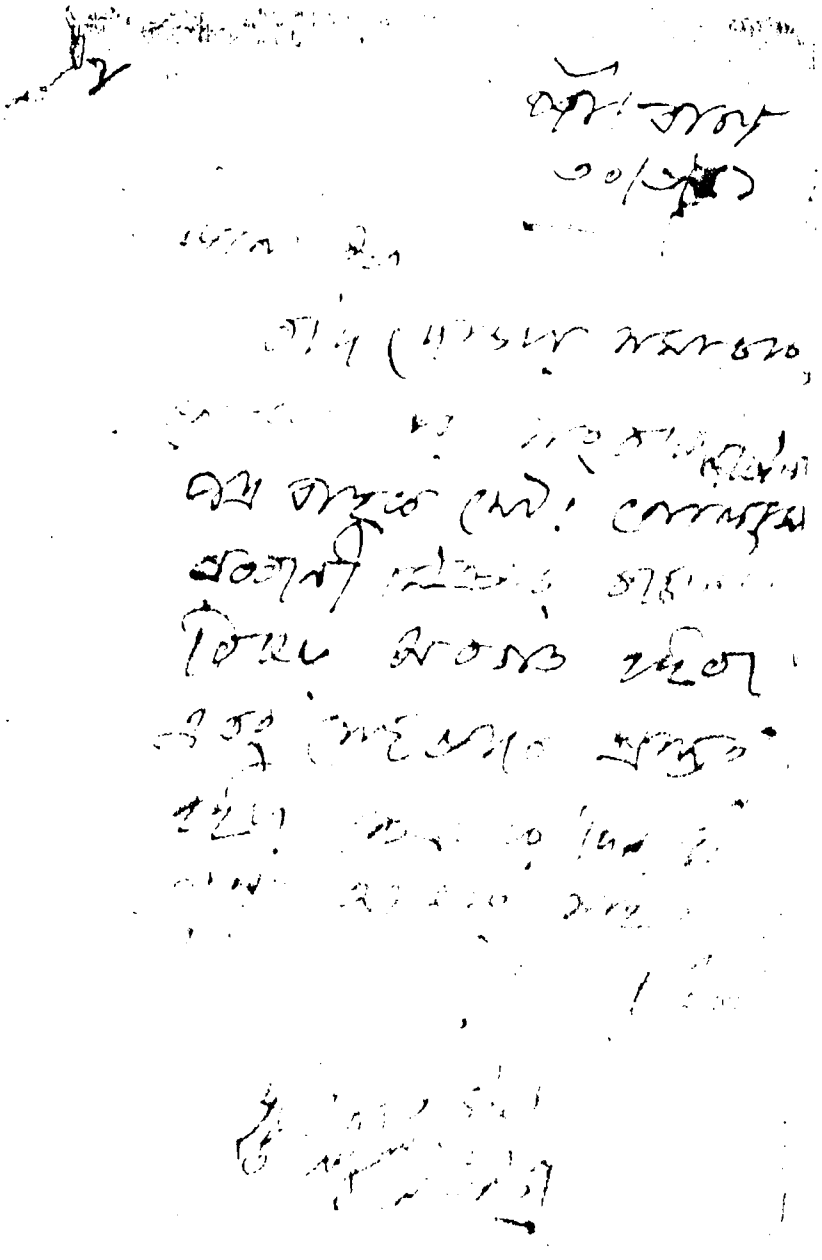

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ভাসানীর স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠির ফটোকপিঃ

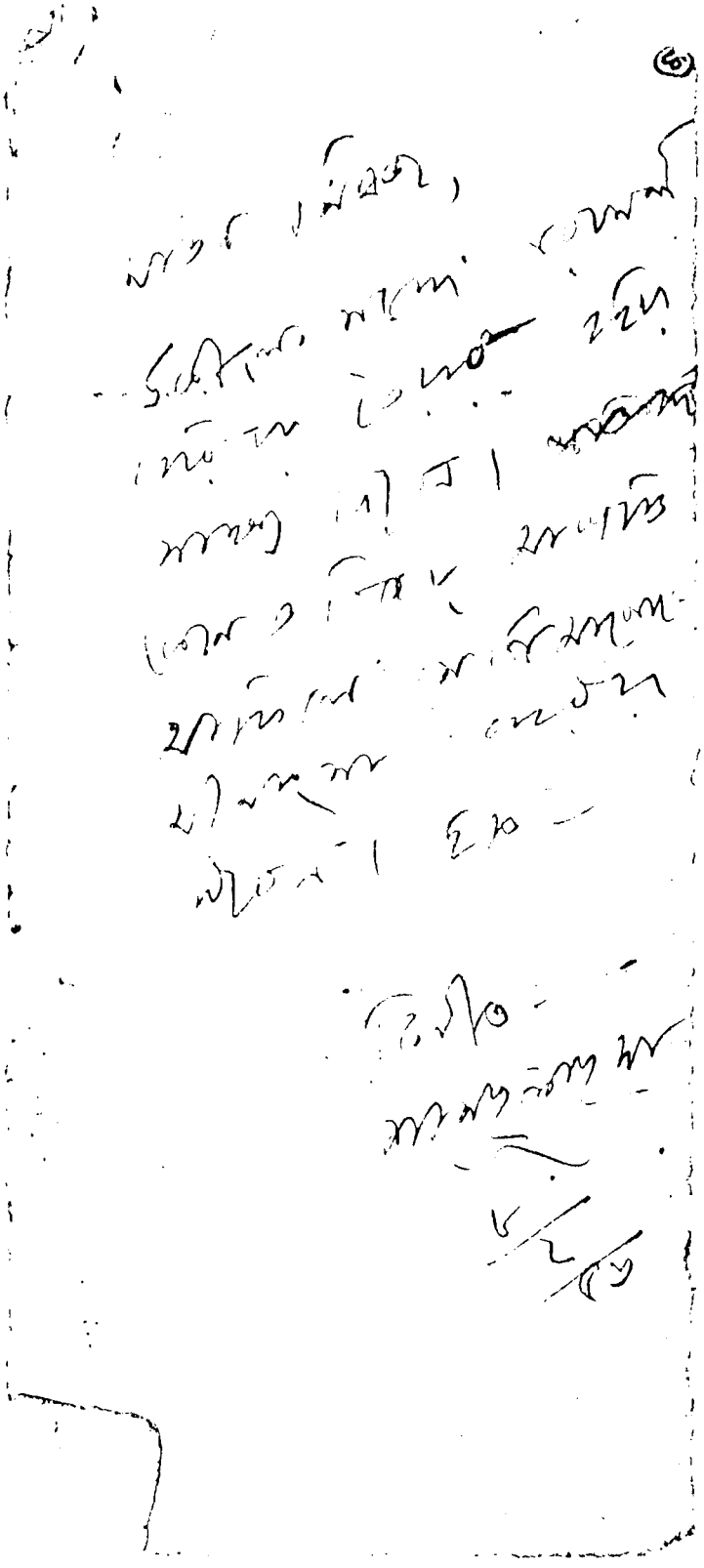

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর সুমস্তে লেখা কয়েকটি ইশতেহারের মুসাবিদার ফটোকপিঃ

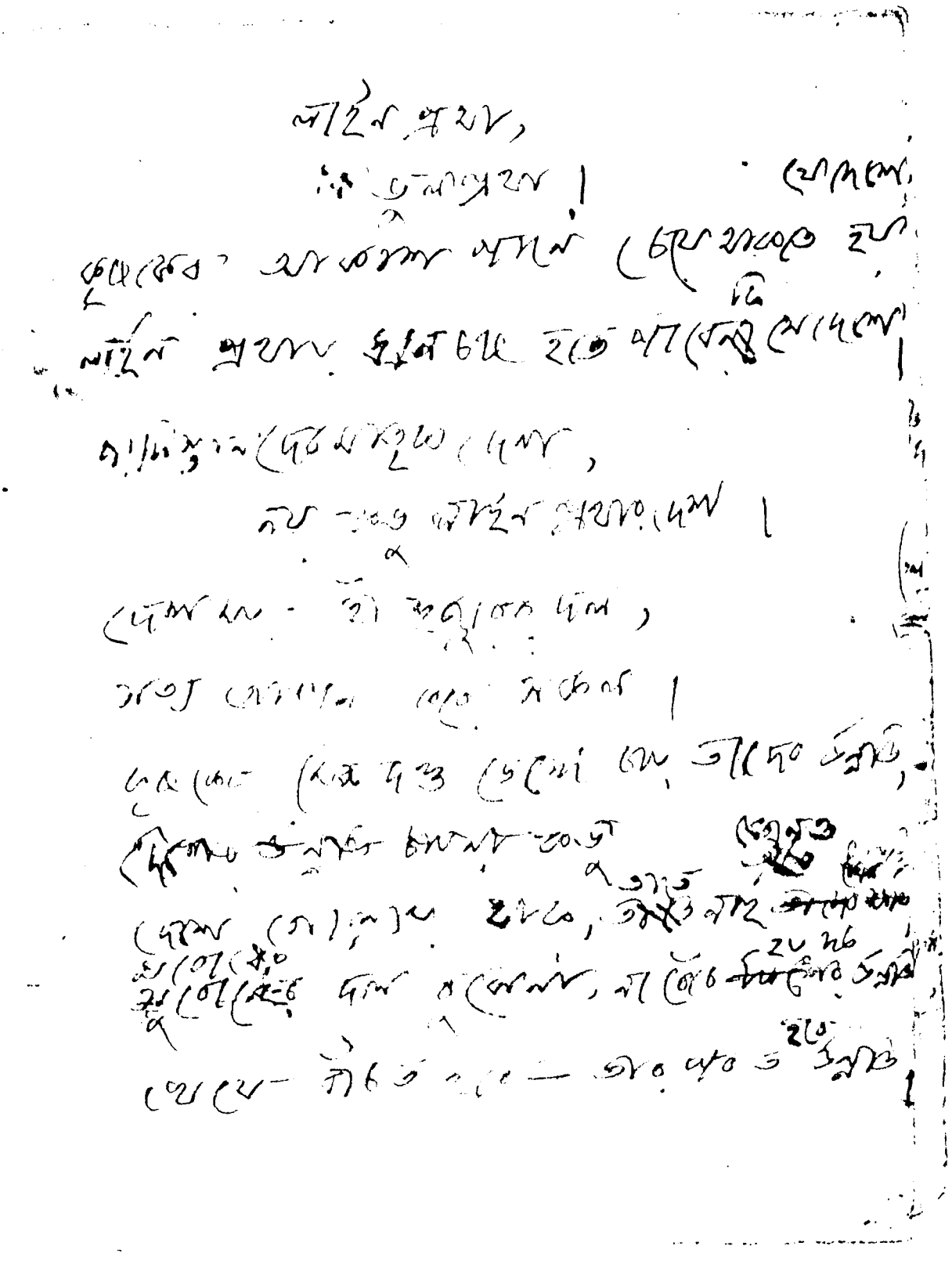

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

السياسة الدينية او الادارة هي الامارة في عالم الاسلام جميعا

~~او الادارة في عالم الاسلام~~ الامارة هي السياسة الدينية

ان الامارة تقوم مقام السياسة الا وهي في عالم الاسلام جميعا قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - الرجال هنا لهم صفة المسلمين [illegible]

[illegible] والطاعة [illegible]

[illegible] رجال الحكومة [illegible] رجال الحكومة [illegible]

الحكومة تكون بحسب الامارة [illegible]

[illegible] الملك [illegible] الحكومة [illegible]

Commender [illegible] Commend

Dhaka University Institutional Repository

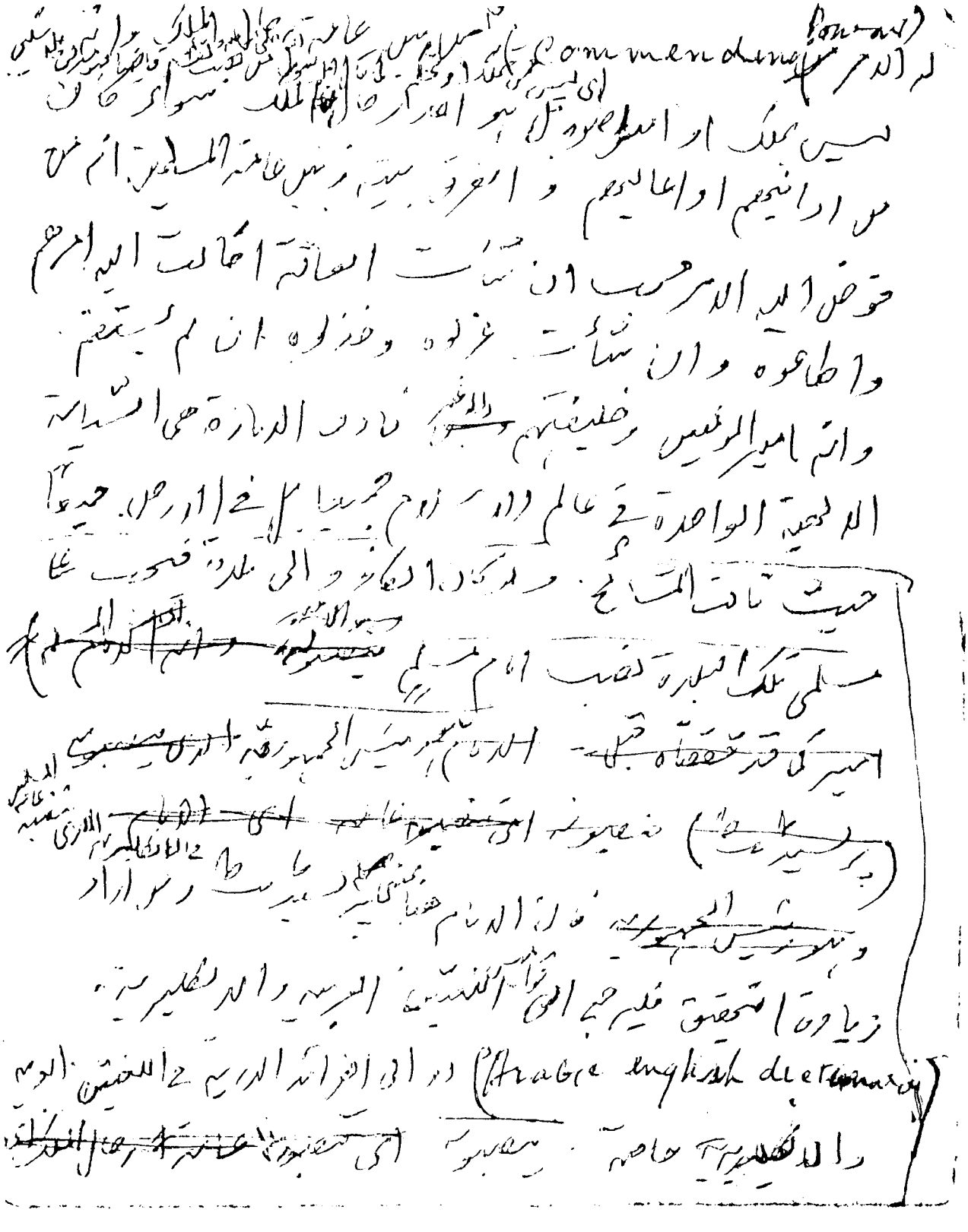

Dhaka University Institutional Repository

পাক্ষিক—

দীন-দুনিয়া

DEEN-DUNIA

দুনিয়াকে না ছাড়ি—দীনকে ছাড়তে না পারি,
দীন-দুনিয়া মোদের এ বাড়ী আর ও বাড়ী।
ধর্ম্ম ও রাজনীতি নয় মোদের ভিন্ নীতি,
এই সঙ্গে জড়িত আছে, মোদের অর্থনীতি।

সম্পাদক—মওলানা শামছুলহুদা এম, পি, এ।
(পাঁচবাগ)

ফয়েজী দাওয়াখানা
মৃত্যুঞ্জ স্কুল রোড, মোমেনশাহী।

এখানে পাক উপাদানে সমস্ত হাকিমী ঔষধ তৈয়ার হয়। সাক্ষাতে বা পত্র দ্বারা রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। ছাত্রদের জন্য কন্সেশন ও গরীবের জন্য ফ্রি।

প্রোঃ হাকিম মোঃ শামছুল হক নাবাতাতী।

দীন-দুনিয়ার চাঁদার হার—
বার্ষিক (সডাক) ৩৲
ষান্মাসিক ,, ১৸০
প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।
মূল্য অগ্রিম দেয়।
ম্যানেজার—
দীন দুনিয়া কার্য্যালয়,
১৮নং মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড,

১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা বুধবার ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৪ ১০ই মোহররম ১৩৭৭ 7th August 1957

সাধারণ নির্ব্বাচনে

ভোটার লিষ্ট মুদ্রণে সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ।

জনস্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত।

মুদ্রা-শিল্প ব্যাহত।

চিরদিন দেশের প্রেসগুলি সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোটার লিষ্ট ছাপাইয়া আসিতেছে। আজ গভর্ণমেণ্টের হঠাৎ কি খেয়াল চাপিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট নিজেই ভোটার লিষ্ট ছাপাইয়া ফেলিবেন। দেশের সমস্ত প্রেস মিলিয়া (একযোগে) যে কাজ সমাধা করিতে না পারে গভর্ণমেণ্ট-প্রেস একলা-ই সে কাজ সমাধা করিয়া ফেলিবে এবং গভর্ণমেণ্ট ছাপার জমা কড়িগুলি একমোটে হাতে পাইয়া রাতারাতি ধন-কুবের হইয়া পড়িবেন, কি বুদ্ধি! বলিতে কি, গভর্ণমেণ্টপ্রেস একলা কিছুতেই এতবড় কাজ সমাধা করিতে পারিবে না। ফলে হয় ইলেকসন পিছাইয়া নেওয়া হইবে হয়ত এরূপ দুরভিসন্ধি ইহার ভিতর নিহিত আছে) অথবা শেষ পর্য্যন্ত মুখ চিনিয়া নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি খয়রখাহ্ (খাতেরিয়া) প্রেসে ছাপার কাজগুলি বণ্টন করতঃ ছোটখাট প্রেসগুলিকে সমূলে ধ্বংশ করিয়া দিয়া স্বজন প্রীতির নিদর্শনরূপে সংশ্লিষ্ট প্রেস গুলিকে বাঁচাইয়া রাখা হইবে। শুধু ইহাই নহে, তা'তে সংশ্লিষ্ট মহলও বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন। বলা বাহুল্য যে ছোট খাট প্রেসগুলি শুধু নির্ব্বাচনীকাজ করিয়া এক এক প্রিয়ড, করিয়া বাঁচিয়া বা টিকিয়া আছে। এই প্রেসগুলির কল্যাণে দেশের অনেকটা বেকার সমস্যা সমাধান হইয়া থাকে। ইহা ধ্রুব সত্য যে সাধারণ নির্ব্বাচনে একত্রে কিছু টাকা পাওয়া যাইবে—এই আশায় বুক বাঁধিয়া প্রেসের মালিকগণ বোঝা স্বরূপ কতগুলি লোকের প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এই ভাবে দেশের কল্যাণে শিল্পটি বাঁচিয়া আছে। নচেৎ মুষ্টিমেয় লোকের প্রয়োজনে এই প্রেসগুলি বাচিয়া থাকিতে পারিত না। জন দরদী গভর্ণমেণ্ট এই জনহিতকর শিল্পটিকে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চান? অথচ তাহারা নাকি আদা-জল খাইয়া শিল্প বিস্তারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বলি, তাহারা বলিতেছেন কি আর করিতেছেন বা কি? কথায় বলে, যত কয় তত নয়—কথাটি মিথ্যা নয়। উপসংহারে জিজ্ঞাসা করি, গভর্ণমেণ্ট'প্রেস কি স্বয়ং সম্পূর্ণ? তাতে কি কমবেশী লোকের দরকার হইবে না এবং

৪র্থ পৃঃ দ্বিঃ কঃ

গড্ডলিকা প্রবাহ।

এই কি আবার নূতন হুজুগ শম্ভুগঞ্জে সম্ভূত? শম্ভুগঞ্জ—না, ভেড়াগঞ্জ?

ভেড়ার দলের একটা নিয়ম আছে—পালের গোদা (প্রধান) যে দিকে চলে দল সেই দিকে চলে। এমন কি বোকারাম (ভেড়াকান্ত) পানিতে ঝাপ দিলে আর আর মেষগুলিও পানিতে ঝাপ দেয়। মূর্খেরও এই রীতি। এদের দলের একটা যে দিকে চলে দল সেই দিকে চলে। পণ্ডিত মূর্খ ও তথৈবচ। অর্থাৎ, কতগুলি বোকা মানুষ ভালমন্দ বিচার না করিয়া দেখাদেখি এক অগ্রগামী ব্যক্তি বা দলের অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাকেই গড্ডলিকা প্রবাহ বলে। ইহার মূলে হিড়িক বা হুজুগ থাকে। বেশী দিনের কথা নয়—নেত্রকোণা একদা এক হুজুগ উঠে যে কোনও এক পুকুরে ডুব দিলে এবং তা'হার পানি নিয়া খাইলে অন্ধ চোখে দেখিতে পায় এবং অচল খোঁড়াও সচল মানুষের মত উঠিয়া দাঁড়ায় ও নিজের পায়ে চলিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে দুনিয়ার অন্ধ এবং খোঁড়া একত্র জড় হইয়া ঐ পুকুরে ডুব দেয়, তাহার পানি নেয়, এবং তাতে টাকা পয়সা বিসর্জ্জন দেয়। আর পুকুরের মালিক সুযোগমত টাকা পয়সা তুলিয়া নেন। বলা বাহুল্য যে মোমেনশাহী জিলায় পর পর কতই 'না' হুজুগ ঝড়ের মত উঠিয়া আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। ইদানিং সেরূপ আর

৩য় পৃঃ ২য় কঃ দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী কর্তৃক প্রকাশিত আরবী-উর্দু-ইংরেজীতে
প্রকাশিত কিছু ইশতেহারের ফটোকপিঃ

يا بشرى للمجاهدين

(بشارة بلسان القرآن)

سلام عليكم طبتم !

إن الدين عند الله الإسلام - ذلك الدين القيم - والله متم نوره ولو كره الكافرون - الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور - وهو يتولى الصالحين - فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين - ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين - إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين - كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله - ألا إن حزب الله هم الغالبون - ألا إن نصر الله قريب - نصر من الله وفتح قريب - ومن أصدق من الله قيلا - بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين -

البشير :-

ابو المولى محمد شمس الهدى صانه الله تعالى
عن الهلكات والردى خادم المدرسة الاسلامية
الواقعة بپانچ باغ من اعمال نصیراباد (المومنشاهى)
مشرقى پاکستان

([illegible] پریس ڈھاکہ)

Dhaka University Institutional Repository

سرکاری خطبہ کی حقیقت

مؤلفہ

حضرت مولانا ابوالمولی محمد شمس الهدی صاحب ۔

صدر امارت پارٹی

ناشر

مولوی فضل الرحمن ۔ ساکن کٹھا گھر

مؤمن شاہی ۔ مشرقی پاکستان

Dhaka University Institutional Repository

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سرکار کا مجوّزہ خطبہ پڑھنا جائز نہیں۔
سرکار کے مجوّزہ خطبہ کا روادار پیش امام
فاسق ہے اس کے پیچھے ادا کی ہوئی نماز
کا دُھرانا واجب ہے۔
اس پر اصرار کفر ہے

سرکار کا مجوّزہ خطبہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

جائز نہیں کیونکہ مجوزہ خطبہ ذکر اللہ نہیں یعنی وہ خطبہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا خالص ذکر ہو۔ اور جمعہ کا خطبہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کھرا ذکر ہو کما قال اللہ

Dhaka University Institutional Repository

پیغام

فوج الهی کا نصب العین پاکستان کو دار الاسلام بناناھے

پاکستان مسلم راشٹر ھے اس لئے کہ اسکا حکمران مسلمان ھے بلکہ سچ پوچھو تو اسکا حکمران مسلمان نہین کیونکہ وہ حاکم بما انزلہ اللہ تعالی نہین (دیکھو قران) اور حال یہ ھے کہ جو حکومت موافق قانون قدرتی نہو وہ اسلامی حکومت نہین بلکہ وہ حکم الجاهلیة یعنی غیر اسلامی حکومت ھے (دیکھو قران) اور یہ ظاہر ھے کہ دار الاسلام کو اسلامی حکومت لازم ھے حالانکہ یہ بات پاکستان مین نہین تو پاکستان کو دارالاسلام بنانا ضرور ھے اور یہ اھمترین مسئلہ فوج الهی کا نصب العین ھے و السلام •

العبد ابو المولی محمد شمس الهدی
پریسیڈنٹ فوج الهی مشرقی پاکستان

البلاغ

دار الاسلام

هي المملكة الاسلامية اللتي يجب فيها تنفيذ الاحكام الشرعية لعدم الموانع لنفاذها وهي دارالاسلام حقيقة واما اذ اكان الكافر والي بلدة وهو لايمنع تنفيذ الاحكام الشرعية فهي دار الاسلام حكما ومع ذالك يجب علي مسلمي تلك البلدة نصب امام مسلم ينصبرنه......انتهى مختصرا بقدر الضرورة وذالك لعدم ولاية الكفار علينا كما قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا الاية ولعدم امتنائهم بديننا ولجهلهم به ومن ثم كنا نحتاج الي الممالك الاسلامية في تنفيذ كثير من الاحكام الشرعية قضاء فكنا نرجع الى حكامها وقضاتها لاجل ذالك وكان ذالك شاقا علينا لبعدها عنا ولعدم حصول العلم بالحوادث قطعا لبعد المسافة فذهب المتاخرون الى ان نرجع الى خواص علماء ديارنا قضاء لنا وعلينا واستمر على ذالك زمان الي ان وصلنا الى ماوصلنا وماحصل لنا الحكومة الاسلامية بعد لعدم مبالاة رجال الحكومة بالاسلام و الشريعة فاحتجنا الى استبدالهم بغيرهم من اللذين هم يبالون بالدين وهم ائمة الدين دارنا دار الاسلام ونحن الفرج الالهي (جلد الله تعالى) اللذين يسعون لهذا الامر فليكن سعينا مشكورا والسلام *

العبد ابو المولى محمد شمس الهدي
امير الفرج الالهى لشرقي باكستان -

زرید

دار الاسلام

مملکت را در طرف ست دار الا سلام ودارالحرب مملکتے کہ دران مردان حکومت برروفق شرع حکمرانی کنند دار الا سلامست وآنجا کہ حکومت نہ بر وفق شرع باشد ونہ مردان حکومت تنفیذ احکام شرع روا دارند دارالحرب ست اینجا مشکلے داریم کہ پاکستان ما چیست اگر بامعان نظر دران غور کنیم محقق شود کہ این نہ دار الاسلامست نہ دار الحرب پس پاکستان ما دار الاسلام کردنی ست وتوقع ھمین داریم کہ ما فوج الهی این مہم عظیم را با نجام خواھیم رسانید والسلام •

العبد
(مولانا) محمد شمس الهدی
صدر فوج الهی مشرقی پاکستان

REVIEW.

—×—

DARUL-ISLAM.

Darul Islam is a state of Islam i.e., a state of the Almighty Allah, Governed on the Basic Principles of Islam made by Allah for the good of Islam, for the good of Muslims and the people of the state as a mass. Where-as those rule over the countries of Islam are "Zillullah" Shade of Allah, not king or Emperor as in the other countries as said Rasulullah, the Prophet of Islam. Vide Hadis, Fouze Elahi is therefore to make our country Pakistan a "Darul Islam," as other Islamic countries in the world.

WASSALAM.

(Moulana) Shamsul Huda (Panchbag)
President East Pakistan Fouze Elahi.

City Press, M[illegible]nsingh

Dhaka University Institutional Repository

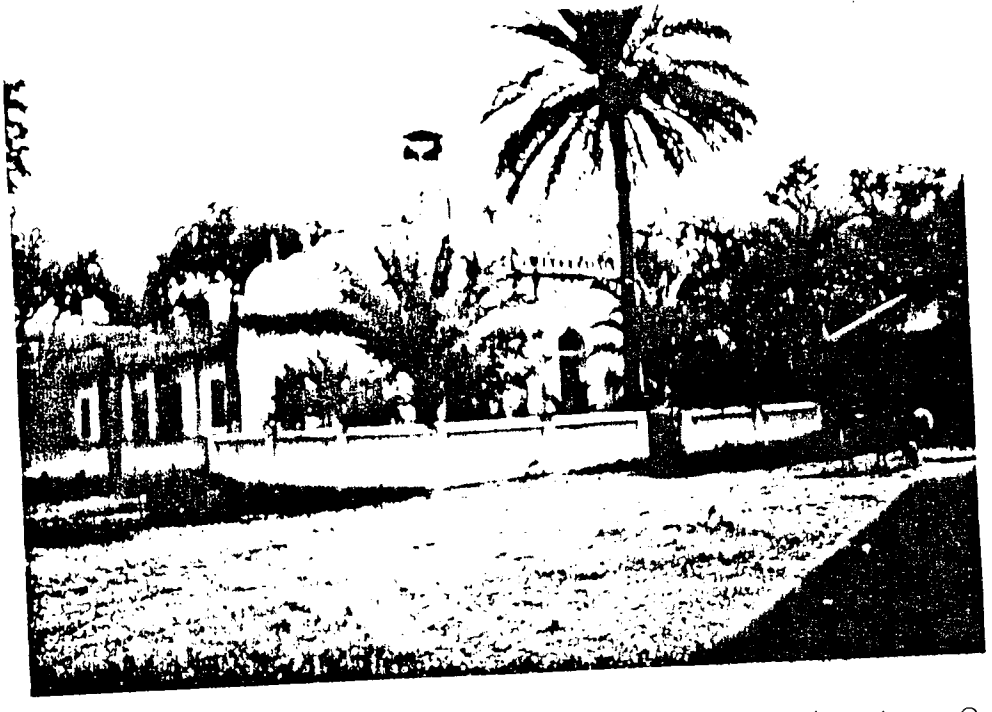

দিল্লীর আট গম্বুজ জামে-মসজিদের অবয়বে নির্মিত এই মসজিদই ছিল মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর প্রত্যহিক উপাসনাস্থল ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর সৃষ্ট বহুসংখ্যক
প্রতিষ্ঠানের একটি ।

Dhaka University Institutional Repository

শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী, আবুল মনসুর আহমদ, নুরুল আমীন, আজিজুল হক নান্না মিয়া'সহ বহু দেশ ও বরেণ্য নেতা, রাজনীতিক কর্মী ও ভক্তগণের স্মৃতিধন্য সেই ঐতিহাসিক লিচু-তলা যার প্রাঙ্গনে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো ওয়াজ মাহফিল ও রাজনৈতিক আলোচনা সভা আর সভা শেষে বিভিন্ন কারণে আগত আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে মাটির সানকি কিংবা কলাপাতায় পরিবেশিত হতো সামান্য ক্ষীর, খিচুড়ি কিংবা সাধারণ ভালভাত ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগীর সমাধি সংলগ্ন একটি বিজ্ঞপ্তি ফলক, যাতে লেখা আছে ঃ-

১। কবরে মাথা নোয়াবেন না
২। মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালাবেন না
৩। ফুল বা মালা দেবেন না
৪। কোন মহিলা কবরের কাছে যাবেন না
৫। কেহ কবর বাঁধানোর চেষ্টা করবেন না ।

উল্লেখ্য মাওলানা পাঁচবাগী নিজেই তাঁর জীবদ্দশায় বিজ্ঞপ্তি ফলকের এই ভাষ্যটি লিখে গিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

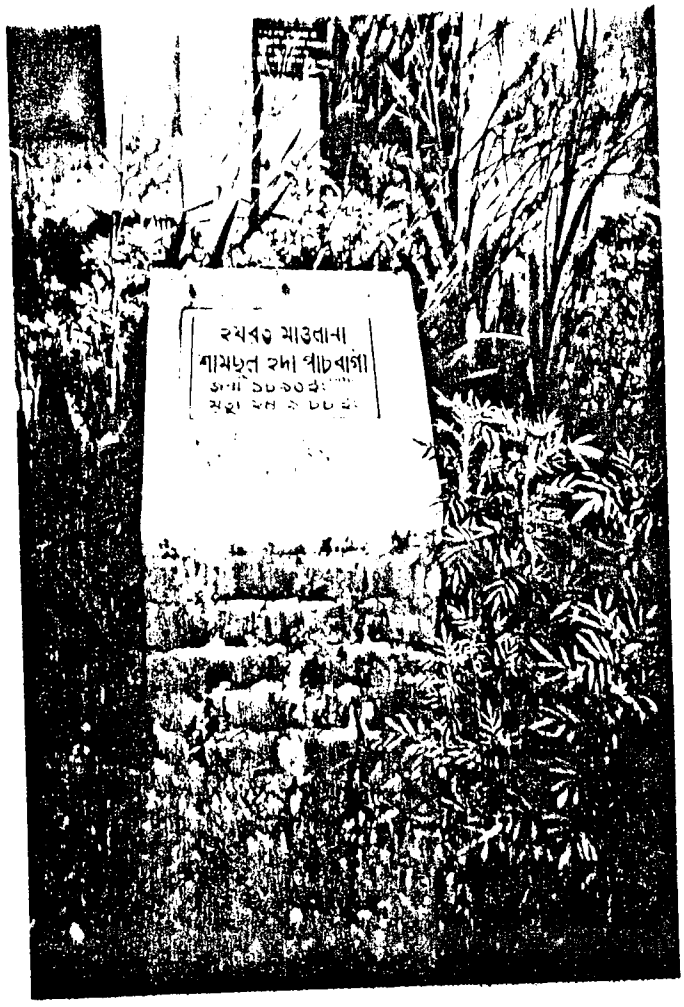

মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীর অনাড়ম্বর এপিটাফ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পাঁচবাগী নির্মিত মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে এই সেই পাকা ঘাট যেখানে নির্বিঘ্নে প্রতিদিন অজস্র মানুষ অজু-গোসল সেরে নিজেদের উপাসনায় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ঘন্ট

অ			পৃষ্ঠাংক
অকাল মৃত্যু	...	...	১৯
অজু-গোসল	...	...	২১৩
আত কথন	...	...	৫
অতিরঞ্জণ	...	...	৫
অতুল বাবু	...	....	২৬
অধ্যাপনা	...	...	২৬
অনুর্লোক	...	...	১১,১৯
অনিুম শয়ান	...	...	১৫৯
অনিবার্যলয়	...	...	১৬০
অনুকরণ	...	...	১৩৬
অনুরঙ্গা সাক্ষাৎকার	...	...	৫
অপশাসন	...	...	১০০
অপ্রত্যাশিত বৈপরিত্য	...	...	২১
অবগুন্ঠনের অচলায়তন	...	...	২
অবিভক্ত বাংলা	...	....	১৪,১৩৩
অতিসন্দর্ভ	...	...	১,৪,৫
অমিতবিক্রম	...	...	২
অল-ইন্ডিয়া রেডিও	...	...	১৬১
অল-ইন্ডিয়া মুসলীম লীগ		...	৩৫
অলৌকিক	...	...	১১,১৯,১৪৬
অহিংস বিদ্রোহী	...	...	১০৮

আ			
আইয়ুব খান	...	...	২৩,২৪,৪৯,১৩৬,১৫২
আখনজাদা সাঈদ	...	...	৬১
আগ্নেয়	...	...	১১২
আগরবাতি	...	...	২২১
আচকান পায়জামা	...	...	১৩৮
আটগম্বুজ মসজিদ	...	...	১৩৩,২০৮
আঠার বাড়ীর জমিদার	...	...	২৬
আজাদ (দৈনিক)	...	...	১৮২,১৮৪
আত্মোপলব্ধি	...	...	২
আতাউর রহমান খান	...	...	১৬৬,১৭০

Dhaka University Institutional Repository

আ		পৃষ্ঠাংক
আত্মদর্শন	...	১০৮
আর্থ-সামাজিক অচলাবস্থা	....	৩৯
আদমশুমারী	...	৫৯
আধ্যাত্মসাধনা	...	১৬, ২৫
আধ্যাত্ম অগ্রযাত্রা	...	১৯
আধ্যাত্মবাদ	...	১ ,২০
আপদ-বিপদ	...	১৫২
আপোষহীন ইতিহাস	...	১৬৩
আফ্রিকা	...	১১৭
আবুল হাসিম	...	৩৬
আবু সাঈদ চৌধুরী	...	১৩৬,১৭০
আবুল কালাম আজাদ	...	৪৪
আবুল মনসুর আহমদ	...	৪৬,২১০
আঃ আজিজ	...	১৮
আঃ মালেক উকিল	...	১৩৬
আবেদ দরবেশ	...	১৩৮
আঃ বারী	...	১৩
আবুল হাছ	...	১৪২
আবরাহা বাহিনী	...	১৪৫
আবাবীল পাখি	...	১৪৫
আবদুল মান্নান	...	১৭৩
আবদুস সালাম	...	১৭৫
আজিজুল হক মান্না মিয়া	...	১৩৪,২১০
আমলা	...	৮
আমেরিকা	...	১১৭
আরবী	...	১৬,১১৭,১২৭,১২৯,১৪১
আরব	...	১১৭
আল্লাহ	...	৭,১১,১৯,২০,২৫,৫৩,৬৫,১০৪, ১১৪,১৪৫
আল্লামা জালাল উদ্দিন ছুয়ূতী	..	৫১
আল্লামা মাশরেকী	...	১১০
আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়	...	১১৭
আলেম	...	১২৮,১৪১,১৪২,১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

আ		পৃষ্ঠাংক
আলো	...	১৩২
আলাল আহমদ	...	১৭৬
আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	...	১৭৪
আশরাফ সিদ্দিকী	...	১৭১
আপেক	...	১৪৪
আসর	...	১৪৫
আসাদ-উ-দৌলা	...	১৪২
আসাম	...	১২৮, ১৬১
আস্তানা	...	১০৫
আস্তিকবাদ	...	১১১
আস্বাদ	...	১৩২
আহ্সান উদ্দিন চৌধুরী	...	১৩৬

ই		
ইংরেজী	...	১৬, ১৪১, ১৪৩
ইউরোপ	...	১১৭
ইকবাল-ই-আলম কোম্পানী	...	১৭৬
ইতর প্রাণী	...	১১
ইত্তেফাক (দৈনিক)	...	৩৩, ১৬৪, ১৮০, ১৮২
ইনকিলাব (দৈনিক)	...	১৮১, ১৮২, ১৮৭
ইবনে খালদুন	...	১৪৫
ইমামতি	...	১৪১
ইমারত পার্টি	...	২৪, ৩৩, ৩৭
ইলেক্টুরেল কলেজ ইলেকশন	...	৫৬
ইসমাইল সাহেব	...	১৩
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	...	১৪২
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	...	১৩৫
ইসলামিয়া সরকারী হাইস্কুল	..	১৬১
ইসলামী হুকুমাত	...	৯
ইয়াহিয়া খান	...	২৪, ৮০

Dhaka University Institutional Repository

উ		পৃষ্ঠাংক
উর্দু	...	১৩৯,১৪১
উপকূল সংরক্ষণ	...	৬১
উম্মে কুলসুম	...	৭,১১
উপমা	...	১৩৫
উপাসনা	...	১১ ,২০৮,২১৩
উলফত রানা	...	১৪৩,১৭৩
উস্মিত	...	২৯
উষ্মকাল	...	১১

ঋ

ঋণ শালিসী বোর্ড	...	৩১

এ

একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম	...	২,১৭০
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ	...	১২৬
এপিটাফ	...	২১২
এম.এ.	...	১৪২,১৪৩
এম.পি.এ.	...	১৩১,১৭৪
এম.এন.এ.	...	২৩
এম.এল.এ.	...	২৩
এম.এন.এ.,এম.এল.এ.,এম.পি.এ.		১৪০
এসেম্বলী	...	২০,১৩৬
এস্রাতুন্নেছা	...	১৮,১৯,২১

ঐ

ঐশ্বরিকতা	...	১
ঐশীজ্ঞান	...	১৫

ও

ওরশ	...	১০৫
ওরিয়েন্টাল কলেজ	...	১৬,২৪
ওসমানাস্থান	...	৩২

Dhaka University Institutional Repository

ও		পৃষ্ঠাংক
ওসি	...	১৮
ওয়াকফ সম্পত্তি	...	২৫,
ওয়াকফ এস্টেট	...	৬৭
ওয়াজ মাহফিল	...	২৮,১৫৭,১৮৩
উ		
উদ্বৃত্ত	...	১৫৯
ক		
কংশের কূল	..	২১
কিংশ প্রাইমার	...	১৩
কাওরাণ বাজার	...	৭৪
কার্জন হল	...	১২৭
কাজী জাফর আহমদ	...	১৩৬
কোর্ট হাজত	...	৪৯
কাঁঠাল	...	১৫৪
কণা	...	১৫২
কর্ণেল তাহের	...	১৪
কিন্ডার গার্টেন	...	১৪২
কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুল	...	১৪২
কাফন	...	১৬৩
কেবিনেট মিশন	...	৩২
কাব-বিন-আশরাফ	...	৫০
কমন ওয়েলথ	...	১১০
কর্মচারী	...	৮৮
কামেল	...	১৪১,১৪২,১৪৩
কারামত	...	১৪৫
কোরাণ	...	১৩,২৮,৬৫,১১২
কোরবানী	...	২৬
কলসী	...	১৫৮
কলাপাতা	...	২১০
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	...	১৪
কোলকাতা	...	২০,৪৩,১৩৪
কিশোরগঞ্জ	...	৬,৫,৩২
কাশিগঞ্জ বাজার	...	৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ক	পৃষ্ঠাংক
কৃষক প্রজা পার্টি ...	৩১
কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ...	৮৪
কৃষি ব্যাংক ...	১৪৩
কুসংস্কার ...	১০৩
কায়েদে আজম ...	৪০
ক্ষুরা ...	১২
খ	
খালেদ মোশাররফ ...	৩৪
খবর (দৈনিক) ...	১৭২
খোৎবা ...	৪৯
খোদাবক্স ...	১৮,১৯
খোন্দকার মুশতাক আহমদ ...	১০৬
খান বাহাদুর ইসমাইল ...	১০৩
গ	
গাঁও-গেরাম ...	১২৯
গাজীপুর ...	৩২
গুণীজন ...	১৭০
গণতন্ত্র ...	৮৪
গাণিতিক সমস্যা ...	১০৯
গির্দান ...	৬,৭
গফরগাঁও ...	৬,৯,১৪,১৮,১৯,৩৫,৩৭,৩৮, ৪৬,৭৪,১০০,১০১,১০৫,১৭০,১৭৪
গফরগাঁও মহিলা মহাবিদ্যালয় ...	১৪৩
গোবিন্দ গাংগুলী রোড ...	৪০
গামছা ...	৯,১৩৮
গ্রাম বিচ্ছিন্ন রাজনীতি ...	৯৯
গোষ্ঠী-তন্ত্র ...	৫৮
গিয়াস কামাল চৌধুরী ...	১৭২
গিয়াস উদ্দিন পাঠান ...	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ঘ		পৃষ্ঠাংক
ঘুষখোর	...	৮
ঘোড়া	...	১,১০
ঘাতক	...	১২১
চ		
চাষার	...	৩৭
চিত্রবাংলা	...	১৭২
চার্চ্চিল	...	১১০
চিঠি	...	১৯৬ ,১৯৭
চাদর	...	১৩৮
চরপাড়া	...	১৪২
চিড়া-মুড়ি	...	১৪০
চুয়াডাংগা	...	১৮
ছ		
ছাত্রাবাস	...	১২৪,১২৮
ছিপান	...	২৬
ছালাউদ্দিন	...	১৪২
জ		
জাঁকজমক	...	১৩৭
জাগতিক বন্ধন	...	১৪৪
জাতিগত বৈষম্য	...	১৪০
জাতীয় সংসদ	...	১৪৩,১৬৫
জ্যোতি	...	১৪৬
জাতীয় প্রেসক্লাব	...	১৭২
জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ	...	১৭৩
জ্যোতির্বিদ্যা	...	১৫
জেনারেল মঞ্জুর	...	৩৪
জনসভা	...	১২৮
জনসংখ্যা বিজ্ঞান	...	১৫২

Dhaka University Institutional Repository

জ		পৃষ্ঠাংক
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	...	৬৫
জিন্দাপীর	...	১৪৬
জনতা (দৈনিক)	...	১৭৯,১৮২
জ্বীন	...	১১২
জিন্নাহর ঘোষণা	...	১২৮
জমিদার	...	২৩ ,১৩৩
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ	...	২৫
জমকালো	...	১৩৮
জামালপুর	...	১৪২
জমিদার-নন্দন	...	১৯
জাবেনের ভিত	...	১২৯
জিল্লুর রহমান	...	১৩৬
জেলে	...	১০৪
জেল-হাজত	...	১২১
জাহানারা বেগম	...	১৮,১৯,২১
জাহানারা প্রেস	...	২১
জিয়াউর রহমান	...	২৪,৩৪

ট		
টাংগাইল	...	৩৮,৭৪,১৭৩
টিপু সুলতান	...	৬৯
টুপি	...	১৩৮
টেলিগ্রাম	...	১০৪

ড		
ডালভাত	...	১১৯,২১০

ঢ		
ঢাকা	...	১৪,২৬,৭০,১২৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	...	১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ত		পৃষ্ঠাংক
তওবা	...	১০
তর্জুমানে দীন	...	১১৬
তেঁতুল বীচি	...	১১৫
তদবীর	...	১৫০
তথ্যমূলক পদ্ধতি	...	৫
তপস্বী তরুণ	...	১৫
তোফাজ্জল আলী	...	৩৬
তমশা	...	১৩২
তাবিজ	...	১৪৪
তারবার্তা	...	১৬
তিরোধান	...	১৬৪
তেরশ্রী	...	১৩, ১৮
তোলা	...	২৬, ৩১
তালাক	...	১৫৮
ত্রিশাল	...	৩৭, ৪৬, ৪৭
তাসাউফ	...	২৪
তাড়াটিয়া	...	১৩

থ		
থানা	...	১৮

দ		
দাওয়াত	...	১৩৬
দেওয়ান	...	১১২
দেওবন্দ মাদ্রাসা	...	৮, ১২, ১৬
দোগাছিয়া দারুছ ছুন্নত মাদ্রাসা		১৬১
দূর্গা	...	১৩৬
দিঘী	...	৭
দুধ পড়া	...	১৪৪
দধি	...	১৫৫
দৈনিক বাংলা	...	১৮৪
দীন-দুনিয়া	...	১১৬, ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

দ		পৃষ্ঠাংক
দ্বন্দ্বময়	...	৪
দ্বন্দ্ব সমাস	...	৮৪
দাঁড়ি	...	২৭
দর্পন	...	১২০
দিব্যজ্ঞানী	...	১১৯
দেবতা	...	১৩০
দিব্যচক্ষু	...	১১
দেশ (দৈনিক)	...	১৮২
দরবেশ	...	১৪৫
দরগা	...	১০৬
দিল্লী	...	২০৮
দুষ্প্রাপ্য প্রকাশণা	...	৫

ধ		
ধর্মগুরু	...	১
ধর্মমত	...	১০০

ন		
নাছোড় বান্দা	...	১৫
নাজিম মন্ত্রীত্ব	...	৪৮
নাতি-নাতনি	...	১৩১
নেত্রকোণা	...	১২
নদীয়া	...	১১
নান্দাইল	...	১৭
নাপিত	...	১০৪
নিভৃতকুঞ্জ	...	২৫
নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা	...	৮২
নিম্নতম শ্রম-মজুরী আইন	...	৮৬, ৯০, ৯১
নামাজ	...	১৪১
নামাজে জানাযা	...	১৬৩
নরসিংদী	...	৭৪
নিরুদ্দেশ	...	১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ন		পৃষ্ঠাংক
নূরুল আমীন	...	১৩৬, ১৫০, ২১০
নূরুল হুদা	...	১২
নিরন্ন মানুষ	...	৮
নারী শিক্ষা	...	১২, ১২৫
নীলমণিগঞ্জ	...	২০
নিশ্চল জীবন	...	১৬০

প		
পউস (পল্লী উন্নয়ন সংস্থা)		৮৫
পাকিস্তান	...	২৪, ১৩১
পাকিস্তান প্রস্তাব	...	৩২
পাকুন্দিয়া	...	৩৪
পাগল	...	১৪৪
পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা		১২৮, ১৪১, ১৪৩
পূজা-পার্বন	....	১১৩
প্রচারপত্র	...	১২৮
পাঁচবাগ	...	৬, ৭, ৮, ১৬১
পাঁচরুখী	...	১৭
পাঁঠা	...	২৭
পাঠ্যক্রম	...	১৩
পিঠা	...	১৫০
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা	...	১৬
পর্দা প্রথা	...	১২
পান্জাবী	...	১৩৬
প্রাণেশ বাবু	...	১৫৩
পাণি গ্রহণ	...	২১
প্রভাত কুমার পাল	...	১৩০
পল্টন	...	১২৮
পরাধীনতা	...	১২৬
পূর্ব পাকিস্তান	...	১৩৩
পূর্ব বাংলা	...	৩৩
পূর্বসূরী	...	১২৭

Dhaka University Institutional Repository

প		পৃষ্ঠাংক
প্রবাদ পুরুষ	...	৩
পীর	...	১০৫
পরিমল পাঠ	...	১৩
পীড়ণ	...	১০০
পয়গাম (দৈনিক)	...	৬৪
পাগলা	...	২৯
ফ		
ফজলুল করিম	...	৩৬
ফৌজে ইলাহী	...	১০০
ফাজেল	...	১২
ফজলুর রহমান সুলতান	...	১৭৪
ফারুকী প্রেস	...	১১৮
ফারসী	...	১৬, ১২৭
ফেরীঘাট	...	১২২
ফেরেস্তা	...	১১২
ফুলবাড়ীয়া স্টেশন	...	৬৯
ব		
বাংলা	...	১৪১
বাংলাদেশ মাতৃভাষা পরিষদ	...	১৭৩
বাংলাদেশ লেখক শিবির	...	১৭২
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	...	১৭১
বাংলার বাণী (দৈনিক)	...	১৮২
বাংলাদেশ হিন্দুকল্যাণ পরিষদ	..	১৭১
বিচারপতি আব্দুস সাত্তার	...	১৩৬
বি. এ.	...	১৪৩
বি. এস-সি	...	১৩১
বাকশাল	...	৮৫
বেকার সমস্যা	...	৫৩
বেংগল টু-ডে	...	২৩
বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান	..	২৪, ৩৪, ৮১
বংগীয় প্রজাস্বত্ত আইন	...	৩১
বংগো-ইসলাম	...	৩২
বংগবাজার	...	৬৯
বাজেয়াপ্ত	...	৩৮, ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

ব		পৃষ্ঠাংক
বিচারগ্রহ	...	৫
বৈচিত্রময়	...	১৭
বৃটিশ মেম	...	১৪
বৃটিশ উপনিবেশবাদ	...	১১৬
বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন	...	২
বর্ণাঢ্য জীবন	...	৩
বার্থ-কন্ট্রোল	...	৫৩,৬৫,১৫২
ব্যর্থ-কন্ট্রোল	...	৬৫,১৫২
বদরুদ্দিন উমর	...	১৭২
বদরুদ্দোজা	...	১২
বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার	...	১৪৩
বৈধব্যের শ্বেতবসন	...	১১
বন্ধুত্ব	...	১১৫
বিপীন বিহারী	...	৩০
বাবুর হাট	...	৭৪
বৈবাহিক জীবন	...	১৭
বরিশাল	...	৩৭
বরমীরবাজার	...	৭৪
বিরুনীয়া বাজার	...	৭৫
বলয়োর্জ্জ ব্যক্তিত্ব	...	৪
বলি	...	২৭
বাল্য শিক্ষা	...	১৩
বাল্য বিবাহ	...	৬১
বস্তবাড়ী	...	৭
বাস্তবতার অসম অভিঘাত	...	২১
বি. সি. রায়	...	৪৪
বিলাসিতা	...	১৩৭
বৃহত্তর ময়মনসিংহ	...	৬,২৬
বহিরগাছী	...	১১
বহুপাত্নিক	...	২১
বয়োবৃদ্ধ	...	১৩১
বায়াত	...	১,১৬
বায়ানুর ভাষা আন্দোলন	...	২,১২৬
বিক্ষিপ্ত লয়	...	৪
ব্রহ্মপুত্র	...	৭,২৬, ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

ভ		পৃষ্ঠাংক
ভোট	...	১৪০
ভোট গণনার শ্রী	...	৬২
ভোটার তালিকা	...	৫৯
ভারত	...	১৪
ভারতবর্ষ	...	৩৩,১২৬
ভারতীয় রাজনীতি	...	১২০
ভালুকা	...	২১,৩৪,৩৫,৪৬
ভি. সি.	...	১৭৩

ম		
মাইক	...	১২১
মাইজবাড়ী	...	১৩
মাজার	...	১০৬
মওদুদ আহমদ	...	১৬৫
মুওনগাছা	...	৭৪
মুক্তিযোদ্ধা	...	৩৪,১৩০,১৩২
মুক্তিসংগ্রাম	...	১২৯
মুক্তিযুদ্ধ	...	১২৯
মুক্তিসেনা	...	১৩০
মাগরেবের নামাজ	...	১৫১
মোগল কন্যা	...	৬৭
মাছ বিক্রি	...	১০৪
মিজানুর রহমান মিজান	...	
মুজিব বাহিনী	...	১৭৫
মাজেদা খাতুন	...	১৪২
মজিদ	...	১৫৫,১৫৬
মাটির পাত্র	...	১০৯
মঠ-মন্দির	...	১১৩
মেডেল	...	১৪
মোতাওয়াল্লি	...	৬৭,৬৯,৭০
মাতৃভাষা	...	১২৭,১২৮
মনসুর সাহেব	....	
মৃত্যু	...	১৩৪
মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড	...	১১৮

Dhaka University Institutional Repository

ম		পৃষ্ঠাংক
মাদ্রাসা	...	৬,২৪,৭৮,১২৮,১৪২,১৪৫
মুদ্রাদোষ	...	৫২
মানত	...	১০৬
মৃন্ময়	...	১১২
মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন	...	৪২
মেফতাহুল জান্নাত	...	১৩
মোমেনশাহী	...	৬,৭,৭৭
মোমবাতি	...	২১১
মোমতাজুল মোহাদ্দেছিন	...	১৪১
মারামারি	...	২৯
মালকান্দ	...	৬১
মির্জা গোলাম হাফিজ	...	১৩৬
মল্লিকবাড়ী বাজার	...	৭৪
মিল্লাত (দৈনিক)	...	১৭১,১৮২,১৮৪
মৌলিক গণতন্ত্র	...	৫৮
মশাখালী	...	১৪৮
মশিউর রহমান	...	১৩৬
মিশর	...	১১৭
মস্তিষ্ক বিকৃত	...	১৪৪
মসজিদ	...	৬,৭,১০,১১৩,১২১,১২৫
মাসলা-মাসায়েল	...	১৩
মুসলিম লীগ	...	৩১,৩৩,৩৫
মুসাফিরখানা	...	১৩১
মাসিক সওগাত	...	১৭০
মহাজন	...	৮
মহারাজা শশীকান্ত	...	৩০
মহিলা মাদ্রাসা	...	১০৪
মুহসেনিয়া গভঃ মাদ্রাসা	...	১৪
মোড়লবাড়ী	...	৭
ময়মনসিংহ	...	১৭,৩২,৩৪,৩৭,৩৯,১১৮,১৩০, ১৩৫,১৪২,১৫০
ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড	...	১৩৩ ,১৩৪
মাওলানা আব্দুলহামিদ খান ভাসানী		৬,৪০,১২৬, ১৩৩ ,২১৩
মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ		৬,৭,৮,৯,১২,১৩,২৫
মাওলানা আবদুল আজিজ	...	১৪
মোহাম্মদ বিশ্বাস	...	২০

Dhaka University Institutional Repository

ম	পৃষ্ঠাংক
মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ আলী	২১
মুন্সী মোঃ আবদুল মজিদ ...	২১
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ...	২৩ ,২৪ ,৩৩, ৩৫, ৩৮, ১১৮,১২৭
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ...	১৭০
মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী	৩৫
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	৪৫
মিস্ ফাতেমা ...	৬১,৬৩, ৬৪
মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ	১৩৬
মাওলানা আবদুর রহীম	১৩৬
মুহিউদ্দিন খান ...	১৭৪
মোহাম্মদ কামাল ...	১৭৬

য	
যুগ যন্ত্রণা ...	৩
যুগেশ বাবু ...	২৬
যোবেদা খাতুন ...	১৮
যুওফ্রন্ট নির্বাচন ...	২৪,৪৬

র	
রাজদ্রোহীতা ...	১২১
রাজনৈতিক পরাজয় ...	৩৩
রাজিয়া সুলতানা ...	
রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া ...	৬,৭
রামপুর ...	১৪,১৫
রাশেদা বেগম ...	১৪২
রাহে- নাজাত ...	১৩
রসগোল্লা ...	১৫৬
রাসুল ...	১৪৪
রায়হানা বেগম ...	১৪৩
রিয়াজুল জেনান মহিলা মাদ্রাসা	১২৫,১৪২
রসিকতা ...	১৩১
রায়বাহাদুর সতীশ দত্ত ...	৪০

Dhaka University Institutional Repository

র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান	...	১৪২,১৪৩
রাষ্ট্র	...	১০৩
রাষ্ট্রদ্রোহীতা	...	৩৮,১১৮,১২৭
রূঢ় বাস্তবতা	...	১৯

ল

লাইগেশন	...	১৫২
লংগর	...	১৩৯
লুংগী	...	১৩৬,১৩৮,১৪০
লিচুতলা	...	১৩৩,১৩৪,১৫০,২১০
লাট ভবন	...	৪
লীন	...	৪
লর্ডমাউন্ট ব্যাটেন	...	৩৩
লেবার কোর্ট	...	৮১, ৮৬, ৯০, ৯১
লাহোর	...	১৬
লিয়াকত আলী খান	...	৩৫

শ

শাকছড়া উচ্চ বিদ্যালয়	...	১৬১
শুকলাল ঘোষ	...	৪৫
শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার	...	১১২
শ্রী নকুল চন্দ্র সাহা	...	১৬৯,১৭৫
সুপারি গাছ	...	১৪৮
শ্রীপুর	...	৭৪
শামছুল আলম	...	১৪৩
শামসী প্রেস	...	২১ ১৩৮ ১১৫
শ্রমজীবি	...	৮৮
শ্যামল বাংলা	...	১০০
শেরপুর	...	৩২
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক		৩৭ ৩৯ ৪৬
শরীয়ত	...	৫১
শরীয়ত মন্ত্রী	...	১৩৪
শাসন যন্ত্র	...	৯৬

Dhaka University Institutional Repository

শ

		পৃষ্ঠাংক
শাহজাদী বেগম	...	৬৭
শহর কেন্দ্রিক রাজনীতি	...	১১
শহর জামিন	...	৪০, ১২৭
শামছুল হুদা চৌধুরী	...	৩৬, ১৩৬
শাহ্ আজিজুর রহমান	...	৩৬
শামছুদ্দিন আহমদ	...	৩১

স

সার্কিট হাউজ	...	১৩৫
সংগ্রাম (দৈনিক)	...	১৮১, ১৮২, ১৮৫
সাংবাদিক	...	১১৫
সংসদ নেতা	...	১৬৫
সংস্কার আন্দোলন	...	৮
সংস্কারক	...	১০৬
সাইদা খাতুন	...	১৭
সাইফুল বারী	...	১৭৩
সেজদা	...	১৫১
সাজেদা সুলতানা	...	১৪২
সতীশ	...	২৯
সাদামাটা	...	১৩৭
সূদখোর	...	৮
সুধাংশু বাবু	...	১৩০
সিদ্ধবাক্য	...	৩
সানাউল্লাহ নূরী	...	১৭৩
	...	২১০
সন্ধ্যা	...	১৫২
সন্তোষ কুমার সাহা	...	১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩,
সন্মান ও সন্নতি	...	১৪১
সুন্নতি আখলাক	...	১৪০
সৈনিক	...	১৩১
সেনা	...	১২৯
সানাউল্লাহ বার-এট-ল'	...	৩৩
সিপাহী বিপ্লব	...	৭
সমাজ	...	১০৩, ১২০

Dhaka University Institutional Repository

স		পৃষ্ঠাংক
সমাজতন্ত্র	...	৮৪
সমাজসেবক	...	৯৮
সামনুবাদ	...	১০০
সামছুন্নাহার বেগম	...	১৪৩
স্মরণসভা	...	১৭৭,১৮৩
স্মারকলিপি	...	৫৭;৯৩
সাম্প্রদায়িক বেড়াজাল	...	১০৮
সামালংঘন	...	১১৪
সাঁম বাঁচি	...	১৪৫
স্বাধীনতা	...	১২৬,১৩২
স্বাধীন সোনার বাংলা	...	১৬০
স্বাধীনতার ভবিষদ্বাণী	...	১৫০
স্বর্গলোক	...	১৪৪
স্বর্গীয় জ্যোতি	...	১৯
সরকারী মাদ্রাসা	...	১৪
সরকারী চাকুরী	...	৯৭,১২৫
সরিষার তেল	...	১৩৯
সিরাজ -উদ-দৌলা	...	১৪৩
সুরাসুর	...	১১২
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ	...	৪৫
সুরেন্দ্র	...	২৯
সাহিত্য	...	১২০
সাহেব আলী মুন্সী	...	২৬
সাহেব বাড়ী	...	৭

হ		
হক সাহেব	...	১৩৪,১৩৫
হজ্জ	...	৪০
হজ্জ-হাংগামা	...	১৩৮
হজ্জ যাত্রা	...	১৪১
হুজ্জাতুল ইসলাম	...	১১৭
হুজুর	...	১৫০
হৃদ- কমল	...	৩

Dhaka University Institutional Repository

হ		পৃষ্ঠাংক
হৃদয়ে রংগাংগন	...	১৪৩
হাফিজ শিরাজী	...	১১২
হেড মাওলানা	...	১৪২
হামিদা খাতুন	...	১৮
হজরত ওমর (রাঃ)	...	৬৩
হুলা মিয়া	...	৬৯
হোসেনপুর বাজার	...	২৬, ২৯, ৩৪, ১০৪
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	..	৩৫, ৪৬, ১৩৬
হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী(রঃ)		৮
হযরত হাফেজ মাওলানা শাহ সূফী এমদাদ উল্লাহ (গুজরাটি)		১৬

য়		
য়াহুদি মৌলবী	...	৫১

ক্ষ		
ক্ষমা	...	১৩৪
ক্ষৌর	...	২১০
ক্ষৌরকর্ম	...	১০৪